www.facebook.com/alipur.barta.5
ইন্টারনেট সংস্করণ: http://www.alipurbarta.org

নতুন ধারাবাহিক
**বিকল্পিত রাজারহাট**
চারের পাতায়

# আলিপুর বার্তা

১৯৬৬–২০১৫
ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

**বাড়ির টবে সবজি চাষ**
ছয়ের পাতায়

কলকাতা ঃ ৪৯ বর্ষ, ৪৫ সংখ্যা, ১৮ ভাদ্র – ২৪ ভাদ্র, ১৪২২ ঃ ৫ সেপ্টেম্বর – ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ Kolkata : 49 year : Vol No.: 49, Issue No. 45, 5 September - 11 September, 2015 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

## মানুষের দাবিকে তোয়াক্কাই করে না রাজ্যের শাসক–বিরোধী কেউই

**ওঁকার মিত্র**

বনধ, হরতাল ও ধর্মঘটের সেকাল–একাল নিয়ে যারা চর্চা করেন তারা জানেন বনধের আর সে গরিমা নেই। এখন বনধ হল রাজনৈতিক দলগুলির ক্ষমতা দেখানোর কৌশল মাত্র। অধিকাংশ মানুষই মনে করেন বনধে ক্ষতি ছাড়া লাভ কিছু হয় না। জনগণের এই ধারণাকেই মান্যতা দিয়েছেন এ রাজ্যের রাজ্যপাল। তিনি রাজনৈতিক দলগুলিকে এই বিষয়ে ভাবতে বলেছেন।

কিন্তু নতুন করে ভাবতে গেলে যে মানসিক দৃঢ়তা থাকার দরকার তা আমাদের রাজনৈতিক দলগুলির নেই। এই দৈন্যতায় ভুগছে শাসক থেকে বিরোধী সব দলই। কারণ এদের কারোরই মানুষের উপর ভরসা নেই। যারা বনধ ডাকে তারা পথ আটকায়, যানবাহন ভাঙচুর করে। প্রশাসন কোনও কড়া ব্যবস্থা নিতে পারে না। যেন বনধের দিন এসব বনধ সমর্থকদের অধিকারের মধ্যে পড়ে। আবার বনধের বিরোধী গোষ্ঠী লাঠি–সোটা নিয়ে নেমে পড়ে বনধ সমর্থকদের উপর আক্রমণে। যেন সেই দিন আইনের শাসন তাদেরই দায়িত্ব। ফলে ক্ষতি হয় সরকারি সম্পত্তির, রক্ত ঝরে অবাধে। আতঙ্কে দিন কাটায় সাধারণ মানুষ।

বিবাদমান রাজনৈতিক দলের সকলেই জানেন যাদের ডাক দিয়ে বনধের আয়োজন করা তারা কোনও দলেরই অংশ নয়। অথচ তাদের উপর সিদ্ধান্ত ছাড়তেও রাজি নয় কেউ। কত শতাংশ সত্যিই বনধ সমর্থন করলেন আর কতজন বনধের বিরুদ্ধে তার সঠিক মূল্যায়ণ কোনও দিনই হয় না। মনের জোর, জনগণের উপর আস্থা থাকলে বনধের ডাক দিয়ে চুপ করে বসে থাকুন, দেখুন কতজন আপনাদের সমর্থন করে বনধে সামিল হলেন। ট্রাম–বাস–ট্রেন–অটো–ট্যাক্সি চলুক না। মানুষ যদি বনধকে সমর্থন করে পথে না বেরোন তাহলেই তো সত্যি সত্যি বনধ সফল হবে। বোঝা যাবে কার কত কোমরের জোর। আসলে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলি এতটাই দৈন্য, তাদের ক্ষমতা সম্পর্কে নিজেরা এতটাই সন্দিহান যে তারা নতুন ভাবনা ভাবতে নারাজ। সেই বস্তাপচা আন্দোলনই তাদের ভরসা।

অথচ বনধ বা হরতাল একটা সময় প্রকৃত অর্থেই গরিব মানুষের হাতিয়ার ছিল। মূলত কলকারখানার শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার্থেই এই বনধ ভাবনার উৎপত্তি হয়। পরে তা সার্বজনীন রূপ ধারণ করে। আবার এটাও ঠিক দীর্ঘ দিনের বাম জমানায় বনধ সংস্কৃতি এতটাই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল এই সমাজে যার ফলে হাজার হাজার কারখানা বন্ধ হয়ে যায়, পাততাড়ি গোটায় বহু শিল্পপতি। পরে বিরোধী নেত্রী থাকাকালীন মমতাও এই বনধ সংস্কৃতিকে আপন করেছিলেন। এখন অবশ্য প্রশাসনের মাথায় বসে তাঁর বোধোদয় ঘটেছে। তাই বনধ সংস্কৃতির ধারক–বাহক হয়ে উঠেছে ফের বামেরা। সঙ্গে দোসর কংগ্রেস।

## তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকট ফকিরচাঁদ কলেজে

**মেহেবুব গাজি**

কলেজে স্লোগান দেওয়াকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার দুপুরে তৃণমূল ছাত্রপরিষদের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল ডায়মন্ড হারবার ফকিরচাঁদ কলেজ। ঘটনায় দু'পক্ষের দশ জন জখম হয়েছে। সকলকেই ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর ৬ জনকে ছেড়ে দেওয়া হলেও কলেজের সাধারণ সম্পাদক সৌম্য নস্কর, তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী মালা মণ্ডল সহ চারজন আশঙ্কাজনক অবস্থায় ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। খবর পেয়ে ডায়মন্ড হারবার থানার আইসি বিশ্বজিৎ পাত্রের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী কলেজে পৌঁছে উত্তেজিত ছাত্রছাত্রীদের ছত্রভঙ্গ করে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনে। ঘটনায় শাসকদলের মধ্যে চাপানউতোর শুরু হয়েছে। তবে পুলিশ জানিয়েছে, রাত পর্যন্ত কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি। যদিও ঘটনার কথা জানা নেই বলে দায় এড়িয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষ।

কলেজ ও পুলিশ সূত্রের খবর, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কলেজে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ জয়ী হওয়ার পর বিরোধী ছাত্র সংগঠনের প্রবেশ একপ্রকার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তারপর থেকে বিভিন্ন সময় তৃণমূলের বিধায়ক দীপককুমার হালদারের অনুগামী ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে বিরোধ দেখা দেয় তৃণমূলের ডায়মন্ড হারবার ১ নম্বর ব্লক সভাপতি উমাপদ পুরকাইতের অনুগামী ছাত্রদের। এদিন দুপুরে কলেজের মধ্যে বুধবারের ধর্মঘটের বিরুদ্ধে স্লোগান দিচ্ছিল তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সমর্থকরা। এই সময় শাসকদলের দুই গোষ্ঠীর দুই নেতার নাম করে স্লোগান তোলা নিয়ে গন্ডগোলের সূত্রপাত। উমাপদ পুরকাইতের অনুগামী হাসপাতালে ভর্তি জখম ছাত্রী তথা কলেজের সাধারণ সম্পাদক সৌম্য নস্করের পাল্টা অভিযোগ, 'আমি ছাত্র সংসদের অফিসের ভেতরে ছিলাম। হঠাৎ কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রীদের চিৎকার শুনতে পেয়ে বাইরে বেরিয়ে দেখি আমাদের দলের কয়েকজন ছাত্রনেতা ও তাদের দলবল দলের সমর্থক ছাত্রদের ব্যাপক মারধর করছে। আমরা কয়েকজন বাধা দিতে গেলে উল্টে আমাদের ওপর চড়াও হয়ে মারধর করে দলের নেতা উমাপদ পুরকাইতের নামে স্লোগান দিতে দিতে কলেজ থেকে বেরিয়ে যায়। তৃণমূলের

যে দুই নেতাকে নিয়ে এত কান্ড সেই বিধায়ক দীপক হালদার ও ব্লক সভাপতি উমাপদ পুরকাইত এই ঘটনার ব্যাপারে একেবারেই মুখ খুলতে চাননি। তবে কলেজের প্রিন্সিপাল সুবিরেশ ভট্টাচার্য ফোনে জানান, 'ছাত্র সংঘর্ষের ঘটনা আমার জানা নেই। আমার কাছে কোনও অভিযোগ জানানো হয়নি।'


# সরাসরি বি এড কোর্সে ভর্তি চলিতেছে

**শিক্ষাবর্ষ ২০১৫– ২০১৭**

**সরকার নির্ধারিত ফিস নেওয়া হবে**

# সুন্দরবন বি এড কলেজ

(এন সি টি ই এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত)

**যোগাযোগ**

৯৭৩৩৪৮৯৬৯৩
৭৬৭৯০২২২৭৫

**পথনির্দেশ**

১১৭ নং জাতীয় সড়ক–এ (NH–117) কলকাতা / কাকদ্বীপ / নামখানা / গঙ্গাধরপুর বাস রুটে ৫নং হাট নেমে ৩ মিনিট সরাসরি হাঁটা রাস্তা দক্ষিণ দিকে কলেজ অবস্থিত ও হাতীর বাড়ি বাস স্টপেজ নেমে উত্তর দিকে ৩ মিনিট হাঁটা রাস্তা কলেজ অবস্থিত। ট্রেন যোগাযোগ–এ শিয়ালদহ–নামখানা লোকালে নিশ্চিন্তপুর মার্কেট–এ নেমে যেকোনও গাড়িতে উপরোক্ত স্টপেজ–এ নেমে কলেজ–এ আসুন।

Alipur Barta : 49 year : Vol No.: 49, Issue No. 45, 5 September - 11 September, 2015

## ভারতের বাজারে পতন অব্যাহত

# চিনের সঙ্কট কতটা সুদূরপ্রসারী তা বুঝে এগোতে চাইছে বিশ্ব অর্থনীতি

**শুদ্ধাশিস গুহ**

অর্থনীতির রোজনামচায় এখন উচ্ছাসের চেয়ে হতাশার পরিমাণ অনেকটাই বেশি। বিশেষ করে বিশ্ব জুড়ে শেয়ার বাজারে যে মড়ক দেখা দিয়েছে তাতে ২০০৮–এর ভয়ঙ্কর দিনগুলির ছবি সামনে চলে আসছে। গতবার যদি আমেরিকার কারণে টলমল হয়ে থাকে বিশ্ব অর্থনীতি তাহলে এবারের ভিলেন নিঃসন্দেহে এশিয়ার প্রবল প্রতাপশালী দেশ তথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পর দ্বিতীয় আসনে থাকা চিন। চিন যে কতটা শক্তিশালী অর্থনীতি তা দুনিয়ার বাজারের দিকে একটু চোখ রাখলেই বোঝা যাবে। তাছাড়া অলিম্পিক্স–এর মতো ক্রীড়া জগতের শ্রেষ্ঠ আসরেও মার্কিন দেশের পর দাপট দেখায় সেই চিনই। আমেরিকা এবং জার্মানি আর কিছুটা ফ্রান্স চিনের এই প্রবল প্রতাপশালী অর্থনীতির সঙ্গে তাল মেলাতে পারে। তা সেই চিনে হঠাৎ করে হলটা কি? কেন চিনের এই অস্থিরতা গোটা দুনিয়ার অর্থনৈতিক ভারসাম্যকে বল্গাহীন করে তুলেছে। চিনের পণ্য সারা বিশ্ব জুড়ে বিরাজ করছে। ভারতে 'মেড ইন চিন' এর যেমন রমরমা তেমনই আমেরিকা বা ইউরোপের বাজারেও চিনা দ্রব্যের ছড়াছড়ি। এহেন চিনে অশনি সঙ্কেত দেখা দেওয়া মানে গোটা পৃথিবীতে সঙ্কট ঘনীভূত হবে। সেই চিত্রটাই ধরা পড়ছে বিশ্বজনীন অর্থনৈতিক সূচকগুলিতে। জাপানি বোমা হিরোশিমা–নাগাসাকির প্রভাব এখনও অবলুপ্ত হয়নি। আর এই চিনা ড্রাগনের বিষবাষ্প একইভাবে যেন অর্থনৈতিক দুনিয়াটাকে গিলে ফেলতে চাইছে। চিন এমন এক দেশ যার সঠিক পরিসংখ্যান বা তথ্য পেতে স্বয়ং মার্কিন গোয়েন্দাবিভাগ সিআইএ–কেও নাস্তানাবুদ হতে হয়। ফলে যখন চিনা ঝুলি থেকে একের পর এক খারাপ খবর আসছে তখন সেটাকে ক্ষুদ্র বলেই মনে করা হচ্ছে। প্রকৃত ছবিটা আরও মর্মান্তিক হতে পারে বলেও অনুমান করা হচ্ছে। এই বিশ্বের তাবড় অর্থনৈতিক পণ্ডিতেরা তাই মাথা চুলকেই চলেছে। যার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পতন–মহাপতন সংগঠিত হচ্ছে পৃথিবী জুড়ে। ভারতের অবস্থাও হয়ে উঠেছে সঙ্গীন। এদেশের ডিআইআই বা ডোমেস্টিক নিবেশকারীরা পালটা না কিনলে বোধহয় অস্থিমজ্জা বেরিয়ে আসত ভারতীয় বাজারের। অন্য দেশের অর্থ বাজার কঙ্কালসার হয়ে উঠলেও এখনও বেশ নধর রয়েছে ভারতের অর্থনীতি। এটাই এখন পর্যন্ত ইতিবাচক দিক ভারতীয় শেয়ার বাজারের জন্য।

চিনের মুদ্রা অর্থাৎ ইউয়ানের ক্রম অবমূল্যানের ফলে আমেরিকার ডাও জোন্স থেকে ইউরোপের ক্যাক (ফ্রান্স), ড্যাক্স (জার্মানি), এফটিএসই (ইংল্যান্ড), জাপানের নিকেই, সিঙ্গাপুরের হ্যাংসেং কিংবা ভারতের নিফটি–সেনসেক্স সবেতেই রীতিমতো ত্রাহিত্রাহি রব উঠেছে। গণ্ডগোলের বহিঃপ্রকাশ ঘটল গত ২১ আগস্ট–শুক্রবার থেকে। ওইদিন ভারতীয় সময় মধ্যরাতে আমেরিকার সূচক ত্রয়ী ন্যাসড্যাক–ডাও জোন্স এবং এস অ্যান্ড পি যেভাবে নিচে এসে বন্ধ করে তাতে বোঝাই যাচ্ছিল আগামী সপ্তাহটা কেমন যেতে চলেছে। এর সঙ্গে সঙ্গত করেই ২৪ আগস্ট সোমবার ফের এক 'ব্ল্যাক মানডে' ফিরে এল ভারত সহ গোটা এশিয়ার বাজারে। ভারতীয় নিফটি যেখানে আগের দিন ৮৩০০ পয়েন্টে ক্লোজ দিয়েছিল সেখানেই মাত্র কয়েকটি ঘন্টার ব্যবধানে তা খোয়ালো প্রায় ৬ শো পয়েন্ট। সেনসেক্স হারালো ১৬০০ পয়েন্ট। এভাবে পরেরদিন মঙ্গলবার এ যাবৎকালের সবথেকে নিম্ন অবস্থান ৭৬০০–র ঘরে পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল ভারতীয় নিফটি। এত কিছু খারাপের মধ্যেও একটা জিনিস বেশ প্রশান্তি দিচ্ছে ভারতীয়দের। তা ওপর বিশেষজ্ঞদের বা অর্থনৈতিক পণ্ডিতদের এতটা আশা তা জানতে হলে ফিরে যেতে হবে খানিকটা পিছন দিকে।

২০০৮–এ লেম্যান ব্রাদার্সের আর্থিক দোলাচল থেকে গোটা বিশ্ব অর্থনীতি সঙ্কট কবলিত হয়েছিল। ব্যতিক্রম ছিলনা ভারতও। নিফটি ৬ হাজারের ওপর থেকে নিমেষে চলে এসেছিল ২৩০০–র ঘরে। সেখান

হল লাইফ ইনস্যুরেন্স কর্পোরেশনের নেতৃত্বে ভারতীয় লগ্নিকারীদের মোটা অঙ্কের শেয়ার খরিদ করা। আপাতত এই ঘরোয়া লগ্নিকারীদের হাত ধরে ভারত চিনের প্রবল সঙ্কট থেকে উদ্ভুত পতনের প্রাবল্য থেকে কিছুটা হলেও স্বস্তি পেয়েছে। যদিও ভারতীয় নিফটি ৮ হাজারের ওপরে থাকতে বেশ কষ্ট পাচ্ছে। এমতাবস্থায় বিভিন্ন আর্থিক বিশেষজ্ঞরা সারা বিশ্বের প্রেক্ষিতে ভারতীয় অর্থ বাজারের ওপর দীর্ঘমেয়াদী উত্থানের ভবিষ্যৎবাণী করছেন। কোন প্রেক্ষিতে এই ডামাডোলের বাজারেও ভারতের থেকে এই ২০১৫ পর্যন্ত সর্বোচ্চ উত্থান ৯৩০০ ধরলে এই ৭ বছরে প্রায় ৭ হাজার পয়েন্ট ওপরে উঠেছে ভারতীয় নিফটি। তবে ভারতীয় সূচকের এই উত্থানপর্বকে ত্বরান্বিত করেছে ২০১৪–র মে মাসে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে দিল্লির গদিতে এনডিএ সরকারের প্রতিষ্ঠা। যে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে মোদি দিল্লির তখতে বসেছেন তাতে এক লাফে আর্থিক বাজারও রকেটের মতো ওপরের দিকে ধাবিত হয়েছে। বিশেষ করে যেসব শেয়ার অতি অল্প দামে ছিল তা মোদি সরকার গঠনের পরে প্রায় ৩–৪ গুণ করে এমন কী তার থেকে বেশি আকারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় অর্থ বাজার যে কারেকশন বা সংশোধনীর মধ্য দিয়ে যেতে চাইবে তা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কারণ এতটা বৃদ্ধির পর সেই মুনাফার ফসল ঘরে তুলতে স্বাভাবিক আকর্ষণ দেখা যায় লগ্নিকারীদের মধ্যে। সাম্প্রতিক চিন সমস্যা, গ্রিসের সঙ্কট, ইরানের অস্থিরতা, আমেরিকা এবং ইউরোপে বৃদ্ধি থমকে যাওয়ার সংকেত ইত্যাদি নানা বিশ্বজনীন ঘটনা ভারতীয় বাজারকে প্রভাবিত করেছে। তবে এতটা বৃদ্ধির পরেও বেচার ভূমিকায় মূলত দেখা যাচ্ছে এফআইআই বা বিদেশি লগ্নিকারীদেরই। ভারতীয় মিউচুয়াল ফান্ড এবং ধনকুবেররা এখনও দেশের বাজারের প্রতি আস্থা বজায় রেখেছেন। কিন্তু বিদেশিরা ২০১৫–তে মূলত বিক্রেতার আসনেই বসে রয়েছেন। আসলে মার্কিন মুলুকের প্রধান ব্যাঙ্ক বা ফেডের সুদের হার বাড়ানোর যে কথা শোনা যাচ্ছে তা বাস্তবায়িত হওয়ার কথা এ বছরেই। যদিও ভারতীয়দের আশ্বস্ত করে সেপ্টেম্বরে সেই সুদ বাড়ানোর রাস্তায় হাঁটছে না ফেড এই খবর দিনের আলোর মতো পরিস্কার হয়ে উঠেছে। ডিসেম্বরে হয়তো সেই সুদ বাড়ানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে আমেরিকার শীর্ষ ব্যাঙ্ক। ফলে বিদেশিদের মধ্যে এখান থেকে পুঁজি গুটিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বন্ড কেনা অনেক যুক্তিসঙ্গত।

এখানেই টেক্কা দিয়েই যাচ্ছে ভারতীয় অর্থবাজার এবং স্থানীয় লগ্নিকারীদের এক বড় অংশ। সারা পৃথিবীর আর্থিক সঙ্কটের মরুভূমিতে মরুদ্যান হিসেবে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভারতের অর্থনীতি। এখন এক লহমায় দেখে নেওয়া যাক কেন ভারতের প্রতি এই প্রীতি। দেশের সার্বিক অগ্রগতির পরিসংখ্যান বা খতিয়ান তুলে ধরলেই এর উত্তর সাফ হয়ে যাবে। এই মুহূর্তে ভারতীয় জিডিপি–র হার সারা দুনিয়ার মধ্যে সেরা। তাছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের সদিচ্ছার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বর্তমান রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গভর্নর রঘুরাম রাজন যেভাবে বছরের গোড়া থেকে তিন খেপে সুদের হার কমিয়ে শিল্পোন্নতির পথ প্রশস্ত করেছেন তা প্রশংসাযোগ্য। এই বছর এবং আগামী ২০১৫–১৬ অর্থ বর্ষের শেষ পর্যন্ত আরও কয়েক দফা সুদ কমার পথও তৈরি রয়েছে। যা নিঃসন্দেহে ইন্ধন যোগাবে ভারতের বৃদ্ধিকে। পণ্য পরিষেবা কর বা জিএসটি বিল এবং জমি বিলের মতো গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলি যদি আগামী দিনে ফলপ্রসূ হয় বিরোধীদের বাধা উপেক্ষা করে তাহলে 'সোনে পে সুহাগা' হয়ে উঠবে ভারতীয় অর্থনীতি। পরিশেষে এটাই বলা যেতে পারে নদীর একপারে যখন ভাঙন দেখা যায় তখন অপর পার নতুন করে গড়ে ওঠে। কে বলতে পারে চিনের পতনের পাশাপাশি আগামীতে বিশ্ব অর্থনীতির অন্যতম প্রতিভূ হিসেবে উঠে আসবে না ভারত? শেষ খবর অনুযায়ী মোদি সরকার নিযুক্ত শাহ কমিশন বিদেশি লগ্নিকারী বা এফআইআইদের পক্ষে কর সংক্রান্ত বিষয়ক ইতিবাচক বার্তা বয়ে নিয়ে আসায় বাজারের পক্ষে ভালো পরিবেশ তৈরি হয়েছে। যদিও এই খবরের অব্যাবহিত পরেও সেইরকম ভালো ছবি চোখে পড়েনি ভারতের বাজারে। বরং কোন জায়গাটায় গিয়ে নিফটি এবং সেনসেক্স ঘুরে দাঁড়াবে তা নিয়ে চলছে জোর জল্পনা।

## সাপ্তাহিক রাশিফল

### নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

**৫ সেপ্টেম্বর – ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৫**

**মেষ :** উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সাফল্যের যোগ রয়েছে গৃহভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে সপ্তাহের শেষের দিন থেকে শুভফলের যোগ রয়েছে। সন্তানের কৃতিত্বে আনন্দ লাভ করবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে।

**বৃষ :** মানসিক দৃঢ়তার জোরে অসম্ভবকে সম্ভব করতে সমর্থ হবেন। যে কোন দায়িত্বমূলক কাজে সাফল্য পাবেন। লেখাপড়ায় বাধার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। সঞ্চয়ে বাধা আসবে।

**মিথুন :** অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। শরীরের প্রতি যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। দায়িত্বমূলক কাজের জন্য আপনি সম্মানিত হবেন। কর্মক্ষেত্রে শত্রুতার দ্বারা ক্ষতি। আত্মীয়–স্বজনদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে পারবেন।

**কর্কট :** নিজের চেষ্টায় উন্নতি করতে সমর্থ হবেন। স্নেহ প্রীতির বিষয়ে সময়টি শুভফলের কারক। আর্থিক বিষয়ে উন্নতির যোগ রয়েছে। কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্য আপনি সম্মানিত হবেন। কর্মক্ষেত্রে বাধা এলেও সাফল্য।

**সিংহ :** মাথা উঁচু করে চলতে পারবেন। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে শুভফলের যোগ রয়েছে আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে অগ্রসর হবেন না। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে।

**কন্যা :** বহু বাধা বিঘ্ন আসা সত্ত্বেও আপনি জয়লাভ করবেন। ব্যবসা বাণিজ্যে তেমন শুভফল পাবেন না। বেকারত্বের অবসান ঘটবে। আয় উন্নতির যোগ রয়েছে। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ হবে।

**তুলা :** লেখাপড়ায় ভালফল পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে। বুদ্ধি ভ্রংশের ফলে ক্ষতি হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সুনাম যশ বজায় থাকবে। জ্বর পীড়াদির যোগ রয়েছে।

**বৃশ্চিক :** ঠান্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। বেকারত্বের অবসান হবে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির যোগ রয়েছে। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে সময়টি শুভদায়ক। ভ্রমণ যোগ রয়েছে। পিতার পক্ষে সময়টি শুভ ফলের কারক শিক্ষায় বাধা এলেও সাফল্য পাবেন।

**ধনু :** উন্নত চিন্তাধারার বিকাশ ঘটবে। ভ্রমণযোগ রয়েছে। কর্মস্থলে শত্রুরা তৎপর হয়ে রয়েছে। সাবধানে চলবেন। লেখাপড়ায় আশানুরূপ ফল পাবেন না। আর্থিক বিষয়ে অনেক পরিশ্রমের দ্বারা অর্থ উপার্জন করতে হবে। ব্যবসায় উন্নতির যোগ রয়েছে।

**মকর :** বন্ধুদের থেকে সতর্ক থাকবেন। লেখাপড়ায় সাফল্যের যোগ বিদ্যমান। কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে। ঠান্ডাজনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আর্থিক উন্নতি কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটবে। দায়িত্ববহুল কাজে অগ্রসর হবেন। শত্রুতার যোগ।

**কুম্ভ :** ব্যবসা–বাণিজ্যে সাফল্যের যোগ রয়েছে। এই সময় মান–সম্মান যথেষ্ট পাবেন। আর্থিক উন্নতির যোগ রয়েছে। বন্ধুদের সাথে সাবধানে মিশতে হবে। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। ক্রয় বিক্রয় ব্যবসায় সাবধান থাকবেন।

**মীন :** লেখাপড়ায় সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন। খাওয়া দাওয়া সাবধানে করতে হবে। শিরঃপীড়া ও চক্ষুপীড়ার যোগ রয়েছে। আয় উন্নতির যোগ রয়েছে। কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলুন।

# কলকাতা , শিলিগুড়ি, মালদা সহ ১৭ রেল রিক্রুট বোর্ডের মাধ্যমে রেলে ৬৫১ ক্লার্ক, টিটি

কলকাতা, মালদা, শিলিগুড়ি, গুয়াহাটি, রাঁচী, ভুবনেশ্বর–সহ সারা ভারতের প্রায় ১৭টি রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে 'জুনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট', অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট, 'ট্রেন্স ক্লার্ক', 'কর্মার্শিয়াল ক্লার্ক' ও 'টিকিট এক্সামিনার' পাবে ৬৫১ জন ছেলেমেয়ে নেওয়া হচ্ছে। সব পদই প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত। কোন ক্যাটেগরিতে কারা যোগ্য : জুনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট : যে কোনো শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশরা ইংরিজি টাইপিংয়ে মিনিটে অন্তত ৩০টি শব্দ তোলার গতি থাকলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩৯ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে : ৫,২০০–২০,২০০। টাকাও গ্রেড পে ১,৯০০ টাকা। কোন রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডে ক'টি শূন্যপদ : কলকাতা রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে ER'এ ৪টি (অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ০, দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী ২, বধির প্রতিবন্ধী ২) ও SER'এ ৫৮টি (অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ৭, দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী ২২, বধির প্রতিবন্ধী ২৯)।

রাঁচী রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে ECR'এ ১১টি (দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী ৫, বধির প্রতিবন্ধী ৬)। মজঃফরপুর রোওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে ECR'এ ১টি (বধির প্রতিবন্ধী)। গুয়াহাটি রোওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে NFR'এ ১০টি (অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১, বধির প্রতিবন্ধী ৯)। ভুবনেশ্বর রেলওয়ে রিক্রযউমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে ECoR'এ ৪টি (অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১, দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী ২, বধির প্রতিবন্ধী ১)। পাটনা রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে ECR''এ ৯টি (দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী ৬, বধির প্রতিবন্ধী ৩)। আহমেদাবাদ রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে WR'এ ২৮টি (অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ৯, দৃষ্টিহীন ১০, বধির প্রতিবন্ধী ৯)। আজমীর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে NWR'এ ৮টি (অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ৩, দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী ২, বধির প্রতিবন্ধী ৩)। এলাহাবাদ রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে DLW'এ ৪টি (দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী ৪) ও NR'এ ২টি (অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ২), NCR'এ ১৪টি (অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ৪, দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী ৫, বধির প্রতিবন্ধী ৫)। ব্যাঙ্গালোর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে SWR'এ ৩১টি (অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ৩, দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী ১৯, বধির প্রতিবন্ধী ৯)। ভূপাল রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে WCR'এ ১০টি (অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১, দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী ৮, বধির প্রতিবন্ধী ১)। বিলাসপুর রেলওয়ে বোর্ডের মাধ্যমে CR'এ ৯টি (অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ৫, দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী ৪) ও SECR'এ ১৫টি (অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১, দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী ১১, বধির প্রতিবন্ধী ৩)। চণ্ডীগড় রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে NR'এ ৮টি। চেন্নাই রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে SR'এ ১১টি (অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ৩, দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী ৫, বধির প্রতিবন্ধী ৩)।

গোরক্ষপুর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে RDSO'এ ১টি (দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী)। মুম্বাই রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে CR'এ ৩২টি (অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ৩, দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী ১৬, বধির প্রতিবন্ধী ১৩) ও WR'এ ৩০টি (অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১১, দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী ৩, বধির প্রতিবন্ধী ১০)। সেকেন্দরবাদ রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে SCR'এ ১টি (অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী)।

**অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট**

যে কোনও শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশরা ইংরিজি টাইপিংয়ে মিনিটে অন্তত ৩০টি শব্দ তোলার গতি থাকার যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৯ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে : ৫,২০০–২০,২০০ টাকা ও গ্রেড পে ১,৯০০ টাকা। কোন রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডে ক'টি শূন্যপদ : গুয়াহাটি রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমেNFR'এ ১টি (অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী। মজঃফরপুর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে ECR'এ ১টি (অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী)। আহমেদাবাদ রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে WR'এ ৩টি (অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১, দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী ১, বধির প্রতিবন্ধী ১)। এলাহাবাদ রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে SWR'এ ১৪টি (অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ৩, দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী ৯, বধির প্রতিবন্ধী ২)। ভূপাল রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে WCR'এ ১টি (বধির প্রতিবন্ধী)। চেন্নাই রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে SR'এ ১টি (বধির প্রতিবন্ধী)। মুম্বাই রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে CR'এ ২১টি (দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী ১৪, বধির প্রতিবন্ধী ৭), ও WR'এ ১২টি (অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ৪, দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী ৪, বধির প্রতিবন্ধী ৪)।

## কাজের খবর

ট্রেন্স ক্লার্ক যে কোনও শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশরা যোগ্য বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৯ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে : ৫,২০০ থেকে ২০,২০০ টাকা ও গ্রেড পে ১,৯০০ টাকা। কোনও রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডে ক'টি শূন্যপদ: কলকাতা রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে ER'এ ৪টি (অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১, বধির প্রতিবন্ধী ৩)। মালদা রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে SER'এ ১টি (বধির প্রতিবন্ধী)। মজঃফরপুর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোডের মাধ্যমে ECR'এ ২টি (অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১, বধির প্রতিবন্ধী ১)। আহমেদাবাদ রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে WR'এ ৬টি (অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ৩, বধির প্রতিবন্ধী ৩)। এলাহাবাদ রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে NCR'এ ২টি (অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১, বধির প্রতিবন্ধী ১)। ভূপাল রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে WR'এ ৭টি (অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ৩, বধির প্রতিবন্ধী ৪)। মুম্বাই রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে CR'এ ৩টি (অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১, বধির প্রতিবন্ধী ২) ও WR'এ ৪টি (অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ২, বধির প্রতিবন্ধী ২)

কমার্শিয়াল ক্লার্ক ; যে কোনো শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশরা যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৯ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে : ৫,২০০–২০,২০০ টাকা ও গ্রেড পে ২,০০০ টাকা। কোন রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে ER'এ ৪টি (অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ২, বধির প্রতিবন্ধী ২) ও SER'এ ১৯টি (অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১৭, বধির প্রতিবন্ধী ২)। শিলিগুড়ি রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে NFR'এ ২টি (অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী)। গুয়াহাটি রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে NFR'এ ১টি (অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী)। ভুবনেশ্বর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে ECoR'এ ১টি (অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী)। আহমেদাবাদ রেলওয়ে বোর্ডের মাধ্যমে WR'এ ১৭টি (অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ৭, বধির প্রতিবন্ধী ১০)। আজমীর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে NWR'এ ৭টি (অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ৪, বধির প্রতিবন্ধী ৩)। এলাহাবাদ রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে NCR'এ ৫টি (অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১, বধির প্রতিবন্ধী ৪)। ভূপাল রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে WCR'এ ১১টি (অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ৬, বধির প্রতিবন্ধী ৫)। বিলাসপুর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে SECR'এ ৪টি (বধির প্রতিবন্ধী)। চেন্নাই রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে SR'এ ৪টি (অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ৩, বধির প্রতিবন্ধী ১)। মুম্বাই রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে CR'এ ৫টি (বধির প্রতিবন্ধী), WR'এ ৩টি (অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১, বধির প্রতিবন্ধী ২) ও SCR'এ ১টি (অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী)। তিরুবন্তপুরম রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে SR'এ ২টি (অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী)।

**টিকিট এক্সামিনার :** যে কোনও শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশরা যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে : ৫,২০০–২০,২০০ টাকা ও গ্রেড পে ১,৯০০ টাকা। কোন রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডে ক'টি শূন্যপদ : কলকাতা রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে ER'এ ৯টি (অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ৩, দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী ৩, বধির প্রতিবন্ধী ৩) ও SER'এ ১০টি (অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ৬, দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী ২, বধির প্রতিবন্ধী ২)। রাঁচী রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে SER'এ ১টি (অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী)। ভুবনেশ্বর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে ECoR'এ ২টি (দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী ১, বধির প্রতিবন্ধী ১)। ভুবনেশ্বর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে NFR'এ ৪টি (অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১, দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী ২, বধির প্রতিবন্ধী ১)। আহমেদাবাদ রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে WR'এ ৪০টি (অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১৪, দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী ১৩, বধির প্রতিবন্ধী ১৩)। আজমীর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে NWR'র ১৫টি অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ৭, দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী ২, বধির প্রতিবন্ধী ৬)। এলাহাবাদ রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে NCR'এ ১৬টি (অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ২, দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী ৮, বধির প্রতিবন্ধী ৬)। ব্যাঙ্গালোর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে WR'এ ৮টি (অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ২, দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী ২, বধির প্রতিবন্ধী ৪) ও WCR'এ ৮টি (অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ২, দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী ও বধির প্রতিবন্ধী ৩) চন্ডীগড় রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে NR'এ ৫টি। চেন্নাই রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে SR'এ ১০টি (অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ৬, বধির প্রতিবন্ধী ৪)। জম্মু ও শ্রীনগর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে NR'এ ১টি (অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী বা, দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী)।

মুম্বাই রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে CR'এ ২টি (বধির প্রতিবন্ধী), SCR'এ ২টি (অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী) ও WR'এ ১০টি (অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ৩, দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী ৩, বধির প্রতিবন্ধী ৪)। সেকেন্দরাবাদ রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে ECoR'এ ১টি (দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী) ও SCR'এ ২টি (অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১, বধির প্রতিবন্ধী ১)। তিরুবন্তপুরম রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে SR'এ ৭টি (অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ৫, বধির প্রতিবন্ধী ২)।

সব পদের বেলায় বয়স গুণতে হবে ১–১–২০১৬' র হিসাবে। তপশিলীরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং : Centralised Employment Notice No. 02/2015.

**প্রার্থী বাছাই পরীক্ষা :** সব রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলাই প্রার্থী বারছাই হবে কেন্দ্রীয়ভাবে। এজন্য লিখিত/অনলাইন পরীক্ষা হবে। পরীক্ষা হবে ২৪ অক্টোবর থেকে ৪ নভেম্বরের মধ্যে । দেড় ঘন্টার লিখিত পরীক্ষায় ১০০টি প্রশ্ন হবে অবজেকটিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের। এইসব বিষয়ে : (১) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, (২) জেনারেল ইন্টেলিজেন্স ও রিজনিং (৩) জেনারেল অ্যারিথমেটিক, (৪) জেনারেল সায়েন্স। লিখিত পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে সংশ্লিষ্ট রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের স্থানীয় ভাষায়, ইংরিজি, হিন্দি ও উর্দুতে। কলকাতা, শিলিগুড়ি, মালদা, রাঁচী ও গুয়াহাটি রেল রিক্রুট বোর্ডের পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে বাংলায়। ই–অ্যাডমিট কার্ড পরীক্ষার আগে সংশ্লিষ্ট রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে নেবেন। তখন পরীক্ষা দেওয়ার সময় ফটো আইডি হিসাবে ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, প্যান কার্ড, পাসপোর্ট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আই ডি কার্ড নিয়ে যেতে হবে।

নেগেটিভ মার্কিং আছে। প্রতি ৩টি ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ১ নম্বর বাদ যাবে। পরীক্ষা হবে যে রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডে দরখাস্ত করবেন, সেস বোর্ডের শহরের বিভিন্ন স্কুল কলেজে। লিখিত পরীক্ষায় সফল হলে টাইপিং টেস্ট বা সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন আর ডাক্তারি পরীক্ষা।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। যিনি যে রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের জন্য দরখাস্ত করবেন সেই রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের ওয়েবসাইটে গিয়ে দরখাস্ত করতে হবে। কোন রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের ওয়েবসাইট কোনটি : কলকাতা RRB'র বেলায় www.rrbkolkata.gov.in, মালদা RRB'র বেলায় www.rrbmalda.gov.in শিলিগুড়ি RRB'র বেলায় www.rrbsiliguri.org, ভুবনেশ্বর RRB'র বেলায় www.rrbbs.gov.in গুয়াহাটি RRB'র বেলায় www.rrbguwahati.gov.in পাটনা RRB'র বেলায় www.rrbpatna.gov.in রাঁচী RRB'র বেলায় www.rrbranchi.org. আহমেদাবাদ RRB'র বেলায় www.rrbahmedabad.gov.in, আজমীর RRB'র বেলায় www.rrbajmer.org, এলাহাবাদ RRB'র বেলায় www.rrbald.nic.in, এলাহাবাদ RRB'র বেলায় www.rrbald.nic.in, ব্যাঙ্গালোর RRB'র বেলায় www.rrbbnc.gov.in, ভূপাল RRB'র বেলায় www.rrbbhopal.gov.in, বিলাসপুর RRB'র বেলায় www.rrbbilaspur.gov.in, চণ্ডীগড় RRB'র বেলায় www.rrbcdg.gov.in, চেন্নাই RRB'র বেলায় www.rrbchennai.gov.in, গোরক্ষপুর RRB'র বেলায় www.rrbgkp.gov.in, জম্মু ও শ্রীনগর RRB'র বেলায় www.rrbjammu.nic.in, মুম্বাই RRB'র বেলায় www.rrbmumbai.nic.in, মজঃফরপুর RRB'র বেলায় www.rrbmuzaffarpur.gov.in, সেকেন্দরাবাদ RRB'র বেলায় www.rrbsecunderabad.nic.in, তিরুবনন্তপুরম RRB'র বেলায় www.rrbthiruvananthapuram.nic.in,

অনলাইনে দরখাস্ত করার সময় বৈধ একটি ই–মেল আইডি থাকতে হবে আর বৈধ মোবাইল নম্বর থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ৩.৫X৩.৫ সেমি মাপের একটি রঙিন ফটো জেপিইজি ফর্ম্যাটে ১০০ ডিপিআইতে ২০ কেবি থেকে ৫০ কেবির মধ্যে স্ক্যান (রঙিন ) করে নেবেন। তপশিলীরা যাতায়াতের রেল ভাড়ায় ছাড় নিতে হলে তপশিলী সার্টিফিকেট ৫০–১০০ কেবি'র মধ্যে জেপিইজি বা জেপিজি ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে নেবেন।

প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে 'Online /E–Application লিঙ্কে ক্লিক করে New Registration লিঙ্কে ক্লিক করুন। তারপর যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন রেজিস্ট্রেশন নম্বর, পাশওয়ার্ড ও লিঙ্ক পাবেন। এবার ওই লিঙ্কে ক্লিক করলে কনফার্মেশন পেজ ডেসপ্লে হবে। ৪০%, বা তার বেশি প্রতিবন্ধকতা থাকলে তবেই প্রতিবন্ধী ক্যাটেগরির সুযোগ পাবেন।

এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ের রেজিস্ট্রেশনের সময় রেজিস্ট্রেশন আইডি ও জন্মতারিখ দিতে হবে তখন শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রতিবন্দী ক্যাটেগরি, পদের জন্য দরখাস্ত করবেন, রেলওয়ে/ইউনিট ইত্যাদি দিতে হবে। এবার ফটো আপলোড করবেন। এরপর অ্যাকনলেজমেন্ট স্লিপ প্রিন্ট করে নেবেন।

এরপর ওই দরখাস্ত এডিট করার দরকার হলে ১০০ টাকা ফী দিতে হবে। ওই টাকা স্টেট ব্যাঙ্কের কোনও শাখায় কিংবা ই–পোস্ট অফিসে জমা দিতে হবে, নির্দিষ্ট চালান। ওই চালান ওয়েবসাইটে পাবেন। এরপর Online/E–application লিঙ্কে গিয়ে Modify Application লিঙ্কে গিয়ে সংশোধন করতে হবে।

# তৃণমূল–আরএসপি সংঘর্ষে– জখম ৯

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** শুক্রবার বিকালে তৃণমূল আরএসপি কর্মী সমর্থকদের বচসার জেরে উত্তেজিত হয়ে সংঘর্ষ বাঁধলে তৃণমূলের ৫ জন আরএসপি ৪ জন কর্মী এবং ৩ জন পুলিশ সহ জখম হয়। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং মহকুমার বাসন্তী থানার কৃষি দফতর চত্বরে। রাজনৈতিক সূত্রে জানা গিয়েছে অতিবৃষ্টিতে বাসন্ত ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলে ধানের জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে কৃষিকাজ অসহায় হয়ে পড়ে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করে রাজ্য সরকার। এদিন বাসন্তী বাজার সংলগ্ন এডিও অফিসে এই ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকরা ফর্ম তুলতে আসেন। ফর্ম তোলাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল আরএসপি কর্মী সমর্থকদের বচসা ক্রমে সংঘর্ষের রূপ দেয়। চলে ঢিল পাটকেল ছোড়াছুড়ি। স্থানীয় মানুষজন বাসন্তী থানায় খবর দিলে বিশাল পুলিশ বাহিনী পরিস্থিতি সামাল দিতে গেলে ঢিলের আঘাতে জখম হয় ৩ জন পুলিশকর্মী বাসন্তী পঞ্চায়েতের প্রধান তৃণমূলের শিলা মণ্ডল, বাসন্তী পঞ্চায়েত সমিতির প্রাণীসম্পদ দফতরের কর্মাধ্যক্ষ দিলীপ নস্কর সহ আরও ৩জন তৃণমূল কর্মীও আহত হন। এরা বাসন্তী ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন।

জেলার পুলিশ সুপার সুনীল চৌধুরী বলেন, বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে। চলছে পুলিশি টহলদারি। এ নিয়ে পূর্ণ তদন্ত শুরু হয়েছে এবং যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। গোসাবা কেন্দ্রের বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর বলেন আরএসপি কর্মীরা মারধর করে। বাসন্তী কেন্দ্রের আরএসপি বিধায়ক সুভাষ নস্কর বলেন তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনী আরএসপির পঞ্চায়েত অফিসে ভাঙচুর করে। আরএসপি পঞ্চায়ত সদস্য সহ আরও ৩ জন কর্মী জখম হয়েছে। এরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

## বালির লরি আটক

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** রবিবার পুলিশ হানা দিয়ে ৪টি সাদা বালির লরি আটক করে। ঘটনাটি ঘটে ক্যানিং থানার হসপিটাল মোড়ে। মাতলা নদী থেকে ৪টি লরি কোনও অনুমতি ছাড়াই সাদা বালি ভর্তি করে ক্যানিং থেকে কলকাতায় যাচ্ছিল। সেই সময় টহলদারি পুলিশের সন্দেহ হলে সাদা বালি ভর্তি ৪টি লরি এবং লরি চালকদের আটক করা হয়।

## ট্রেনে ছিনতাই

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** শনিবার সকালে এক ছিনতাইকারী ট্রেনের মধ্যে পিয়ালীর বাসিন্দা কমলা গায়েন নামে এক গৃহবধূর সোনার কানের দুল কান থেকে ছিঁড়ে নিয়ে চম্পট দিতে গেলে হাতে নাতে ধরে ফেলে নিত্য যাত্রীরা। ধৃত ছিনতাইকারীর নাম আজিজুল লস্কর। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং শাখার তালদি রেল চত্বর এলাকায়। ছিনতাইকারী ধৃতকে পুলিশ গ্রেফতার করে।

## কাকদ্বীপ পাচ্ছে সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নের উপরে বিশেষ নজর দিয়েছিলেন। তারই ফলশ্রুতি হিসাবে দক্ষিণ ২৪ পরগনার অন্যতম মহকুমা শহর কাকদ্বীপ পেতে চলেছে ''কাকদ্বীপ সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল''। বর্তমানে কাকদ্বীপে রয়েছে কাকদ্বীপ মহকুমা হসপিটাল, যার পরিকাঠামো খুবই ছোট। সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষ এই হসপিটালের উপর নির্ভরশীল। যার ফলে সঠিকভাবে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই এই সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল তৈরি হলে সবাইকে ঠিকভাবে পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হবে। বর্তমানে হসপিটালে রয়েছে ১০০টি বেড। নতুন হসপিটালে আরও ৩০০টি বেড তৈরি হচ্ছে। থাকবে I.T.U, H.D.U, এর মতো আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন ওয়ার্ড। তৈরি হচ্ছে ব্লাড ব্যাঙ্ক। মর্গ তৈরির কাজও শেষের পথে। জরুরি পরিষেবা বিভাগকে আরও উন্নত করা হচ্ছে। বর্তমান সুপার ডাঃ মন্ডল বললেন, ''এই হসপিটালটি তৈরি হলে সাধারণ মানুষকে চিকিৎসার জন্য সবসময় কলকাতায় ছুটে যেতে হবে না। এখানেই আমরা সেই পরিষেবাটি দিতে পারব। আমি এই হসপিটালটির ব্যাপারে খুবই উৎসাহিত। এখানে অন্যান্য ওয়ার্ডের পাশাপাশি তৈরি হবে নিওনেট্যাল কেয়ার ইউনিট (SNCU), যেটি এই জেলার মধ্যে বাঙুর ও ডায়মন্ডহারবার হসপিটালে রয়েছে। তৈরি হবে সুপার স্পেশালিটি চক্ষু বিভাগ। যেটি এই এলাকার প্রচুর মানুষের মেডিসিন বিভাগ ও আরও অন্যান্য ওয়ার্ড। এই সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল আমাদের কাকদ্বীপের গর্ব হতে চলেছে, এর ফলে এই অঞ্চলের চিকিৎসা পরিষেবায় অনেক উন্নয়ন হবে।''

# ধর্মঘটে ছুটির মেজাজে কাটালো জেলাবাসী

**অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার ও বিশ্বজিৎ পাল**

কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে ১৭ দফা দাবিতে দেশ জুড়ে ধর্মঘটে ডাক দিয়েছিলো ১০টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন। এদের মধ্যে ছিলো বাম ও ডান সংগঠন। বুধবার এই ধর্মঘটকে ঘিরে বামেদের সঙ্গে তৃণমূলের ব্যাপক সংঘর্ষ হয় জেলার বিভিন্ন জায়গায়। হাট বাজার দোকান খোলা নিয়ে চলে দুপক্ষের ভিতর লাঠি, গুলি, বোমা, ইট পাথর। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ধর্মঘটের খুব একটা আঁচ না পড়লেও ফিফটি ফিফটি ছিলো ব্যর্থতা ও সাফল্যের। সকাল ৭টায় রাজপুর, মালঞ্চ, হরিনাভি, সোনারপুর, কামালগাজি, গড়িয়া বড়াল এই সব এলাকাগুলি ভোর থেকে বন্ধ ছিল। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি বুঝে একটা একটা করে দোকান খুলতে আরম্ভ করে। রাস্তার একদিকে দাঁড়িয়ে তৃণমূল দলবল নিয়ে নেতা নেত্রীদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় ঠিক উল্টোদিকে সিপিএমের পার্টির ছেলেদের নীরবতা ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল রাজপুরের মোড়ে। সকাল থেকে রাজপুর, মালঞ্চ, গড়িয়া বাজার খোলা ছিল। বহু ক্রেতাদের দেখা গিয়েছিল সবজি ও মাছের দোকানে ভীড় জমাতে। গম গম করছিল বাজার। বারুইপুর, রাজপুর, সোনারপুর পুরসভা খোলা ছিল রাস্তায় বেশ ভালো পরিমাণ সরকারি বাস ও অটো ট্যাক্সি আনাগোনা ছিল। স্বাভাবিক জীবন যাত্রা ছিল। অফিস যাত্রীদের দৌড় ঝাপ দেখা গিয়েছিল। সব কিছু মিলিয়ে একটা ছুটির দিন আড্ডা ছিলো চায়ের দোকানে।

বারুইপুর জেলা সিপিএম পার্টি অফিস থেকে জেলা সম্পাদক সুজন চক্রবর্তীর নেতৃত্বে মিছিল বের করা হয়। রাজপুর গড়িয়ায় খুব একটা মিছিল বা দোকান বন্ধ কারার হুংকার দেখায়নি সিপিএমরা। কিছুক্ষণের জন্য হরিতলায় অবরোধ হয় পড়ে ওখানকার কাউন্সিলর সৌমেন ঘোষাল তৃণমূলের দলবল নিয়ে অবরোধ তুলে দেয়। সকাল থেকে রাজপুর–সোনারপুর পুরসভার চেয়ারম্যান ডাঃ পল্লব দাস বাইক বাহিনী নিয়ে টহল দিয়েছেন দোকান খোলার উদ্দেশে। স্কুলগুলো খোলা ছিল। বাস চলেছে ২২৮ নং, বারুইপুর বারাসত, সিটিসি বারুইপুর–হাওড়া, হরিনাভি–হাওড়া, বারুইপুর–সল্টলেক, বারুইপুর–দক্ষিণেশ্বর, চলেছে ঘন ঘন অটো। সুতরাং কিছুই অভাব দেখা যায়নি শুধু মানুষ দিনের তুলনায় অল্প ছিলো বাসে। কারণ বাঙালি ছুটির মেজাজে দিন কাটাতে ভালোবাসে। সকাল থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় যাওয়া আসা ট্রেনগুলি অবরোধের মুখে পড়ে। এছাড়া ট্রেন লাইনে কলাপাতা পড়ার পড়ার জন্য ট্রেন চলাচলের বিঘ্ন ঘটে। দুপুরের পর থেকে অবরোধ স্বাভাবিক হয়। বারুইপুর সোনারপুরে সব কটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলি খোলা ছিলো তবে ছাত্রদের সংখ্যা অনেক কম অন্যদিনের তুলনায়। গড়িয়ায় সকাল ১০টায় কিছু গন্ডোগোল হয় সেই কারণে সোনারপুর থাবার বিশাল পুলিশ বাহিনীকে মোতায়েন করা হয়েছিল। গড়িয়া ব্রিজের কাছে দোকানপাট গুলি খোলা ও বন্ধের মিশ্র ফল পাওয়া গিয়েছিল। বড়াল, রক্ষিতের মোড় সমস্ত দোকান ও হাটে বেশ ভালো ভিড় দেখা যায়। ধর্মঘটে সব কিছু মিলিয়ে বারুইপুর ও সোনারপুর একটা ছুটি আমেজ পাওয়া গিয়েছিল।

## কাকদ্বীপে মিশ্র প্রভাব বনধে

কাকদ্বীপ বাজার দিনটি ছিল হাটবার। কিন্তু এই ধর্মঘটের প্রভাবে বড় বড় দোকানপাট পুরোপুরি বন্ধ ছিল। রাস্তায় সরকারি বাস ও নামখানা থেকে লট ৮ যাওয়ার গাড়ি (৯৪ বাস) ছাড়া আর কোনও বড় গাড়ি এদিন রাস্তায় ছিল না। এদিন স্কুল কলেজ খোলা ছিল কিন্তু ছাত্রছাত্রী কম থাকায় প্রথম ক্লাসের পর স্কুল ছুটি হয়ে যায়। এদিন শিয়ালদা থেকে নামখানা পর্যন্ত ট্রেন চলাচল প্রথম দিকে বেশ কিছুটা সমস্যা ছিল কিন্তু পরের দিকে তা স্বাভাবিক হয়ে যায়। এদিন বেলাতে ট্রেন চলাচল করলেও যাত্রী অন্য দিনের তুলনায় নেই বললেই চলে। কাকদ্বীপ চৌরাস্তার মোড় সহ সবস্থানে ছিল পুলিশি টহলদারি। এদিন এলাকা শান্তিপূর্ণ ছিল কোথাও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

# হিন্দু শরনার্থীদের নাগরিকত্ব প্রদানে কেন্দ্রীয় আশ্বাস

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** রাজ্যে উদ্বাস্তু ও শরনার্থী সমস্যা একটি অগ্নিগর্ভ বিষয় হয়ে উঠেছে। স্বাধীনতা লাভের সময় দ্বি–জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ভাগ হওয়ার সময়েই এই সমস্যার বীজ বপন করা হয়েছিল। এই বিভাজনকে কেন্দ্র করে ভারতের পশ্চিমাংশে জন্ম হয় পশ্চিম পাকিস্তান আর পূর্বাংশে বাংলা ভেঙে জন্মলাভ করে পূর্ব পাকিস্তান। যা বর্তমানে বাংলাদেশ নামে পরিচিত। কিন্তু বাংলাদেশ নামে পরিচিতি লাভ করলেও দেশটি মুসলিম প্রধান হওয়ায় তা ইসলামিক দেশ হিসেবে ঘোষিত হয়। কিন্তু পাকিস্তান ও বাংলাদেশ ধর্মের ভিত্তিতে ভূখন্ড দুটিকে প্রাধান্য দিলেও ভারত তা করেনি। ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রনায়কগণ নামে ভারতভূখন্ডকে 'হিন্দুস্থান' আখ্যা দিলেও কার্যত এই ভূখন্ডকে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেন। এর ফলে স্বাধীনতার সূচনা লগ্ন থেকেই সাম্প্রদায়িক সংঘাতের পথ প্রশস্ত হয়ে যায়। এমনই মন্তব্য তথ্যাভিজ্ঞ মহলের।

এদেশে সংখ্যালঘুরা সাংবিধানিকভাবে সমানাধিকার পেলেও প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান ও বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত। দেশভাগের পরবর্তীতে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে বহু হিন্দু শরণার্থী বাঁচার তাগিদে ভারতে আসেন। এরপর অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ধ্বংসকে কেন্দ্র করে ১৯৯০ এবং ১৯৯২ সালে বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যালঘুদের উপর নেমে আসে বিভিন্ন পীড়ন। এতো গেল উদ্ভুত বিশেষ পরিস্থিতির প্রভাবের কথা। এছাড়া দেশভাগের পর থেকেই তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান অধুনা বাংলাদেশ–এর হিন্দু সংখ্যালঘুরা কার্যত দমন পীড়নের শিকার হয়ে চলেছে নিত্য নৈমিত্তিকভাবে। যা স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। আর এর ফলশ্রুতিতে সে দেশের হিন্দু সংখ্যালঘুরা জীবনরক্ষা ও আশ্রয়ের তাগিদে পার্শ্ববর্তী

দেশ ভারতে বিশেষ করে বাংলাদেশের একেবারে লাগোয়া রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে চলে আসছে। বলে সংশ্লিষ্ট তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিমত।

ভারতে চলে আসা এইসব হিন্দু শরনার্থীদের নাগরিকত্ব প্রদান ও পুনর্বাসনের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করে যাচ্ছে এ রাজ্যের বাংলাদেশ উদ্বাস্তু উন্নয়ন সংসদ। এই সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি বিমল মজুমদার বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে প্রায় দেড় কোটি শরণার্থী রয়েছেন। যার অধিকাংশই মতুয়া সম্প্রদায়ভুক্ত।' তবে বাংলাদেশী উদ্বাস্তু ও শরনার্থীদের বিষয়ে কেন্দ্রের উদ্বেগের কথা সরকারের বিভিন্ন বক্তব্যে উঠে এসেছে। বিষয়টি যথেষ্ট স্পর্শকাতর বলে কেন্দ্র অত্যন্ত সাবধানী পদক্ষেপ করতে চাইছে বলে সংশ্লিষ্ট মহল থেকে জানা গিয়েছে। বাংলাদেশ উদ্বাস্তু উন্নয়ন সংসদের পক্ষ থেকে কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রীকে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে, বলে বিমলবাবু জানিয়েছেন। সম্প্রতি এই সংগঠনের পক্ষ থেকে চার সদস্যের এক প্রতিনিধি দল দিল্লি গিয়েছিলেন। এই প্রতিনিধি দলে বিমলবাবু ছাড়াও ছিলেন সম্পাদকমণ্ডলীর তিনজন সদস্য অমৃত মুখোপাধ্যায়, বিবেক দেব ও লিপি মজুমদার। তারা দিল্লিতে বিজেপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যান। সেখানে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহর হাতে শরনার্থীদের নাগরিকত্ব প্রদান ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত কয়েক দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি তুলে দেন। এমনকি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী উমা ভারতীর হাতেও তারা এই সংক্রান্ত স্মারকলিপি তুলে দিয়েছেন বলে বিমলবাবু জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সম্প্রদায়ভুক্ত সংখ্যালঘুরা ধর্মীয় হিংসার শিকার হয়ে এদেশে এসেছেন। তাদের সকলকেই ভারতে নাগরিকত্ব প্রদান ও পুনর্বাসনের দাবিতে আমাদের এই আন্দোলন।' বিমলবাবু আরও বলেন, 'অমিত শাহর পক্ষ থেকে খুব শীঘ্র ও দ্রুতগতিতে এই সমস্যা সমাধানের আশ্বাস পাওয়া গিয়েছে। এমনকি উমা ভারতীও এ বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন।' উল্লেখ্য কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে নাগরিকত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে ২০১৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত আসা শরনার্থীদেরই গ্রাহ্যের তালিকায় রাখা হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে জানা গিয়েছে।

## ৮০০ বস্তা রসুন আটক

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** বাংলাদেশ থেকে আসার পথে ট্রাক ভর্তি ৮০০ বস্তা রসুন আটক করলো জয়নগর থানার পুলিশ। জলপথে আসার পর কেল্লা এলাকা থেকে কলকাতা যাবার পথে ধোসাহাট এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দারা দেখে ট্রাক ভর্তি রসুনের বস্তা। স্থানীয় বাসিন্দাদের সন্দেহ হলে তারা ট্রাকটিকে আটক করে থানায় খবর দেয়। বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে ট্রাকটি আটক করে উদ্ধার করে ৮০০ বস্তা রসুন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে বাংলাদেশ থেকে প্রায় সময়ই অবৈধভাবে বিভিন্ন ধরনের মাল চোরা পথে পাচার হচ্ছে। বৃহস্পতিবার সকালের ঘটনা তারই নজির। ২ জনকে আটক করা হয়েছে, তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তবে প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে মালগুলি বাংলাদেশ থেকে আসছিল।

# পুজো ভাসাবে বাবু পালের বিখ্যাত আলো

**মলয় সুর**

বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোয় চন্দননগরের আলো ছাড়া একেবারে চলে না। এবার পুজোতে কলকাতা থেকে উত্তরবঙ্গের মালদহ ও অন্ধ্রপ্রদেশের নেলুড় পর্যন্ত আলোকের ঝরণা ধারায় ধুইয়ে দেবে চন্দননগরের ঐতিহাসিক আলো। চন্দনগর এখন আলোর শহর নামেই পরিচিত। আলোক শিল্পী সুপ্রতীম পাল চন্দননগরে সকলের কাছে বাবু পাল নামেই পরিচিত। প্রতিবছর দুর্গোপুজোর সময় চন্দননগর থেকে কলকাতা সহ বিভিন্ন জায়গায় তাঁর আলোর কারিকুরি যায়। এবারের পুজোয় কলকাতার শ্রীভূমি স্পোটিং ক্লাবে থাকবে বেশ কিছু অভিনবত্ব। তৃণমূল নেতা সুজিত বসুর পুজোতে থাকছে পশুপাখীর নৃত্য। যেমন বিভিন্ন দেশিবিদেশি পাখিরা গাছের ডালে নৃত্য করবে। সারস, ম্যাকাও, ধনুশ, মুরগি, কুকুরও নাচবে। এমন কি ঘোড়া ও ক্যাঙারু নাচতে থাকবে। ভি আইপি রোডে কোনও গর্ত না করে এল টাইপ গেট তৈরি হবে। থাকবে এলইডি লাইটে পঞ্চশিবের মূর্তি। বরাহনগরের লোল্যান্ড পুজো কমিটির পুজোয় থাকছে হিম্যান, সুপারম্যান, স্পাইডারম্যান, টারজান, ফ্যানটম, উত্তরাখন্ডের প্রাকৃতিক বিপর্যয়, এমন কি

পাহাড়ের বন্যার দৃশ্যাবলী আলো সাহায্যে দেখা যাবে মঙ্গল অভিযানে রকেট পাড়ি। থাকছে সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ। উত্তরবঙ্গের মালদহে ইংলিশ বাজারে রাজ্যের মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীর পুজোয় আলোর ডালি নিয়ে বাবু পাল যাচ্ছেন। এখানে থাকছে চারধাম কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, নেপালের পশুপতিনাথ। স্যাডোলাইটে ছায়ার মাধ্যমে বেরিয়ে এরা জীবন্ত হয়ে যাবেন। কখনও পরীর গায়ে স্পর্শ করলে নাচবে, পিরামিডের মমি। আবার কখনও দরজা ভেঙে কিংকং আসবে। আলোক শিল্পী বাবুপাল বলেন, প্রস্তুতি এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। আগামী গান্ধি জন্ম জয়ন্তীর দিন প্রত্যেকটি পুজো প্যান্ডেলে আলোকসজ্জা যাত্রা করবে। ৪০ জন কর্মচারী দিন রাত কাজ করছেন। এলইডি ল্যাম্পে চোখ ধাঁধানো আলোর রোশনাই দেখা যাবে। লেকটাউনের গ্রিন পার্কে দেখা যাবে দক্ষিণ ভারতে মাদুরাইয়ে মীণাক্ষী মন্দির এবং ঈগল টাওয়ার। অন্ধ্রপ্রদেশের নেলুড়ে নবরাত্রি উপলক্ষে দর্শকরা আলোর সাহায্যে দেখবেন শামুক, ঈগল, পায়রা। নয়দিনের ফেস্টিভ্যালে চন্দননগরের ঐতিহাসিক আলোর রোশনাই ফুটিয়ে তুলবে মনের আনন্দ আলো।

# মহানগরে

# কলকাতার সবুজ কোথায়?

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** কলকাতায় সবুজের পরিমাণ শহরের মোট ক্ষেত্রমানের (২০২.০৪ বর্গ কিলোমিটার) এক শতাংশেরও কম। সেজন্যই তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পুরকর্তৃপক্ষ বেশ কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ফলে কলকাতার অনেক অঞ্চলে সবুজের সমারোহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এবং শহরের যৎসামান্য ফাঁকা অঞ্চল বেদখল হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে। ছোটোরা খেলাধূলার জায়গা পাচ্ছে। গত পাঁচ বছরে কলকাতায় ছোটো–বড়ো উদ্যানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে মোট ৭১৫তে এসে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে কলকাতার যে ওয়ার্ডে সবচেয়ে বেশি উদ্যান অর্থাৎ সবুজের সমারোহ রয়েছে সেগুলি হলো বাঁশদ্রোণী এলাকার দক্ষিণে রাজপুর–সোনারপুর পুরসভা লাগোয়া (বোড়াল) ১১ নম্বর বরোর অন্তর্গত সিপিআই(এম) পুর প্রতিনিধি চয়ন ভট্টাচার্যের ১১১ নম্বর ওয়ার্ড। মোট উদ্যানের সংখ্যা ১৮টি। আর সবচেয়ে কম উদ্যান অর্থাৎ কলকাতার সবুজ শূন্য ওয়ার্ডটি হল যোধপুর পার্কের পশ্চিমপ্রান্তের ১০ নম্বর বরোর অন্তর্গত তৃণমূল কংগ্রেস পুর প্রতিনিধি মমতা মজুমদারের ৮৯ নম্বর ওয়ার্ড। এ ওয়ার্ডে উদ্যান রয়েছে মাত্র একটি। প্রসঙ্গত কলকাতার বর্তমান মোট ১৬টি বোরোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি উদ্যান রয়েছে ১০ নম্বর বরোতে। উদ্যানের সংখ্যা ছোটো–বড়ো মিলিয়ে সর্বমোট ৯৩টি আর সবচেয়ে কম উদ্যান রয়েছে উত্তর কলকাতার পাঁচ নম্বর বরোতে। উদ্যানের সংখ্যা ১২টি।

# মডেল বস্তি বাড়ছে

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** হাটগাছিয়া বস্তিকে কলকাতার মডেল বস্তি হিসাবে গড়ে তোলার পর এবার কলকাতার প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড এলাকার ৯৪ নম্বর ওয়ার্ডের ঝোড়ো বস্তি এবং পেয়ারাবাগান বস্তিকে কলকাতার অপর দুই মডেল বস্তি হিসাবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। শহরের পুর বস্তি উন্নয়ন দফতরের মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার জানান শহরের সৌন্দর্যায়নের সঙ্গে সঙ্গে শহরের বস্তিগুলিকেও সাজিয়ে তুলতে চায় কলকাতা পুরসভা। কারণ এ শহরের মোট পুরবাসীর তিন ভাগের এক ভাগ এই বস্তিগুলিতে বসবাস করে। যাঁরা বেশ কষ্টের সঙ্গে জীবন কাটায়। স্বপনবাবু আরও জানান, আপাতত কলকাতার ১০–১৫টি বস্তিকে মডেল বস্তি হিসাবে গড়ে তুলতে চায় কলকাতা পুরসভা। প্রসঙ্গত, কলকাতায় বর্তমানে মোট বস্তির সংখ্যা ৩,৩৩৪টি। সেখানে মোট প্রায় তিন লক্ষ পরিবার বসবাস করে।

# প্রপার্টি ট্যাক্সে ছাড় পাবে জোকা

**বরুণ মণ্ডল**

কলকাতা মহানগরীর সর্ব দক্ষিণস্থিত নবসংযোজিত জোকা এলাকায় ১৪২–১৪৪ এই তিন ওয়ার্ডবাসী কলকাতা মহানগরীর বর্তমান 'প্রপার্টি ট্যাক্স' ব্যবস্থা থেকে আপাতত ছাড় পাবে। সাম্প্রতিক এক সাংবাদিক মিটে মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায় বলেন, '২০১১–এর সেপ্টেম্বরের পূর্বে কলকাতা পুরসভার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আগে 'ঠাকুরপুকুর–মহেশতলা পঞ্চায়েত সমিতি'র অন্তর্ভুক্তি থাকাকালীন বর্তমান এই তিন ওয়ার্ডবাসী যে হারে রাজ্য সরকারের এল অ্যান্ড এল আর দফতরকে 'কর ও খাজনা' দিতেন, কলকাতার পুরসভার অন্তর্ভুক্তির পরও আপাতত সেই হারে কর দেবেন। মহানগরে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে এখনই নতুন করে এক পুরবাসীকে কলকাতা পুরসভার চলতি হারেই সম্পত্তি কর ধার্যের হিসাব করা হবে।' প্রসঙ্গত, জোকা

পয়সাও কোনও অতিরিক্ত পুরকর ওই পুরবাসীদের দিতে হবে না।' তবে তিনি এটাও জানিয়ে দেন, 'যদি ওই তিন ওয়ার্ডের জমি বিক্রি বা হস্তান্তরিত হয় সে ক্ষেত্রে নতুন এলাকায় 'ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট, কলকাতা'র মতো কয়েকটি বড়ো প্রতিষ্ঠান থাকলেও এলাকাটির অধিকাংশ আধা শহর আর আধা গ্রামীণ।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

# আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৪৯ বর্ষ, ৪৫ সংখ্যা, ৫ সেপ্টেম্বর – ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৫

## কোনও পরিবর্তনের ইঙ্গিত নয় তো?

কেন্দ্র ও রাজ্যে কোনও পরিবর্তনের চোরা স্রোত বইতে শুরু করেছে কি? এমন প্রশ্নই সম্প্রতি কয়েকটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উঠে আসছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিপুল ভোটে দিল্লির মসনদে বসলেও বছর ঘুরতেই মোদি হাওয়া ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়েছে। শুরুতে অনেক প্রতিশ্রুতি ও প্রত্যাশার বান ডাকলেও কার্যত এখন মোদি মুখ রক্ষায় ব্যাস্ত। অনেকটা পশ্চিমবঙ্গের সেই ঢেউ তোলা পরিবর্তনের বর্তমান অবস্থার মতো।

নানা ইস্যুতে মোদি আজ ঘরে বাইরে চাপের মুখে। 'স্বচ্ছ ভারত আর আচ্ছে দিন' এর স্বপ্ন আজ ফিকে। প্রচার সর্বস্ব মোদির ভাবমূর্তি আজ বহু ক্ষেত্রেই কালিমালিপ্ত। তাঁর মন্ত্রিসভা থেকে শুরু করে তাঁর নানা কার্যকলাপ ইতিমধ্যে প্রশ্নের মুখে পড়েছে। এমনকী জমি বিল নিয়েও একগুঁয়েমির কারণে বিরোধীরা অক্সিজেন পেয়েছে। প্রাক্তন সেনাকর্মীদের 'এক পদ ও এক পেনশন' নীতি নিয়েও সরকার অস্বচ্ছতায় ক্রমশ ডুবে যাচ্ছে। জাতীয়তাবাদের যে প্রত্যাশা জাগিয়ে মোদি সংঘ পরিবারের ভিতর একটি একনায়কের মতো ভাবমূর্তি তুলে ধরতে সফল হয়েছিলেন আজ তার কার্যকলাপ নিয়ে ক্ষোভের শেষ নেই। একদা হিন্দু মহাসভা, পরবর্তীকালের জনসংঘ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের হাত ধরেই ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা আজকের প্রধানমন্ত্রী মোদি। অতীতটা খুব দ্রুত অতীত করে দিয়েছেন এমন অভিযোগ মোদির বিরুদ্ধেই তুলেছেন সংঘ পরিবারের কেউ কেউ। স্বাভাবিক ভাবেই প্রধানমন্ত্রী মোদি আর এস এস–এর 'বিচার সভায়' উপস্থিত হতে বাধ্য। কারণ একদা রাম মন্দির ইস্যুতেই বিজেপির উত্থান। এই সত্যকে অস্বীকার করে অটলবিহারী বাজপেয়ি হারিয়ে গিয়েছেন তাঁর দলের কাছে। মোদি তার কর্পোরেট ভাবমূর্তি তুলে ধরতে ব্যাস্ত, ব্যাস্ত তিনি স্বচ্ছ ভারতের রূপকার হিসেবে দেশে এবং বিদেশে নিজেকে মেলে ধরতে।

আর এস এস স্বাভাবিক ভাবেই মোদির নানা সময়ের স্যুট কূট নীতি আর চায়েপে চর্চার আড়ালে ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে অস্বীকার করার প্রবণতা ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। মোদিকে জবাবদিহি করতেই হবে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের কাছে। অন্য দিকে পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা দেশেই বিজেপির শিল্প নীতির প্রতিবাদে সর্বভারতীয় বন্‌ধ একটা বার্তা রাজনীতিকদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ১০টি বামপন্থী দলের জোট শিল্প ধর্মঘটে অনেকটাই সফল। সেদিনের রাস্তা–ঘাট আর গণমাধ্যমের বিভিন্ন সংবাদ চিত্র ইঙ্গিত দিয়েছে শুধুমাত্র ঝামেলার ভয়ে মানুষ পথে নামেনি এটা সার্বিক সত্য নয়। সাংবাদিক সম্মেলনেও মুখ্যমন্ত্রী যেমন আক্রমণাত্মক ছিলেন তা অনেকটাই ব্যতিক্রমি। তিনি ছোটবেলায় বন্‌ধ করেছেন আর ২০০৯ সালের পর বন্‌ধ করেননি এবং ভবিষ্যতে আর কখনও কাউকে বন্‌ধ করতে দেবেন না এমন হুঙ্কারে বিরোধীরা অক্সিজেন পেয়েছেন। মোদি ও মমতা দু'পক্ষেরই আজ ভাবার দিন এসেছে গোপনে জনমত ক্রমশ ঘুরে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে বন্‌ধের দিনে পশ্চিমবঙ্গের যা চেহারা দেখা গিয়েছে তা আগামীতে কোনও পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিলেও দিতে পারে।

### অমৃত কথা

আগে সাদাসিদে জ্বর হতো, সামান্য পাঁচন ইত্যাদিতে সেরে যেতো, এখন যেমন ম্যালেরিয়া জ্বর, ওষুধ তেমনি ডি গুপ্ত। আগে লোকে যোগাযোগ তপস্যাদি করতো। এখন কলির জীব অন্নগত প্রাণ, দুর্বল মন, এখন একমাত্র হরিনামই সাধন। এক মনে করতে পারলেই সংসার ব্যাধি নাশ হবে।

ময়লা আয়নাতে সূর্যালোক প্রতিফলিত হয় না, কিন্তু স্বচ্ছতে হয়। মায়ামুগ্ধ, ময়লা ও অপবিত্র হৃদয় ঈশ্বরের আভা দেখতে পায় না, কিন্তু বিশুদ্ধ আত্মা দেখতে পান। অতএব বিশুদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করো।

যেমন বাতাসে জল নড়লে ঠিক প্রতিবিম্ব দেখা যায় না, তেমনি মন স্থির না হলে ভগবানের প্রকাশ হয় না। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে মন চঞ্চল হয়, এজন্য যোগীরা আগে কুম্ভক দ্বারা মন স্থির করে ভগবানের ধ্যান ধারণা করেন।

তরঙ্গপূর্ণ ময়লা জলের মধ্যে চন্দ্রবিম্ব যেমন খণ্ড খণ্ড দেখায়, মায়া পূর্ণ সংসারী মানুষের অন্তরে সেইরকম ঈশ্বরের আংশিক আভা মাত্র দেখা যায়।

যতো মত ততো পথ। আপনার মতে নিষ্ঠা রেখো, কিন্তু অপরের মতের দ্বেষ বা নিন্দা করো না।

যখন অল্প বৃষ্টি হয়, তখন জমির জল টুপ টুপ করে পুকুরে পড়ে, কিন্তু বেশি বৃষ্টি হলে আর সে শব্দ থাকে না, তখন পুকুর ডোবা একাকার হয়ে যায়। অল্প বিদ্যাবুদ্ধি বা ধর্মলাভ করলে মানুষ বাহ্যাড়ম্বরে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু গভীরতা জন্মালে আর সে রকম করতে পারে না।

কী অবস্থায় ঈশ্বরকে পাওয়া যায়? মনটা পড়েছে ছড়িয়ে, কতক গেছে ঢাকা–কতক গেছে দিল্লি–কতক গেছে কুচবিহার। সেই মনকে কুড়িয়ে এক জায়গায় আনবে, তবে তো হবে। সব মন কুড়িয়ে না আনলে কি হবে? ভগবতে আছে শুকদেবের কথা। শুকদেব পথে যাচ্ছে, যেন সঙ্গীন চড়ান। কোনো দিকে দৃষ্টি নেই, এক লক্ষ্য, কেবল ভগবানের দিকে দৃষ্টি।

চাতক চায় কেবল ফটিক জল। পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত, গঙ্গা যমুনা সাত সমুদ্র জলের পূর্ণ, সে কিন্তু পৃথিবীর জল খাবে না, উঁচু হয়ে আকাশেরজলের পানে চেয়ে আছে।

### ফেসবুক বার্তা

ব্রিটিশ অধীনস্ত ভারতে তৎকালীন 'পাহারাওয়ালা' বা পেয়াদার একটি বহুমূল্য ছবি তুলে ধরা হয়েছে এই ফেসবুক চিত্রে। এই পুলিশ কর্মীর পোশাক আষাকেও ধরা পড়েছে সেই সময়ের ইউরোপীয় সাজসজ্জার প্রতিফলন। তবে মাথার টুপিতে খানিকটা ভারতীয়ত্ব ধরা পড়েছে। বলা যেতে পারে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের মেলবন্ধন ঘটেছে এই ব্রিটিশ পুলিশের ছবিটিতে।

# জমি হাঙরদের গ্রাসে ধ্বংস বাস্তুতন্ত্র

**সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়**

আজ থেকে দুদশক আগেকার রাজারহাট, সবুজের সমাহার। শীতের দুপুরে অপু–দুর্গারা ক্ষেত থেকে মটরশুটি তুলে খেতে খেতে ফসলের জমি খাল বিলের আল ধরে দৌড়–দৌড়–দৌড়। প্রথম ট্রেন দেখার আনন্দে নয়। পথের পাঁচালির অপুর তরুণ তাজা রক্তে নতুন সৃষ্টির সন্ধানে নয়। মুক্ত আকাশ–মুক্ত বাতাসে প্রাণ ভরে নিশ্বাস নিয়ে কিশোর বয়সে চঞ্চলতার দুষ্টুমির আনন্দ। শরতের ভোরে শিউলি ফুলের গন্ধে দুর্গাপুজোর অপেক্ষার আনন্দ। শীতের ভোরে যৌবনের স্পর্ধায় খেজুর রসের হাঁড়ি থেকে রস চুরি করে খাবার আনন্দ। কোথায় সেই মুক্ত বলাকাদের ডানা মেলে ওড়ার আনন্দের দিন। এখন অবশ্য আনন্দ নেই সেকথা বলা যাবে না। আনন্দ টাউনশিপের বহুতলের হুল্লোর বোতল পুরানের উচ্ছ্বাসে। সেই সব মানুষের দখলে রাজারহাটের গ্রামের পর গ্রাম পল্লীর কুঁড়েঘর অথবা দুতলার পাকাবাড়ি সহ সামনের বাগানে গ্রীষ্মের দুপুরে ঝুলে থাকা টুসটুসে পাকা আম জাম লিচু গাছ হত্যা করে তৈরি হয়েছে বহুতল বস্তি। এখানে সুখ আছে, শান্তির আরাম নেই। মেঠো পথ নেই। আছে পিচের মোরাম। সবুজের বীথানে জলাভূমি ছিল পূর্ব কলকাতার প্রান্তে সৌন্দর্যভূমি। সাত্রাগাছির বিস্তৃত অঞ্চল হবে ভেড়ি পুকুর, ধুপির বিল ছিল বর্জ্য জলের পুনশ্চক্রায়ন অঞ্চল। কেষ্টপুর–বাগজোলা খালের নোংরা জল এই ভেড়িতে এসে পড়ত। এই বর্জ্য জল মাছ প্রজননের কাজে লাগাত স্থানীয় জেলেরা। খুনি, সাত্রাগাছি, মহিষগোথা, রেকজোয়ানি, থাকাদাড়ি গ্রামে ১,৮০৮,৫৩ হেক্টর জলা জমি অধিগ্রহণের জন্য হিডকো নোটিশ দিয়েছিল। এই জলাভূমিতে ১৪টি সাধারণ প্রজাতির মাছ, ১১টি বিপন্ন প্রজাতির মাছ ছিল। এমন অনেক ভেষজ উদ্ভিদ ছিল যা মানব শরীরের প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহার করা হত। রাজারহাটে বিস্তীর্ণ জলাভূমি যে লবণাক্ত বিশুদ্ধ এবং বর্জ্য জলের তা রাজ্য সরকারের মৎস্য দফতর স্বীকার করেছিল। ১৯৯৯ সালের ২৬ আগস্ট দক্ষিণ ২৪ পরগনার মৎস্য দফতরের সহ অধিকর্তা এক চিঠিতে উল্লেখ করেছেন, জলসম্পদ, জল সৃজন–প্রজননের ক্ষেত্রে ডোবা খালবিল পুকুর রাজারহাটে বিস্তৃত রয়েছে। "Water bodies, whater resources, aquatic flora, and funa as well as aqua culture. The vast wetlands (are adorihed) with thousands of Doba, Tank, Pond, Naryanjali, Jheel, Beel, Bilan, Canal, Bypass Canel, dead reiver, led swamp land lying area (sic). In respect of water resources, there are saline, fresh and ever waste water available in Rajarhat." এই চিঠিতে আরও উল্লেখ করা হয় কলকাতা মেট্রোপলিটনের উত্তর অংশের নিকাশি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ধুপির বিল গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে। তিনটি বাইপাস ক্যানেল দিয়ে বর্জ্য জল ধুপির বিলে এসে পড়ে। এর ফলে জলাভূমি কৃষিজ ভূমিতে পরিণত হয়েছে। এছাড়াও তারুলিয়ার ৪০ বিঘা ব্যক্তি মালিকানাভুক্ত জলাশয় পুকুর শহর গড়ে তোলার জন্য হিডকো দখল করে। হিডকোর নথিতে স্বীকার করা হয়েছে, কয়েক হাজার জেলে এবং মাছ চাষীরা ধুপির বিল থেকে মাছ উৎপাদন করে সরাসরি মাছের ব্যবসা করত।

## বিকল্পিত রাজারহাট পর্ব ৫

পরিবেশ বাস্তুতন্ত্রের দিক থেকে রাজারহাট অঞ্চলে যে দূষণ মুক্ত ছিল তা সরকারের রিপোর্টে স্বীকার করা হয়েছে। উপনগরী নির্মাণের ফলে যে বাস্তুতন্ত্রের বিপর্যয় ঘটবে, কলকাতা হাটকোর্টে জনস্বার্থ মামলায় বিভিন্ন দাখিল করা নথি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়। ১৯৯৯ সালে হাইকোর্টে যে রিট পিটিশন জমা দেওয়া হয়েছিল তাতে লিখিত যুক্তি ছিল, জলাভূমি এবং জলাশয় ভরাট করে টাউনশিপ গড়ে তোলার ফলে স্থানীয় গ্রামগুলিও কলকাতা সন্নিহিত অঞ্চল কেবলমাত্র পরিবেশের বিপর্যয় বিপন্ন হবে না। ৩১৪.২৫ কিউবিক মাইল পৃথিবী বিপর্যয়ের মুখে পড়বে এবং বাস্তুতন্ত্র ভারসাম্য হারাবে। সাম্প্রতিক কালে কলকাতায় ভূকম্পন এই আশঙ্কার সৃষ্টি করেছে আগামী ২০ বছরে রাজারহাট টাউনশিপ ভূকম্পনের তীব্রতায় অক্ষত থাকবে তো! রাজ্য সরকারের পরিবেশ দফতর অবশ্য এই জনস্বার্থ মামলায় বিবাদী পক্ষ হয়ে বিচারপতির কাছে কথা দিয়েছিল পরিবেশ রক্ষা করার অঙ্গীকার। সরকার আদালতের কাছে মিথ্যাচার করে যে সরকারী নোটিফায়েড জলাজমি ভরাট করা হয় নি। বিদ্যমান জলাভূমি জল পুনশ্চক্রায়ন এলাকা রক্ষা করতে হাইকোর্টের নির্দেশ মান্য করতে তারা বদ্ধপরিকর। আক্ষেপের বিষয় রাজারহাট নিউটাউনশিপ জলাজমি কতটা রক্ষা করেছে তা নিয়ে কোনও তদন্ত কমিশন অথবা বিচারালয়ের তত্ত্বাবধানে সরেজমিনে দেখা কোনটাই হয়নি।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন। রাজ্য দুষণ পর্ষদ এই উপনগরী প্রকল্পের জন্য ''নো অবজেকশন সার্টিফিকেট'' দিয়েছিল এবং তাঁর ভিত্তিতে পরিবেশ দফতর ছাড়পত্র দেয়। সেক্ষেত্রে দুটি শর্ত দেওয়া হয়। (১) কেবলমাত্র ৬২২ একর জমিতে প্রকল্প নির্মাণ করা যাবে। বাকি ৮০% জমি নিউটাউন প্রকল্পের অনুমতি পায় নি। (২) কোনও ভাবেই জলা জমি বোজানো চলবে না। যদিও নিউটাউনের ৬২২ হেক্টর জমিতে আবাসন গড়তে ৩৩টি জলাশয় পুকুর ধ্বংস করে। মৎস্য দফতর এই জলাশয় বোজানোর অনুমতি অবলীলা ক্রমে ফিরিয়ে দেয়। ১৯৯৯ সালে ৭৫১৫ নং রিট পিটিশনে গণতান্ত্রিক নাগরিক সমিতি হাইকোর্টে তৎকালীন সিবিআই–এর (সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন) প্রাক্তন অধিকর্তা উপেন বিশ্বাস এবং অধ্যাপক হীরেন মুখোপাধ্যায় বক্তব্য ও রাজারহাটের পরিবেশ বিপর্যয়ের ছবি সহ প্রমাণ দাখিল করে। পানীয় জলের জন্য যেভাবে পাইপলাইন হিডকোর নিযুক্ত এজেন্সি বসিয়েছে তার ফলে ভূগর্ভের জল শুকিয়ে যাবার আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে রাজারহাট নিউটাউনে যেভাবে জলের স্তর শুকিয়ে যাচ্ছে তার ফলে এই আশঙ্কা সত্যি হল।

এই লেখার শুরুতে অভিমত প্রকাশ করেছিলাম, রাজারহাট নিউটাউন জিরো এনার্জি স্যাটেলাইট টাউনশিপ নির্মাণ প্রকল্পটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনার সঠিক দিশার দ্বারা করা হয় নি। বামফ্রন্ট সরকারের অশু লক্ষ্য ছিল গোলাকায়নের। গোলক ধাঁধায় প্রান্তজদের ফেলে দিয়ে বহুজাতিক সংস্থা এবং তাদের কর্মীদের বহুতলের আবাসনে ঢুকিয়ে টাকা লুঠে নেবার। আধুনিক শহর উপযুক্ত খোলা পরিসর মুক্ত বাতাস সবুজায়ন জলাশয় সংরক্ষণের মাধ্যমে নগরায়নের পরিকল্পনা করে নি। এই অপরিকল্পিত বিকাশের জন্য পরিবেশ এবং জনজীবনের সহাবস্থানের ও সমন্বয়ের অভাব বাস্তুতন্ত্রের সংকট দেখা দিচ্ছে। অথচ আবাসন দফতরের পক্ষ থেকে হাইকোর্ট হলফনামায় বলা হয় প্রকল্প এলাকায় ৪২% মুক্ত রাখা হবে। কিন্তু তা কতটা রক্ষিত হয়েছে হিডকো রাজ্য সরকারের মন্ত্রী আমলারা বলতে পারবে? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর প্রিয় স্লোগান 'জল ধরো মাছ ছাড়ো', কলকাতার বিভিন্ন রাস্তায় চার মাথার মোড়ে বড় বড় গ্লোসাইন বোর্ডে যে রাজ্য পরিবেশ দফতরের সৌজন্যে শোভা বর্ধন করে, তা বিজ্ঞাপনী হেঁয়ালী। রাজারহাট প্রকল্প এলাকায় জলাশয় জমি দালাল সিন্ডিকেটের সৌজন্যে বহুতল আবাসন।

সংবিধানের ২২৬ ধারা অনুযায়ী ৩২ ধারায় সংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকারের ভিত্তিতে জনস্বার্থ মামলায় হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি যে রায় দানে সরকারের প্রতি নির্দেশ দিয়েছে জনস্বার্থে তার প্রতি কতটা মান্যতা রাজ্য সরকার দিচ্ছে? সরকার তার হলফনামায় উল্লেখ করেছিল ৬২২ হেক্টর জমি নিউ টাউনশিপের জন্য অধিগ্রহণ করবে। বাকি অংশ পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে মুক্ত রাখা হবে। বাস্তবে দেখা গেল প্রকল্পের ভৌগোলিক সীমারেখা ক্রমশ প্রসারিত হয়ে ৩,৭৭৯ হেক্টরে দাঁড়িয়েছে। ভবিষ্যতে এই সম্প্রসারণ আরো বাড়তে পারে। গত এক দশকের বেশি সময় ধরে এই আবাসন প্রকল্প নির্মাণ বৃদ্ধি হার ৫০৮%। বিচারের রায় নীরবে নিভৃতে কাঁদে!

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন, দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর। কবির নগরায়নের বিরোধিতা বর্তমান নাগরিক জীবনে বোকামির সামিল। এমন একটা সময়–পরিস্থিতি আসবে, যখন মানুষ শহর কেন্দ্রিক উন্নয়নে দিশেহারা হয়ে সহজ–সরল প্রাকৃতিক জীবনে ফিরে যেতে চাইবে। বিশেষত বর্তমান সময়ে পরিবেশ বিপর্যয়ের ফলে মৃত্যু দুরারোগ্য ব্যধির প্রবণতা যেভাবে বেড়ে চলেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তুতন্ত্র পরিবেশ রক্ষার বিষয় নিয়ে সারা পৃথিবীতে নতুন করে ভাবনা চিন্তা শুরু হয়েছে। Centre for science and Environment এক রিপোর্টে উল্লেখ করেছে সারা দেশে বায়ু দূষণে প্রায় ৭ লক্ষর মতন মানুষ মারা গিয়েছে। প্রতিদিনের জলদূষণের কারণে রোগগ্রস্ত হয়ে ৫৮০ জন মানুষ মারাযায়। গাছ কেটে নগর গড়ে তোলার ফলে এবং বাতাসে ক্লোরোফ্লোরো কার্বনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া বিশ্ব উষ্ণায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে। ঢাক–ঢোল পিটিয়ে ৫ জুন পরিবেশ দিবস পালন করা হয়। অথচ জল–জমি–সবুজ প্রকৃতি ধ্বংস করে নিউ টাউনশিপ নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণ করি। সরকারের এই ভন্ডামির প্রতি সাধুবাদ না জানালে বাম শাসনে প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে না।

রাজারহাটের জলাশয়ে তিপ্পান্ন রকম মাছের তালিকা

(১) কাতলা সা বি
(২) মিরগেল সা বি
(৩) লোহিটা সা বি
(৪) কালবোস সা বি
(৫) বাটা সা বি
(৬) সরানা ভ
(৭) বাগুআনা ক
(৮) টিকটো ভ
(৯) স্টিগমা ভ
(১০) নোটোপেটেরাস ভ
(১১) ক্যাবাসিয়াস ভ
(১২) ক্যাসিয়াতু ভ
(১৩) আর্মাতাস ভ
(১৪) নন্দাস ভ
(১৫) চাপড়া চিংড়ি সা
(১৬) মক–ই ভ
(১৭) ফসিলিস বি
(১৮) ব্যাটারাচুস বি
(১৯) স্টুডিমিয়াস বি
(২০) মোসাম্বিকা বি
(২১) স্যাপ সা
(২২) আ–নামা সা
(২৩) অ–রহু্যা সা
(২৪) লুবাকা সা
(২৫) লাইলোল্টিকা–সা
(২৬) প্যানটেটাস–বি
(২৭) স্ট্রিয়াটাস বি
(২৮) মৌরলা বি
(২৯) মলিট্রিক্স–সা
(৩০) কারপিও–বি
(৩১) ইডিলা সা
(৩২) জাভানিকা সা
(৩৩) ম্যারামতাস বি
(৩৪) প্যানতাস বি
(৩৫) আক্যুবাটা বি
(৩৬) প্যান্থ্যাসিয়াস ৩৬
(৩৭) গুচুয়া বি
(৩৮) ব্যাকাইলা বি
(৩৯) ভ্যানসিক্যাস বি
(৪০) অ্যাটুর বি
(৪১) গ্যারিপিনাস্ বি
(৪২) মাগুর বি
(৪৩) সিঙ্গালা বি
(৪৪) ভিওস বি
(৪৫) প্যাসিয়াজা বি
(৪৬) চ্যুচিয়া বি
(৪৭) প্যানক্যালাস বি
(৪৮) গুড়িস বি
(৪৯) চৌলিসা বি
(৫০) ক্যানসিলা বি
(৫১) রোসেন বার্গি বি
(৫২) বাডিস বি
(৫৩) ব্যাকাইসিলা বি

এই মাছের রকমফের অনুযায়ী তিন শ্রেণীতে বিভক্ত

ভয়ংকর ভ
বিরল বি
সাধারণ সা

এই লেখাটির তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করেছে আমার ছাত্র তুহিনশুভ্র দাস।

মার্কিন কূটনীতিজ্ঞ–সাংবাদিক বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ১৭৮২ সালে মার্কিন ও ব্রিটিশ সেনারা রণাঙ্গণে যাতে না যায় তার জন্য মার্কিন বন্দি ও ব্রিটিশ সেনাদের ওপর ভারতীয়দের অত্যাচারের মিথ্যা গল্প। সরকার কখন লুঠেরা প্রজা হয় দিশেহারার সর্বশ্রান্ত দিশেহারা। শাসকের অস্তিত্বে লুকিয়ে থাকে বিত্তবানের অর্থলোলুপ শোষণ ভ্রষ্টাচারের তাস। মেহনতি মানুষের সরকার বামফ্রন্ট এই তাসের খেলায় পারদর্শী। তাসের যাদু দেখিয়ে লুঠ করিয়েছে রাজারহাট ভাঙর। নতুন খেলার নাম নিউ টাউন। পরপর তিনটি সংখ্যায় আমরা সে তথ্য তুলে ধরেছি। এবারের বিষয় জমি লুঠের সরকারি মিথ্যাচার।

# সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের দর্শন আজ আমাদের বড় প্রয়োজন

**নির্মল গোস্বামী**

'মানুষের জীবনধারার ক্রমোন্নতির ইতিহাস মানুষের ভূমিকা উদাসীন নিষ্ক্রিয় দর্শকমাত্রেরই নয়। নিরলস ক্রিয়াশীল মানুষ নিজের আদর্শ অনুযায়ী ক্রমাগত তার পারিপার্শ্বিক জগতের পরিবর্তন ঘটিয়ে চলেছে। মানুষ যে যুগে যেমন পরিবেশ তৈরি করতে চায় সে যুগের পরিবেশটি তেমন ভাবেই গড়ে ওঠে। বর্তমান সভ্যতার ত্রুটি হল, আমরা শান্ত সীমিত পরিবেশের মধ্যেই ডুবে থাকতে চাই। অনন্ত ও শাশ্বতের কথা আমরা বিস্মৃত হই। কিন্তু অনন্তের পটভূমিকার কথা বাদ দিলে বা সে কথা ভুলে গেলে আমাদের এই নশ্বর পার্থিব জীবনের কোনও মূল্যই থাকে না। মানুষের কর্মধারার নিঃস্বার্থতা, নিষ্ঠা, সততা এবং অকৃত্তিমতার ভিত্তিতেই সমাজে সভ্যতার প্রতিষ্ঠা হয়।'

উপরের লেখা অংশটি ভারতের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি, আধুনিক ভারতের অন্যতম দার্শনিক সর্বপল্লি ডাঃ রাধাকৃষ্ণনের লেখা "My Search for Trouth" বইয়ের অংশ বিশেষ। ৫ সেপ্টেম্বর তাঁর জন্ম দিনটি সারা ভারতে শিক্ষক দিবস হিসাবে পালিত হয়। তিনি গোটা জাতির শিক্ষক তাই তাঁর জন্ম দিনটি শিক্ষক দিবস হিসাবে পালিত হয়। কিন্তু তাঁর শিক্ষাটি ঠিক কি তা আমরা কতটুকু জানি বা খোঁজ রাখি? ছাত্ররাও রাখেনি, শিক্ষকরাও রাখেনি, আর জাতি বা দেশও তার শিক্ষার মর্যাদা দেয়নি। আমাদের দেশের ঐতিহ্য হল যে কোনও উচ্চ আদর্শ বা জীবন ও জগত সম্পর্কে দার্শনিক ধারণা মুণি ঋষি, সাধু অথবা দেবতার বরপ্রাপ্ত কোনও অবতার পুরুষ দ্বারা প্রচারিত হয়েছে এবং যুগে যুগে সমাজে তা আদৃত হয়েছে। এর বাইরের কারও কথা তেমন ভাবে আমাদের জীবনে ছাপ ফেলতে পারেনি। দার্শনিকদের কদর কলেজের পড়ার বইয়ে। তার বাইরে তার মূল্য বোধহয় কানাকড়িও নেই। অথচ তিনি সাধক। তিনি গেরুয়াধারী, মুন্ডিত মস্তক দন্ডি ধারক নয়। তিনি কোনও দেবতা বা দেবীর বরপুত্রও নয়। কিন্তু তাঁর সাধনার ধারাটি আমাদের শাস্ত্র বহির্ভূত পথে নয়। তিনি জ্ঞান তপস্বী। আমাদের ধর্ম নির্দেশিত চার রকম পথে মুক্তি পাওয়া যায়। তার মধ্যে জ্ঞানে মুক্তি এক প্রকার। ভারত ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আবিষ্কৃত জ্ঞান ভান্ডার হাতড়ে তিনি অধিত অনুভূতিতে বিচার বিশ্লেষিত করে নতুন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তথা আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন নানান সিদ্ধান্ত সেগুলোকে যদি সমাজ মননে ঠাঁই দিই তাহলেই আমরা সংস্কৃতি হব, অনেক দিকে ঋদ্ধ হব। কিন্তু আমাদের অভ্যাস নেই দার্শনিক জ্ঞানকে প্রাধান্য দিয়ে জীবন চালাবার।

তাঁর একটি উপলব্ধি হল যে মানুষ যে যুগে যেমন পরিবেশ তৈরি করতে চায়, সেই যুগের পরিবেশটি তেমন ভাবেই গড়ে ওঠে। তাই আজ আমরা যে সমাজ পরিবেশে বাস করছি, যে রাজনৈতিক পরিমন্ডলে আমরা শাসিত হচ্ছি, যে শিক্ষার বাতাবরণে আমরা শিক্ষা লাভ করছি, এ সবের জন্য অন্য কেউ দায়ী নয়। ব্যক্তিগত ভাবে না হলেও সমষ্টিগত ভাবে, সচেতন ভাবে না হলেও অবচেতন মনে আমরাই দায়ী। আমরা চেয়েছি তাই এই পরিমন্ডল গড়ে তুলেছি। ভালো কি মন্দ, কতখানি ভালো, কতটুকু মন্দ সে বিচারের ভার সমাজের। তবে এইটুকু আমরা সকলেই জানি যে আমাদের মাটির নিচে জলে বিষ, উপরের বাতাসে বিষ। শিশু খাদ্য কোম্পানির সিসা, দুধে, ডিটারজেন্ট, টাটকা সবজিতে বিষ রং, মিষ্টিতেও বিষাক্ত কেমিকেল। যে সূর্য প্রাণের উদগাতা, সেই সূর্যরশ্মিতেও অতিবেগুনি রশ্মি। এই হল প্রাকৃতিক পরিবেশ যা আধুনিক সভ্যতার বাইপ্রোডাক্ট।

রাজপুরুষরা মিথ্যাচার আর দুর্নীতিতে রত। রাজকর্মচারীরা উৎকোচ গ্রহণে অভ্যস্ত। বিচার ব্যবস্থা দীর্ঘ প্রলম্বিত। শিক্ষা ব্যবস্থা দেশের রাজপুরুষদের আদর্শ প্রচারের গবেষণাগার। নীতিহীন, নিষ্ঠাহীন, আদর্শহীন, দিশাহীন এক অন্ধকারময় সময় যেন আমাদের ক্রমশ গ্রাস করছে। লোভ আর ভোগ, অর্থ আর নারী এই সর্বস্ব জীবনযাপন। তাই তো কোথাও বিশ্বাস নেই– মা, মেয়েকে খুন করাচ্ছে। দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী ও তার পুরুষ শিক্ষকটির কাছে নিরাপদ নয়। নারী তার নিজের বাবার কাছেও আর সন্তানের নির্ভরতা আশা করে না। ভয়ে সংশয়ে সাবধানে কাটাতে হয়। যদিও চিত্রটা ব্যাতিক্রমী তবুও ভাবায়।

অনেকেই হয়তো প্রতিবাদী স্বরে বলবে যে এই সমাজ আমরা চাইনি। দেশের শাসকরা সমাজকে এইখানে টেনে নামিয়েছে। আমি বলবো আমরা হয়তো চিন্তাতে চাইনি। কিন্তু আমাদের কার্যকলাপ দিয়েই এই সমাজকে প্রতিষ্ঠা দিতে সহায়তা করেছি। আর তা ছাড়া দেশের শাসকরা তো মঙ্গল গ্রহের জীব নয়। তারা আমাদেরই সমাজের স্বজন। কেন এমন হল?

এর উত্তরে তাঁর উপলব্ধিটাই ব্যাখ্যা করতে চাই। তিনি বলেছেন বর্তমান সভ্যতার ত্রুটি হল আমরা শান্ত, সীমিত পরিবেশের মধ্যেই ডুবে থাকতে চাই। শান্ত মানে যা অন্তযুক্ত। অর্থাৎ জ্ঞানে চিন্তায় মননে এই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগতের মধ্যেই বাস করতে চাই। জলধারা যদি বহতা না হয়, বাতাস যদি সঞ্চালিত না হতে পারে তাহলে সে যেমন দূষণ যুক্ত হয়ে পড়ে, তেমনি আমাদের চিন্তায় –চেতনায় যদি অনন্তের স্থান না থাকে,যদি জগৎ স্রষ্ঠার ভূমিকাকে স্বীকার না করি তবে আমাদের নীতি নৈতিকতা, সততা, নিষ্ঠার যেমন ঘাঁটতি পড়ে যায়। এই শান্তময়তা যেন বলে দেয় খাও, পিও, জিও। জীবনের ভরপুরস্বাদ গ্রহণ করতে হলে যা খুশি তাই কর। প্রকৃতিকে যেমন ইচ্ছা দোহন কর। সভ্যতার অবশেষ দিয়ে অমৃত প্রসবীনী প্রকৃতিকে ক্রমে ক্রমে উষর করে তোলো। আর অপরদিকে এই জীবনের সুখ, ভোগের জন্য মিথ্যাচার, তঞ্চকতা, খুন, ধর্ষণ, চুরি, চিটিংবাজি যা ইচ্ছা কর। চিন্তার স্তিতধি নেই, কেবলই অস্থিরতা ভোগই তার প্রশমন চায়। এই চিত্র আমাদের অতি চেনা। এই চেনা ছক বাঁধা পরিমন্ডল থেকে বের হতে চাই। কেন? তাহলে কি অমরত্ব পাওয়া যাবে? না এই নশ্বর জগতে অমরত্ব চাওয়া তো বাতুলতা। তবে জীবনের নির্দিষ্ট মানে খুঁজে পেলে তার স্বার্থকতার স্বাদ হবে অমৃততুল্য। ভোগের আকাঙ্খা বাকি থাকতে চলে যাওয়া মানে নশ্বরতার জন্য আরও আফশোস করা। অপর পক্ষে শাশ্বত সত্যের খোঁজ পেয়ে পরিপূর্ণার অনুভবে এই মরজগতেই অমরত্বের স্বাদ গ্রহণ করা যায়। আর জীবনের তাই সার সত্যের খোঁজ যুগে যুগে আমাদের দিয়ে গিয়েছেন অবতার আর মহাপুরুষরা। তাঁরা সকলেই কিন্তু দার্শনিক। কিন্তু সকল দার্শনিক অবতার বা মহাপুরুষ নাও হতে পারেন। তাঁরা জ্ঞান পিয়াসী। জ্ঞানের স্বর্ণভান্ডার দিয়েযান আমাদের জন্য। অন্ধকারে পথ চলতে গেলে আমরা প্রতি নিয়তই হোঁচট খাই।

সেই অন্ধকারে পথ চলার জন্য টর্চলাইট চাই। দর্শন হল আমাদের সেই রাস্তা চলার আলো। জীবনে তাকে যদি গ্রহণ না করি তবে তা আমাদের বোকামী। আমরা সেই বোকামী করে চলেছি বহু বছর ধরে। শঙ্কর, বুদ্ধ, চৈতন্য, কৃষ্ণ, হজরত, যীশু প্রত্যেকেই দার্শনিক। এঁদের দর্শন পৃথিবীর অমূল্য সম্পদ। তবুও আজ পৃথিবীর বড় আপদকাল সমাগত। কারণ আমরা এঁদের পুজো করি। এঁদের কাছে সুখশান্তি কামনা করে প্রার্থনা করি কিন্তু দর্শন মেনে চলি না। জীবনে তাই এতো সঙ্কট। বৈজ্ঞানিক সত্য যেমন পরীক্ষিত সত্য, তেমনি দার্শনিক সত্যও গভীর অভিনিবেশ দ্বারা পর্যবেক্ষিত সত্য বিজ্ঞানের সুফল জাগতিক স্তরে হাতে হাতে পাওয়া যায়। দার্শনিক তত্ত্বের উপযোগিতা মানুষ মানসিক স্তরে পেয়ে থাকে। আর এই মনই মানুষের চালিকা শক্তি। তাই বিজ্ঞানের ফলে আবিষ্কৃত অ্যাটোম বোমা দিয়ে কি করা হবে তা ঠিক করে কিন্তু মন। তাই বিজ্ঞানকেও পরিচালনা করেদর্শন। আজ একটি বিশেষ দিনে একজন বিশিষ্ট দার্শনিককে স্মরণ করা, তাঁর তত্ত্বকে আত্মস্তকরা, উপলব্ধি করা ও সত্যের ন্যায়ের, অহমতার ভিত্তিতে সভ্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করা আমাদের স্বার্থেরই পরিপূরক।

# মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে সুন্দরবন উন্নয়নে জোয়ার এসেছে : শ্যামল মণ্ডল

**বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং :** রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং-১ ব্লকের বাঁখড়া পঞ্চায়েতের ঘুটিয়ারী শরিফে এবং দিঘীর পাড় পঞ্চায়েতের পেট্রল পাম্প এলাকায় ২টি বন্ধন ব্যাঙ্কের শাখার উদ্বোধন করেন ক্যানিং পশ্চিম কেন্দ্রের বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল। এদিনের অনুষ্ঠানে বিধায়ক বলেন যেভাবে মানুষের ব্যাঙ্কিং পরিষেবা দেওয়ার জন্য বন্ধন ব্যাঙ্ক এই অঞ্চলে এগিয়ে এসেছে তার জন্য তাদের আমি সাধুবাদ জানাই। সুন্দরবনের ক্যানিং মহকুমা এসসি, এসটি, ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের সংখ্যা বেশি। এমনকি নদীতে, খালে-বিলে মাছ ধরে। দিনমজুরির কাজ করে, কলকাতায় বাবুর বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে। বেশির ভাগ মানুষের কোনওমতে সংসার চলে। সুন্দরবনের সার্বিক উন্নয়নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আলাদাভাবে চিন্তা-ভাবনা করছেন। তিনি সুন্দরবন সফরে এসে একগুচ্ছ নতুন নতুন প্রকল্প ঘোষণা করেছেন। সেই সমস্ত প্রকল্পের কাজ দ্রুতগতিতে চলছে। এমনকি বহু প্রকল্পের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল আরও বলেন সুন্দরবনে প্রত্যেকটি পরিবারে বিদ্যুৎ পৌঁছে

দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে ও অনুপ্রেরণায় গোসাবায় সর্বক্ষণ বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য কয়েক কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৩/১১ কেভি বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন হয়েছে। ফলে হাজার হাজার পরিবার বিদ্যুতের পরিষেবা পাচ্ছে। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চালু হয়েছে রাজ্যের প্রথম সর্প হাসপাতাল, ব্লাড ব্যাঙ্ক, সিটি স্ক্যান, ন্যায্য মূল্যের ঔষধের দোকান। কৃষি ও মৎস্যজীবীদের উন্নয়নে ৪ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মাণ হচ্ছে ক্যানিং সাতমুখী ডাবুতে স্লুইজ গেট কাম ব্রিজ। বর্ষার সময় মিষ্টি জল ধরে সারা বছর কৃষক জমিতে চাষ করতে পারবে এবং কয়েক হাজার মৎস্যজীবী এখানে মাছ চাষ করতে পারে। এছাড়া এই ব্রিজের উপর দিয়ে সুন্দরবন পর্যটকরা সহজে ডাবু পর্যটন কেন্দ্রে যেতে পারবে। এমনকি পর্যটকদের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে সাতমুখী থেকে ডাবু পর্যটন কেন্দ্র পর্যন্ত ৯০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দেড় কিমি সড়ক পথ সংস্কার হয়েছে। এছাড়া কলকাতার সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে সাড়ে ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে রামধারী থেকে সাতমুখী ডাবু পর্যন্ত ১১ কিমি পিচের রাস্তা নির্মাণ হচ্ছে দ্রুতগতিতে। রাস্তা নির্মাণ হয়ে গেলে অল্প সময়ের মধ্যে পর্যটকরা ডাবু পর্যন্ত কেন্দ্রে চলে আসতে পারবে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে সুন্দরবনের সার্বিক উন্নয়নে জোয়ার এসেছে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বন্ধন শাখা ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, কর্মী, সদস্য প্রমুখ বিশিষ্ট বর্গ।

# রাজ্য বিজেপিকে উদ্বুদ্ধ করতেই হতে চলেছে দলীয় গোপন বৈঠকে

**কল্যাণ রায়চৌধুরী**

গত সংখ্যার আলিপুর বার্তায় এই প্রতিবেদকের 'বিধানসভা ভোটের আগে ব্যাপক রদবদল রাজ্য বিজেপিতে' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এবারে নিউজ আপডেটে যে তথ্য উঠে এল, তাতে দেখা যাচ্ছে, বিজেপির রাজ্য সভাপতির দৌড়ে তিনজনের নাম ভাসছে, বলে মন্তব্য করেন বিশিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষক পাঁচুগোপাল হাজরা। তাঁর বিশ্লেষণ অনুযায়ী, এই তিন ব্যক্তিত্ব হলেন, এক, সত্যব্রত (জুলু) মুখোপাধ্যায়। জুলুবাবু এক কথায়, সর্বজন শ্রদ্ধেয়। এছাড়াও তিনি প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তাঁর ভাবমূর্তিও স্বচ্ছ। তিনি সুশিক্ষিত ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন। তবে এক্ষেত্রে সত্তরোর্ধ জুলুবাবুর বয়েসটাই বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। দুই, শমীক ভট্টাচার্য। ইনি বর্তমান বিধায়ক। তাঁর উপর দলীয় কর্মীদের গভীর আস্থাও আছে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়েছে, তৃণমূল তাঁকে তাদের দলে অন্তর্ভুক্তির জন্যে সাদরে আহ্বান করছে। অপরজন হলেন, ড. সুভাষ সরকার। বিগত লোকসভা নির্বাচনে সুভাষবাবু বাঁকুড়া কেন্দ্রের প্রার্থী ছিলেন। এছাড়াও তিনি সঙ্ঘের আস্থাভাজন ব্যক্তি। বিজেপির দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিজেপির বর্তমান রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহার বিরুদ্ধে অভিযোগ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। যা দিল্লি পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। ইতিমধ্যে বিজেপির উত্তর চব্বিশ পরগণার প্রাক্তন জেলা সভাপতি তথা বলিষ্ঠ নেতা আশিস দাস সহ রাজ্য বিজেপির চারজনের একটি প্রতিনিধি দল কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে অভিযোগ সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়টি জানিয়েছে।

এদিকে আগামী বিধানসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব রাজ্য বিজেপিকে ঢেলে সাজাতে তৎপর। এ ব্যাপারে দল কোনও আপস করবে না, বলেই পাঁচুগোপালবাবুর মন্তব্য। শুধু তাই নয়, এই রাজনৈতিক বিশ্লেষক এক বিস্ফোরক মন্তব্য করেন। তাঁর সেই মন্তব্য অনুযায়ী, এই প্রতিবেদন লেখার আগামী প্রায় সপ্তাহখানেকের মধ্যে দুদিনের এক গোপন বৈঠকে বসতে চলেছে বিজেপির রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। এই বৈঠকে রাহুলবাবুর সভাপতিত্বে এই বিগত বছরগুলির কাজকর্মের অন্তর্তদন্ত হবে। এই সঙ্গে নতুন রাজ্য সভাপতি নির্বাচন নিয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা হবে। এই বৈঠক হবে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহর উপস্থিতিতে। বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন শিশির বাজোরিয়া, দুধকুমার মণ্ডল, অধ্যাপক পূজন সেন, রমাপ্রসাদ তেওয়াড়ি, রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো রাজ্য নেতৃত্ব। কিন্তু দুদিনব্যাপী এই গোপন বৈঠকটি কোথায় হবে, এ বিষয়ে পাঁচুগোপালবাবু সরাসরি কিছু না বলতে পারলেও 'একটি নদীর পাড়ে' হবার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন তিনি। রাহুল সিনহার দীর্ঘদিনের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের রাশ টানতেই এই বৈঠকের আয়োজন, বলে সংশ্লিষ্ট তথ্যাভিজ্ঞমহলের ধারণা।

প্রসঙ্গত রাজ্য বিজেপির একটি অংশ মনে করছে, কয়েকমাস পরেই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন। তাই সেপ্টেম্বরে রাহুলবাবুর সভাপতিত্বের মেয়াদ শেষ হলেও দল পরবর্তী সভাপতি নির্বাচন পিছিয়ে দিতে পারে। কারণ বিধানসভা ভোটের আগে সভাপতি নির্বাচন করলে রাহুল অনুগামীরা বিক্ষুব্ধ হতে পারেন। এক্ষেত্রে 'অ্যাডহক' হিসেবে রাহুলবাবুকে রাখার সিদ্ধান্ত নিতে পারে দল, বলে এই অংশের অভিমত। এ প্রসঙ্গে রাজনৈতিক তথ্যাভিজ্ঞ মহল তাদের ব্যাখ্যায় জানিয়েছেন, এহেন সিদ্ধান্তের সম্ভাবনা একেবারেই নেই বলা যায়। কারণ রাহুলবাবুর বিরোধী গোষ্ঠী তুলনায় অনেক বৃহৎ ও ব্যাপক সক্রিয়। ফলে এমনটা হলে, তা ব্যুমেরাং হবার আশঙ্কাই প্রবল। ফলে রাহুলবাবুকে 'অ্যাডহক' রেখে নির্বাচন বৈতরণী পারের ঝুঁকি দল নেবেনা বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক তথ্যাভিজ্ঞমহল। প্রতিবেদনের শেষ পর্যায় বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেল যে দুদিন ব্যাপী এই বৈঠক বসতে চলেছে রায়চকের নদীর পাড়ে। ৯ এবং ১০ সেপ্টেম্বর।

# রঙিন মাছ চাষে তৎপর সরকার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, ফলতা:** দক্ষিণ ২৪ পরগনার অন্যান্য ব্লকগুলির মতো ফলতা ব্লকও মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করতে চলেছে। বিশেষ করে অর্নামেন্টাল ফিস বা রঙিন মাছ, যেটা নিয়ে রাজ্য সরকার জেলার হাতেগোনা কয়েকটি ব্লকের মধ্যে ফলতাকে মুকুটের শিরোপা দিয়েছে। আর এই

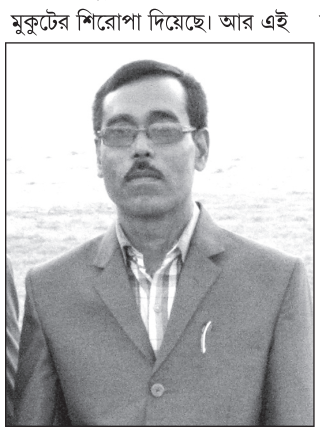

কর্মকান্ডের মূল কান্ডারী বিধায়ক তমোনাশ ঘোষ ও ফলতা পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ রঞ্জিৎ মণ্ডুল। মৎস্যর কর্মাধ্যক্ষ রঞ্জিত মন্ডল জানান, 'এ পর্যন্ত এক হাজারেরও বেশি মাছ চাষিকে পোনা মাছের চারা দেওয়া হয়েছে। রঙিন মাছের ওপর সরকার বেশি জোর দিচ্ছে। রঞ্জিৎ মন্ডল এও বলেন অনেক মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে অনুদান পাচ্ছে রঙিন মাছ চাষ করার জন্য। ন্যাশনাল ফিশার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড-এর সহযোগিতায় ৬০ হাজার টাকা করে সরকারি অনুদান দেওয়া হচ্ছে। এক হাজার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের ফর্ম দেওয়া হয়েছে। আগামী এক থেকে দুই বৎসরের মধ্যে এই সরকারি অনুদান পেয়ে যাবে। এছাড়া এপর্যন্ত চল্লিশেরও বেশি জন স্থানীয় মৎস্যব্যবসায়ীদের সাইকেল দেওয়া হয়েছে। এলাকায় ঘুরে মাছ বিক্রি করতে পারবে এই মৎস্যব্যবসায়ীরা। বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে মৎস্যজীবীদের সাথে কথা বলেন মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ রঞ্জিত মণ্ডুল। এলাকায় কিভাবে মাছের চাষের গুরুত্ব দেওয়া যায় সেগুলি নজরে রাখেন। বিভিন্ন সময়ে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের সঙ্গে ওয়ার্কশপ করেন রঙিন মাছ চাষ নিয়ে। এর পাশাপাশি তিনি মাছের খাবারের দিকগুলি খতিয়ে দেখেছেন। এ পর্যন্ত মৎস্য দফতর প্রায় চার হাজার বেন ফিশারিকে ১২.৫ মেট্রিক টন খাবার দেওয়া হয়েছে। এই ফলতা এলাকায় প্রায় ২৫% মানুষ মৎস্যজীবী। বেশিরভাগ মানুষ চাষ ও ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করে। মূলত ফলতার বঙ্গনগর-২, বঙ্গনগর-১ দেবীপুকুর, নপুকুরিয়া, গোপালপুর, ফলতা, কেল্লা প্রভৃতি এই এলাকাগুলি মৎস্যজীবী প্রধান। বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন সময়ে মৎস্যজীবীদের আইসবক্স, হাঁড়ি, জল দেওয়া হয়েছে। মৎস্যর কর্মাধ্যক্ষ রঞ্জিত মণ্ডুল জানান, ''আমি সর্বদাই ফলতার মৎস্যজীবীদের চাহিদা পূরণ করার আপ্রাণ চেষ্টা করি। এবং আমার এই উদ্যোগকে সর্বোত্তম ভাবে সহযোগিতা করেন আমাদের বিধায়ক তমোনাশ ঘোষ। রঞ্জিত বাবু জানান NFDB র আর্থিক সহযোগিতায় ফলতার ষাট জন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের নিয়ে গিয়ে চেন্নাইয়ে রঙিন মাছের ওপর বিশেষ ট্রেনিং দেওয়া হয়। এই বর্ষায় অনেক মৎস্যজীবী পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের জন্য মৎস্য দফতরে আবেদন করা হয়েছে আর্থিক সুবিধা পাওয়ার জন্য। প্রতিটা অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে মৎস্যজীবীদের সঙ্গে কথা বলেন এই কর্মাধ্যক্ষ রঞ্জিত মণ্ডুল। বিভিন্ন অভাব-অভিযোগ নিয়ে তিনি মৎস্যমন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা-র দরবারে হাজির হন। আর এ ব্যাপারে বিধায়ক তমোনাশ ঘোষের সহযোগিতা না থাকলে আমি এক পা এগোতে পারতাম না এমনটাই দাবি রঞ্জিত মণ্ডুলের। ফলতা পঞ্চায়েত সমিতির মৎস্যর কর্মাধ্যক্ষ রঞ্জিত মন্ডল জানান আমাদের ফলতা কেল্লার বিভিন্ন এলাকায় মৎস্যজীবীরা নদী ও গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যান তাদের জন্য বায়োমেট্রিক কার্ডের আওতায় আনা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৭০০র বেশি জনকে দেওয়া হয়েছে। আবারও ৫০০ জনকে দেওয়া হবে। ফলতা ব্লকে প্রত্যেক মৎস্যজীবীর কথা ভেবে এগিয়ে চলেছেন ফলতা পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ রঞ্জিত মণ্ডুল। মৎস্যজীবীর প্রসঙ্গে বিধায়ক তমোনাশ ঘোষ বলেন, আমাদের সরকার অনেক সুযোগ সুবিধা দিয়েছেন, মাছ চাষ থেকে ব্যবসা সমস্ত রকমই বড় বড় পরিকল্পনা করা হচ্ছে। আগামী দিনে আরও কাজ হবে মৎস্যজীবীদের জন্য। তিনি এও জানান মৎস দফতর থেকে রাস্তাঘাট, পানীয় জল এরকম উন্নয়নমূলক কাজ করা হচ্ছে।

# কটুক্তি নিয়ে মদ্যপ দুই দলে সংঘর্ষ, জখম ১

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** এক তরুণীকে কটুক্তি করাকে কেন্দ্র করে মদ্যপ দুই পর্যটকদলের সংঘর্ষ থামাতে গিয়ে আক্রান্ত হলেন এক ব্যবসায়ী। পর্যটকদের মারে গুরুতর জখম গাড়ি ব্যবসায়ী পল্লব টিকাদার স্থানীয় নারায়নপুরের বাসিন্দা। আশঙ্কাজনক অবস্থায় পল্লব ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, পল্লবের কাঁধের হাড় ছেড়ে যাওয়ার পাশাপাশি মাথাও ফেটে গিয়েছে। রবিবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে ডায়মন্ড

হারবারের পুরনো কেল্লার পাশের পার্কে। খবর পেয়ে ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে হাতে নাতে দু'জনকে ধরে ফেলে। পাশাপাশি দুটি মোটর বাইক আটক করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত সৌমিক সমাদ্দার ও জয় দে কলকাতার বাঁশদ্রোণী এলাকার বাসিন্দা। দুজনেই হোটেল ম্যানেজমেন্টের ছাত্র। তবে ধৃতরা পুলিশের কাছে মহিলাকে কটুক্তিসহ মারধরের পাল্টা লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ধৃতদের বিরুদ্ধে মারধর সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। ধৃতদের সোমবার ডায়মন্ড হারবার এসিজেএম আদালতে তোলা হলে আগামী ৪ তারিখ পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে ঘটনার সাথে জড়িত বাকি অভিযুক্তদের খোঁজ শুরু করছে পুলিশ।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রের খবর, ব্রিটিশ আমলের পুরনো কেল্লাকে ঘিরে গড়ে ওঠা ডায়মন্ড হারবার পুরসভার পিকনিক স্পটে ছুটির মেজাজে রবিবার সকাল থেকে ভিড় জমিয়েছিলেন কলকাতা সহ বিভিন্ন এলাকার পর্যটকেরা। অভিযোগ, এক তরুণীকে কটুক্তি করাকে কেন্দ্র করে বিকেল সাড়ে ৪টে নাগাদ হঠাৎ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পার্ক চত্বর। বাঁশ ও ইট ছুঁড়ে দুই পর্যটকদলের জনা কুড়ি মদ্যপ যুবকের মধ্যে তুমুল মারপিট শুরু হয়। ঘটনার জেরে পার্কের মধ্যে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন বাকি পর্যটকেরা। সে সময় পার্কের কাছেই ছিলেন ব্যবসায়ী পল্লব টিকাদার। ঘটনার খবর শুনে তড়িঘড়ি ওই পার্কের মধ্যে ঢুকে দুই পর্যটক দলের মধ্যে ঝামেলা মেটানোর চেষ্টা করেন। হাসপাতালের বেডে শুয়ে পল্লব জানান, 'যখন আমি ঝামেলা মেটানোর জন্য দু'পক্ষের সঙ্গে কথা বলছি সেসময় পর্যটক দলের কয়েকজন মদ্যপ যুবক আমার ওপর চড়াও হয়। বাধা দিলে মাটিতে ফেলে বাঁশ দিয়ে আমাকে ব্যাপক মারধর করে। মারের আঘাতে আমার কলার বোন ছেড়ে গিয়েছে ও মাথা ফেটে গিয়েছে। পুলিশের কাছে ঘটনার অভিযোগ জানিয়েছি।' পার্ক কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে খবর পেয়ে পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুজনকে ধরে ফেলে। স্থানীয়দের মাধ্যমে পুলিশ জখম ব্যবসায়ীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে। এদিন সকালে হাসপাতালে আক্রান্ত ব্যবসায়ীকে দেখতে যান স্থানীয় বিধায়ক দীপক হালদার। ঘটনার নিন্দা করে দীপকবাবু বলেন, 'পুলিশ তদন্ত করছে। অবিলম্বে আসল অপরাধীদের খুঁজে গ্রেফতার করুক পুলিশ।' জেলার এক পুলিশ কর্তা জানান, 'দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে বাকি অভিযুক্তদের খোঁজ চলছে।'

# রাখি বন্ধন

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** প্রবল বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে কাকদ্বীপে অনুষ্ঠিত হল রাখি পূর্ণিমা অনুষ্ঠান। রাজ্য সরকারের নির্দেশে যুব কল্যাণ দফতর এই অনুষ্ঠান আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাকদ্বীপের বিধায়ক তথা মহকুমা শাসক অমিত কুমার নাথ, কাকদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বুদ্ধদেব দাস, কাকদ্বীপের নতুন বিডিও সর্বদয় সাহা। উপস্থিত ছিলেন প্রতাপাদিত্য গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান দেবব্রত মাইতি। এদিন অনুষ্ঠানে কাকদ্বীপের নতুন বিডিওকে অনুষ্ঠানের প্রথমে বরণ করেন মন্টুরাম পাখিরা সর্ব ধর্মের মানুষকে রাখি পূর্ণিমা উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানান ও সকলকে রাখি পরান।

শারদীয়া ফেসবুক পরিবারের উদ্যোগে প্রত্যেক বছরের মতো লাইট হাউস ব্লাইন্ড স্কুলে সদস্যদের নিয়ে পালন করলো রাখি বন্ধন উৎসব। প্রকৃত রাখি বলতে কী বোঝায় বা কেমনই বা তা দেখতে সেটা এইসব ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েরা জানে না। কিন্তু প্রাণের বন্ধন তাদের অটুট। এই দিন শারদীয়ার সদস্যদেরও রাখি পরিয়ে দেয় লাইট হাউসের মেয়েরা। আর এই খুদে প্রতিবন্ধী ছেলেদের হৃদয়ের বন্ধনে আবদ্ধ করে ফেসবুক পরিবারের দিদি বোনেরা। ছোট ছোট উপহার পেয়ে আনন্দে আত্মহারা ব্লাইন্ড স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা।

# নির্মল বাংলা মিশনের রাখি বন্ধন

**কুনাল মালিক :** গত ২৯ আগস্ট দক্ষিণ শহরতলীর কামরায় বিশ্বাস পাড়ায় দেবাঞ্জলী সংঘের সামনে নাঙ্গাভাঙা নিবেদিতা রুরাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে কামরা গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্যবস্থাপনায় সুলভ শৌচাগার নির্মাণে সচেতনতা সুলভ অনুষ্ঠান হয়ে গেল। সকালে সংগঠনের পক্ষ থেকে রাখিবন্ধন উৎসব করা হয়। তারপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নির্মল বাংলা মিশন প্রকল্প রূপায়ণে ঘরে শৌচালয় নির্মাণের ওপর বক্তব্য রাখেন অতিথিরা। সভায় উপস্থিত ছিলেন সমিতির সহসভাপতি শ্রাবণী সাহা, পঞ্চায়েতের উপপ্রধান গোষ্ঠ বিশ্বাস, বুচান বন্দ্যোপাধ্যায়, গোরাচাঁদ সাঁতরা, প্রবীর কুঁতি, উদয় মণ্ডল প্রমুখ।

পঞ্চায়েত এলাকায় স্যানিটেশন মার্ট নির্মাণের দায়িত্বে থাকা সংগঠন নাঙ্গাভাঙা নিবেদিতা রুরাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের সম্পাদক প্রণব সাউ বলেন, বাংলার মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শ, সততা ও চিন্তাধারা গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে আমাদের সংগঠন কাজ করছে। মিশন নির্মল বাংলা আমাদের প্রতিজ্ঞা, আমাদের গর্ব। স্বচ্ছতা এবং রাখি বন্ধনকে একসূত্রে বেঁধে যে অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছিল তা এক কথায় লা জবাব। আগামীতেও সংস্কৃতির মাধ্যমে সচেতনতার উদ্যোগ গ্রহণ করবে সংগঠনটি।

# যুবকের দেহ উদ্ধার

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** বৃহস্পতিবার সকালে বাড়ির পাশের একটি গাছ থেকে এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করল নামখানা থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত সুশান্ত রায় (২৭) স্থানীয় দক্ষিণ চন্দননগরের বাসিন্দা। পারিবারিক অশান্তি জেরে যুবক আত্মঘাতী হয়েছে বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান।

# জাদুকর অশোক বিশ্বাস ও সম্প্রদায়ের ব্যতিক্রমী জাদু প্রদর্শনী

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ভারত সরকারের 'ইনফর্মেশন অ্যান্ড ব্রড কাস্টিং'-এর অধীনস্থ 'সং অ্যান্ড ড্রামা ডিভিশন' নিয়মিত ভাবে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে সিকিম সহ তাঁদের রেজিস্টার্ড শিল্পী হিসাবে সঙ্গীত শিল্পী, নাট্যকর্মী, পুতুল নাচ ও জাদুকরদের নিয়ে যাচ্ছেন। ফিল্ড শোর মাধ্যমে সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত মানুষদের মধ্যে সামাজিক নানান চেতনা জাগাবার কাজে। এই সব চেতনা উদ্রেককারি বিষয়বস্তু হল 'স্বচ্ছ ভারত অভিযান' (অর্থাৎ ঘর দোর পরিষ্কার রাখা), 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও অভিযান' (স্বামী বিবেকানন্দের সেই শাশ্বত বাণী, 'নারীদের সার্বিক উন্নতি চাই, তবেই আমাদের জাতি হিসাবে উন্নতি ঘটবে'), 'বিমা যোজনা অভিযান' (ভবিষ্যতে স্ত্রী পুত্র-কন্যা সহ পরিবারের আর্থিক সুরক্ষার ব্যবস্থা) প্রমুখ বিষয়। আর এইখানেই উল্লেখ করতে হয় জাদুকর অশোক বিশ্বাস ও সম্প্রদায়ের নাম। জাদুর খেলা দেখিয়ে শুধুই যে বিস্ময় সমৃদ্ধ আনন্দ দেওয়া যায় তা নয়- জাদুর মাধ্যমে বিশেষ বার্তাও পৌঁছে দেওয়া যায় আপামর জনগণের কাছে। যেমন উপরোক্ত ফিল্ড শোতে অশোক বিশ্বাস একটি টব খালি দেখিয়ে সেটিকে একটি খালি চোঙা দিয়ে ঢাকা দেন। চোঙার উপরের খোলা মুখ দিয়ে অনেক রঙিন কাগজের কুচি টবেতে ঢেলে দেন। এই সঙ্গে বলেন, আমরা আমাদের কন্যা সন্তানদের এই রকমই অযত্নে রাখি। কিন্তু তা কেন হবে? কন্যা সন্তানদেরও যত্ন করে বড় করতে হবে, যথার্থ শিক্ষার পাঠ দিতে হবে আর তখনই তারা আমাদের ঘরে ফুলের মতন ফুটে উঠবে, আমাদের চারপাশ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। ঠিক এইরকম- জাদুকর অশোক বিশ্বাস চোঙাটা তুলে নিতেই দেখা গেল টবে ঢেলে দেওয়া কাগজের কুচির রূপান্তর ঘটেছে সুন্দর নানান রঙের ফুলের গাছে...

গত ১ সেপ্টেম্বর থেকে ১১ সেপ্টেম্বর অবধি উত্তর চব্বিশ পরগনার হাবড়া ব্লক-১ পঞ্চায়েত অঞ্চলে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্থানীয় বিডিও-র তত্ত্বাবধানে অশোক বিশ্বাস ও সম্প্রদায় তাঁদের 'ফিল্ড শো' জাদু প্রদর্শনী দিচ্ছেন, যাঁর মাধ্যমে স্থানীয় সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরছেন ভারত সরকারের বিভিন্ন গ্রাম উন্নয়নের পরিকল্পনার কথা। বস্তুত বহু বছর ধরেই জাদুকর অশোক বিশ্বাস ও সম্প্রদায় ভারত সরকারের 'সং অ্যান্ড ড্রামা' ডিভিশনের 'ফিল্ড আর্টিস্ট' হিসাবে কাজ করে চলেছেন। আবার কিছুদিন পরেই জাদুকর বিশ্বাস তাঁর টিম নিয়ে যাবেন উক্ত কাজে বাংলার অন্য কোনও অঞ্চলের উদ্দেশে...

সব শেষে বলি, ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ বলেছিলেন 'নাটকে লোক শিক্ষে হয়', সত্যিই তাই। আবার জাদুও হল নাটক; একজন শিল্পী জাদুকরের ভূমিকায় অভিনয় করেন। মানুষকে বিস্ময় সম্পৃক্ত আনন্দ দেন, কিছু বার্তাও পৌঁছে দেন (সকলকে বিজ্ঞান মনস্কও করে তোলেন)। জাদুকর অশোক বিশ্বাস ও সম্প্রদায় সেই কাজটাই করে চলেছেন তাদের 'ফিল্ড শো' জাদুপ্রদর্শনীর মাধ্যমে।

আমরা আগ্রহী রইলাম আগামী দিনেও জাদুকর অশোক বিশ্বাসের এই ধরনের জাদু প্রদর্শনীর আরও সংবাদ পাবার জন্যে...

## যত কান্ড মুম্বইতে

শিনা হত্যার তদন্তে একের পর এক নয়া মোড় দেখা যাচ্ছে। বাংলা, অসম ছেড়ে এখন দেশের বাণিজ্যনগরী মুম্বইতে গড়াচ্ছে এই হত্যার চরম নাটকীয় পর্ব।

গত ৩০ আগস্ট ২০১৫ স্বস্তিকা সংঘ (নবনগর)-এ ১১টি ক্লাবের উদ্যোগে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। বহু রক্তদাতা এখানে রক্ত দান করেন। **ছবি : উৎপল কুমার রায়**

# রাখি বন্ধনে সংস্কৃতি দিবস উদযাপন

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** গত ২৯ আগস্ট যুবকল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে বজবজ ২ নং ব্লকের ব্যবস্থাপনায় সঞ্চিতা কলাভবনে রাখি বন্ধন উৎসব ও সংস্কৃতি দিবস উদযাপিত হল। ব্যান্ড সহযোগে বাওয়ালী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষক শিক্ষিকা ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের নাগরিকরা একটি র‍্যালিতে যোগদান করেন। তারপর সঞ্চিতা কলা ভবনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা নাচ, গান, আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বজবজ ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায়। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নোদাখালী থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজা, বুচান বন্দ্যোপাধ্যায়, রহিম খান প্রমুখ।


## নোটিশ

(১) মোটর-চালিত ভুটভুটি এবং লঞ্চে কাটা-তেল ব্যবহার আইনত দণ্ডনীয়।
(২) সুন্দরবন এলাকায় প্লাস্টিক ব্যবহার বর্জনীয়।
(৩) CRZ এলাকায় কাঁচা এবং পাকা কাঠামো নির্মাণ অবৈধ।

**গ্রীন ট্রাইবুনাল, ইস্টার্ন জোনের আদেশানুসারে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রচারিত।**

অতিরিক্ত জেলা শাসক ও অতিরিক্ত নির্বাহি আধিকারিক
জেলা পরিষদ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা
১০১১(২)/জে.ত.স.দ/২৪ পরঃ (দঃ) /০২/০৯/১৫

# এবার শীতে টবেই তৈরি করুন ছাদের সবজি বাগান

অশোকেশ মিত্র

শীতের শুরু থেকেই যাঁরা নিজের হাতে সবজি ফলাতে চান তাঁদের কিন্তু এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে। বলা ভালো কিছুটা দেরিই হয়ে গিয়েছে।

সবজি যেমন ব্যবসায়িক ভিত্তিতে জমিতে চাষ করা যায় তেমনি ছাদে অথবা বাড়ি লাগোয়া ছোট্ট ফাঁকা জায়গাটিতেও পারিবারিক সবজি বাগান করা যায়। নিজের হাতে নানারকম সবজি ফলিয়ে খাবার পাতে টাটকা তাজা তরকারি পাওয়ার আনন্দটাই আলাদা।

যেহেতু ছাদে সরাসরি মাটি ঢেলে সবজি বাগান করা যাবে না তাতে ছাদের ক্ষতি হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা তাই সেক্ষেত্রে মাটির টবেই তৈরি করতে হবে ছাদের পারিবারিক সবজি বাগান।

বিভিন্ন সবজির জন্য বিভিন্ন আকারের টবের প্রয়োজন হলেও বেশির ভাগ সবজির জন্যই ১৪–১৬ ইঞ্চি মাপের টবই উপযুক্ত। বেগুন ও টমেটোর জন্য ২০–২২ ইঞ্চি মাপের টবই যথেষ্ট।

ছাদে সবজি বাগান তৈরি করলে একদিকে যেমন টাটকা তাজা সবজি পাওয়া যাবে তেমনি টবগুলিকে ঠিকমতো সাজিয়ে রেখে ছাদের সৌন্দর্যও বাড়ানো যাবে। ঠিক সে কারণেই শিম, বরবটি, মটরশুঁটির গাছসহ টবগুলিকে আলসে বরাবর রাখতে হবে।

**মাটি তৈরি :** টবে বাগান তৈরি করার জন্য আগে থেকেই নিচে দেওয়া পদ্ধতি মতো মাটি তৈরি করে রাখতে হবে যাতে যখনই কোনও চারা বা বীজ বসানোর দরকার হবে তখনই যেন হাতের কাছে তৈরি মাটি পাওয়া যায়।

দো–আঁশ মাটি ৩ ভাগ, খইল মিশ্রিত গোবর সার / পাতা পচা সার ১ ভাগ, হাড়ের গুঁড়ো ১/২ ভাগ, কাবের ছাই / তুষের ছাই ১/২ ভাগ। এছাড়াও ১৪–১৬ ইঞ্চি মাপের প্রতিটি টবের জন্য ১ চা চামচ সুপার ফসফেট।

মাটি তৈরি করার সময় ভালোভাবে নজর রাখতে হবে যাতে আগাছায় গোড়া বা বীজ না থাকে প্রয়োজনে নির্দিষ্ট ছিদ্রের চালুনি ব্যবহার করতে হবে।

তৈরি মাটি এমন জায়গাতে রাখতে হবে যাতে মাটিতে সরাসরি সূর্যের আলো না পড়ে অথবা বৃষ্টির জলে মাটি ভিজে না যায়।

**টব শোধন :** মাটি দিয়ে ভর্তি করার আগেই টব এবং আগে থেকে তৈরি করে রাখা ১ ইঞ্চি থেকে দেড় ইঞ্চি এবং দেড় ইঞ্চি থেকে ৩ ইঞ্চি মাপের ভাঙা টবের কুচি ও ইঁটের টুকরোগুলি লিটার প্রতি ১০০ গ্রাম ব্যভিস্টিন মিশ্রিত ফুটন্ত জলে আধঘন্টা ডুবিয়ে রাখার পর ছায়ায় শুকিয়ে নিতে হবে।

টবে মাটি ভর্তি করা : টবের নিচে এবং গায়ে অতিরিক্ত জল বের হওয়ার ছিদ্রগুলি অপেক্ষাকৃত বড় আকারের ভাঙা টবের টুকরো দিয়ে এমন ভাবে ঢেকে দিতে হবে যাতে মাটি ভর্তি করার সময় মাটি দিয়ে ওই ছিদ্রগুলি বন্ধ হয়ে না যায়। এরপর অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের টবের কুচি ও ইঁটের টুকরো দিয়ে নিচের থেকে এক ইঞ্চির একটি স্তর তৈরি করার পর মাটি দিয়ে টবটি ভর্তি করতে হবে। সমস্ত মাটি একবারে না ঢেলে ২/৩টি স্তরে মাটি ভর্তি করতে হবে। এক একটি স্তরে হাতের মৃদু চাপে মাটি সরিয়ে দিতে হবে। এভাবে টবের উপর থেকে দু'ইঞ্চি মতো খালি রেখে মাটি ভরা শেষ করতে হবে।

চারা /বীজ বসানোর কাজ : সবজি চাষের জন্য বেশ কিছু সবজির চারা বসাতে হলেও শিম, বরবটি, মটরশুঁটি প্রভৃতি সবজির বীজ সরাসরি বসাতে হয়। বীজ ও চারা সব সময়ই ভালো ও বিশ্বস্ত নার্সারি থেকে যোগাড় করতে হবে। তাছাড়াও সব সময়ই সতেজ ও সবল চারাই লাগাতে হবে। চারা সব সময় বিকালের দিকে লাগাতে হবে। চারা বা বীজ টবের ঠিক মাঝখানে বসতে হবে।

চারা সবানোর পর হাতের আলতো চাপে চারার গোড়ার মাটি এবং বীজ বসানোর পর বীজের উপরের মাটিও হাতের চাপে বসিয়ে দিতে হবে। যাতে জল সেচ করার সময় চারা একদিকে হেলে না পড়ে অথবা বীজ মাটির উপরে চলে না আসে।

বিশেষ কয়েকটি শীতের সবজির বীজ বোনা ও চারা বসানোর সময় এবং ফসল তোলার সময়

**বেগুন:** অতি পুষ্টিকর এবং ভেষজ গুণযুক্ত এই সবজিটি গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত এই তিন মরসুমেই ফলানো হয়।

বর্ষাকালে ফল পাওয়ার জন্য বীজ বসাতে হবে মে–জুন (বৈশাখ) মাসে। শীতকালে ফল পেতে হলে বীজ বসাতে হবে আগস্ট (ভাদ্র) মাসে। গ্রীষ্মকালে ফলন পাওয়ার জন্য বীজ বুনতে হবে নভেম্বর –ডিসেম্বর মাসে। চারা ৫–৬ ইঞ্চি লম্বা হলে টবে বা জমিতে লাগানোর উপযুক্ত হবে। চারা লাগানোর দুই থেকে আড়াই মাস পর বেগুন তোলার উপযুক্তহবে।

**টমেটো :** বিশ্বের সর্বত্রই এটি একটি অতি প্রিয় খাদ্য। পুষ্টিকরও। একটা কথা জেনে অবাক হবেন না শুরুর দিকে একে শোভাবর্ধক গাছ হিসেবেই তৈরি করা হত। তখন এর নামটিও ছিল 'লাভ–অ্যাপল'।

জলদি জাত হিসাবে ফল পেতে হলে বীজ বুনতে হবে আগস্ট–সেপ্টেম্বর (ভাদ্র–আশ্বিন) মাসে।

মাঝারি জাত হিসাবে ফল পেতে হলে বীজ বুনতে হবে সেপ্টেম্বর–অক্টোবর (আশ্বিন–কার্তিক) মাসে।

নাবি জাত হিসাবে ফলন পাওয়ার জন্য বীজ বুনতে হবে নভেম্বর (অগ্রহায়ণ) মাসে। বিজ বোনার এক মাস পরই চারা লাগানোর উপযুক্ত হবে।

**বাঁধাকপি :** এটি শীতের একটি প্রধান সবজি। এটি অতি উপাদেয় এবং পুষ্টিকর সবজি। যাঁরা শখ করে বাঁধাকপি ফলাতে চান তাঁদের একটা কথা জানিয়ে রাখি প্রতিটি টবের গাছেই যে বাঁধাকপি ঠিকমতো বাঁধবে তা কিন্তু ঠিক নয়।

জলদি জাত হিসাবে ফলন পেতে হলে আগস্ট (শ্রাবণ–ভাদ্র) মাসের মধ্যে বীজ বুনতে হবে।

নাবি জাত হিসাবে ফলন পাওয়ার জন্য সেপ্টেম্বর (ভাদ্র–আশ্বিন) মাসের মধ্যে বীজ বুনতে হবে। চারা তৈরি হতে সময় নেবে প্রায় ৩০ দিন। চারা লাগানোর আড়াই থেকে তিন মাস পর বাঁধাকপি খাওয়ার উপযুক্ত হবে।

**ফুলকপি :** এটিও বাঁধাকপির মতোই শীতের একটি প্রধান সবজি।

জলদি জাত হিসাবে পাওয়ার জন্য মে–জুন (বৈশাখ–জ্যৈষ্ঠ) মাসে বীজ বুনতে হবে।

মাঝারি জাত হিসাবে ফলন পেতে জুলাই–আগস্ট (আষাঢ়–শ্রাবণ) মাসে বীজ বুনতে হবে।

নাবি জাত হিসাবে ফলন পাওয়ার জন্য অক্টোবর (কার্তিক) মাসে বীজ বুনতে হবে। বীজ বোনার এক মাসের মধ্যেই চারা লাগানোর উপযুক্ত হয়। চারা লাগানোর ২–৩ মাসের মধ্যেই ফুলকপি তোলার উপযুক্ত হয়।

**গাজর ও বিট :** দুটি সবজিই অতিশয় পুষ্টিকর। গাজর থেকে আমরা মূল্যবান 'কেরটিন' পদার্থটি পাই। আর এই কেরটিন থেকেই ভিটামিন 'এ' পাওয়া যায়।

এই দুটি সবজির বীজ সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যেই বুনতে হবে। বীজ বোনার ৭৫–৯০ দিনের মধ্যেই দুটি সবজিই খাওয়ার উপযুক্ত হবে।

**দেশি শিম :** পুষ্টির দিক থেকে এটি অতীব মূল্যবান সবজি। নানারকম খনিজ পদার্থের সঙ্গে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ভিটামিন 'সি' পাওয়া যায়।

জুন থেকে আগস্ট মাসের মধ্যে বীজ বুনতে হবে। বীজজমিতে। টবে বসানোর আগে বারো ঘন্টা জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে। প্রতিটি টবে ২–৩টি বীজ বসাতে হবে।

বীজ বোনার ৬০–৯০ দিনের মধ্যেই ফল ধরতে শুরু করবে।

**লঙ্কা :** বিভিন্ন রকম খনিজ পদার্থের উৎস। উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ভিটামিন 'সি' পাওয়া যায়।

গ্রীষ্মের ফসলের জন্য মার্চ–এপ্রিল (চৈত্র–বৈশাখ) মাসে বীজ বুনতে হবে।

শীতের ফসলের জন্য আগস্ট –অক্টোবর (ভাদ্র–কার্তিক) মাসের মধ্যে বীজ বুনতে হবে।

বীজ বোনার ৫–৬ সপ্তাহ পর চারা লাগানোর উপযুক্ত হবে। চারা লাগানোর ৬০–৭৫ দিন পর থেকেই ফুল আসতে শুরু করবে এবং তার ১৫ দিন পর থেকেই কাঁচা লঙ্কা তোলার উপযুক্ত হবে।

---

দেশ দেশান্তর

## স্মার্ট কার সিস্টেম

স্মার্ট ফোন, স্মার্ট ওয়াচের পর স্মার্ট কার নিয়ে এলেন ভারতীয় বিজ্ঞানীরা। কর্নেল ইউনিভার্সিটির অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর আশুতোষ সাক্সেনার এই অ্যালগরিদম বলে দেবে ড্রাইভাররা কোনও ভুল করছেন কিনা। ড্রাইভারের মাথা নাড়ার ধরণ ও সামনের রাস্তা দেখে কম্পিউটার কয়েক সেকেন্ড আগেই বুঝতে পারবে তারা কোনও ভুল করতে চলেছেন কিনা। সাক্সেনা জানান, এর আগেও এরকম সিস্টেম ছিল। কিন্তু তা সবই কাজ করত গাড়ির বাইরে থেকে। এই প্রথম কোনও কম্পিউটার গাড়ির মধ্যে থেকেই ড্রাইভারদের মনিটর করবে। ক্যাডার ও ক্যামেরার সাহায্যে অন্যান্য গাড়ির গতিবিধি লক্ষ্যে রেখে লাইট, সাউন্ড বা ভাইব্রেশনের মাধ্যমে ভুল করার আগেই গাড়ির চালকদের সতর্ক করে দেবে এই সিস্টেম। শুধু তাই নয়, বেআইনিভাবে গাড়ি চালালে স্ট্রিট ম্যাপ ও জিপিএস ইনফরমেশন সিস্টেমের সাহায্যে 'ইললিগাল টার্ন' মেসেজও দেবে এই কম্পিউটার। এই সিস্টেম তৈরি কার জন্য সাক্সেনা ও তার সহকর্মীরা টানা ২ মাস ধরে ১.১৮ মাইল রাস্তার ওপর ১০ জন ড্রাইভারের ভিডিও রেকর্ড করেন। রোমে ২০১৫ রোবোটিক সায়েন্স অ্যান্ড সিস্টেম কনফারেন্সে প্রদর্শন করা হবে এই সিস্টেম।

## অঙ্গহীনতার যন্ত্রণা থেকে বাঁচতে

প্রথমবারের মতো শরীরের জীবন্ত অঙ্গ তৈরি করতে পেরেছেন বিজ্ঞানীরা। একটি জীবন্ত কোষ থেকে তৈরি করেছেন ইঁদুরের সামনের একটি পা। বোস্টনের ম্যাসাচুয়েটস জেনারেল হাসপাতালের ল্যাবে এই অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটিয়েছেন বিজ্ঞানী হারাল্ড অট ও তার সহযোগীরা। দেহের জীবন্ত অঙ্গ গবেষণাগারে তৈরি করতে পারার এই ঘটনা বিজ্ঞানের চরম সাফল্য। ল্যাবে তৈরি এই পা–টিতে স্নায়ুবিক সাড়াও মিলছে বলে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন। এই পা যে কোনও ইঁদুরের শরীরে লাগিয়ে দিলে তা সাধারণ পায়ের মতোই কাজ করবে। এর অর্থ হচ্ছে, ভবিষ্যতে অঙ্গহানি মানুষদের হয়তো আর কাটা হাত–পা নিয়ে জীবনযাপন কতে হবে না। বিজ্ঞানীদের এই গবেষণার উদ্দেশ্য, অঙ্গহীন মানুষের দেহে জীবন্ত অঙ্গ স্থাপন করা।

বিজ্ঞানীরা অবশ্য জানিয়েছেন যে, লক্ষ্যের থেকে তারা এখনও অনেকটা দূরে। এই হাত কী করে পুরো দমে কার্যকরী হবে সেই মূল চ্যালেঞ্জ এখনও বাকি। কেননা মানুষের মতো যে কোনও মেরুদণ্ডী ও স্তন্যপায়ী প্রাণীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ব্রেনের মাধ্যমে সঞ্চালিত হয়, পরিচালিত হয়। সেক্ষেত্রে ল্যাবে তৈরি ইঁদুরের সামনের পাটি পরবর্তীকালে ব্রেনের নির্দেশে কীভাবে পুরোদমে কাজ করবে, সে নিয়ে এখনো অনেকটা কাজ বাকি এবং এটিই বিজ্ঞানীদের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, এর আগে জীবন্ত হাত বা পা ল্যাবে তৈরি করা হয়নি। হাত ট্রান্সপ্লান্ট করা হয়েছে যাকে বাওনিক রিপ্লেসমেন্ট বলে। তাতে জীবন্ত হাত–পায়ের মতোই অনুভূতি থাকে, কিন্তু সারাজীবন ওষুধ চালিয়ে যেতে হয় যাতে দেহের নিউরোলজি ও মোটর সিস্টেম হাতটিকে বাতিল না করে দেয়। কিন্তু এবার ল্যাবে যে জীবন্ত হাত তৈরি করা হয়েছে, তা তৈরি হয়ে কোনও জীবন্ত প্রাণীর কোষ থেকে। বিজ্ঞানী হারাল্ড অট বলেন, এত জটিল টিস্যু এর আগে ল্যাবে তৈরি হয়েছে বলে তার অন্তত জানা নেই। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে অনেক মানুষ অঙ্গহীন যন্ত্রণায় দিন কাটাচ্ছেন। এই খবরের অনেকেরই আশা, আগামী দিনে মানুষ অঙ্গহীনতার যন্ত্রণা থেকে হয়তো মুক্তি পাবে।

## টার্মিনালে বিস্ফোরণ

আফগানিস্তানের হেরাতে একটি গ্যাস টার্মিনালে একের পর এক বিস্ফোরণ হয়। তার তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল, আফগানিস্তানের তৃতীয় বৃহত্তম শহরের প্রতি প্রান্ত থেকেই তা অনুভব করা গিয়েছে। হেরাতের স্থানীয় হাসপাতালের মুখপাত্র রফিক সিরজাই জানিয়েছেন, ১১ জনের মৃত্যুর সঙ্গেই আহত হয়েছেন অন্তত ১৮ জন। মৃত প্রত্যেকেই গৃহযুদ্ধের ফলে গৃহহীন হয়ে একটি ত্রাণ শিবিরের অস্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন। বিস্ফোরণের প্রকৃত কারণ এখনও স্পষ্ট নয়।

## নির্ভুল সার্চ ইঞ্জিন

গুগলের থেকেও নির্ভুল একটি সার্চ ইঞ্জিনের নকশা করেছেন ভারতীয় বংশোদ্ভুত আনমোল। ১৬ বছরের আনমোল তুকরেল ভারতীয় বংশোদ্ভুত হলেও কানাডার নাগরিক। এদেশের বেঙ্গালুরুতে একটি কারিগরি বিজ্ঞাপন সংস্থার আইসক্রিম ল্যাবে ইন্টারশিপ করার সময় তাঁর মাথায় এই সার্চ ইঞ্জিন তৈরি পরিকল্পনা আসে। সেই চিন্তাই বাস্তবে রূপ পায় স্কুলের প্রজেক্টের জন্য এই সার্চ ইঞ্জিন–এর নকশা। যেটি গুগলের থেকেও ৪৭ শতাংশ নির্ভুল। তাঁর এই প্রজেক্টটি 'গুগল সায়েন্স ফেয়ার'–এও জায়গা করে নিয়েছে। বেশিরভাগ সার্চ ইঞ্জিনই কোনও ব্যক্তির অবস্থান বা তাঁর ব্রাউজিং সংক্রান্ত ইতিহাস বিশদে জানাতে পারে না। কিন্তু তিনি যে ইঞ্জিনটির নকশা করেছেন, সেটি মাপের সাহায্যে সবথেকে প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তু তুলে ধরার চেষ্টা করবে।

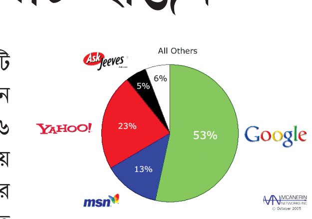


## হায় পালমিরা!

সিরিয়ার ঐতিহাসিক পালমিরা মন্দির উড়িয়ে দিল আইসিস জঙ্গিরা। তারাই এই কাজ করেছে বলে জানিয়েছে সিরিয়ার ঐতিহাসিক নিদর্শন সংক্রান্ত দফতর। সিরিয়ার এক পর্যবেক্ষকের দাবি, মন্দিরটি ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে অন্তত একমাস আগেই। গত মে মাসেই পালমিরার দখল নিয়েছিল আইসিস জঙ্গিরা। এরপরই ঘটানো হয় বিস্ফোরণ। পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে মন্দিরের ভিতরের অংশ। গত সপ্তাহেই পালমিরার দেখভালকারী প্রত্নতত্ত্ববিদকে গলা কেটে খুন করে আইসিস জঙ্গিরা।

সঙ্কলন : সুমন্ত ভৌমিক

## মাঙ্গলিকী

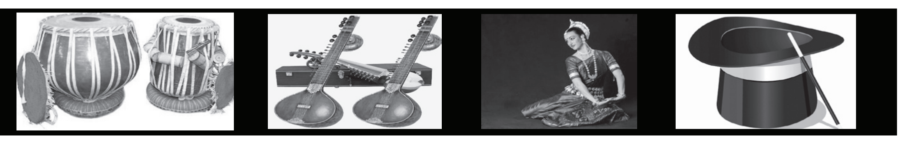

# পি.ই.এন.–এর সাহিত্য সন্ধ্যা

**দিপা কর্মকার:** 'মরণ বলে আমি তোর জীবনতরী'–মরণ আর জীবন একই বন্ধনে আবদ্ধ।তাই জীবন থাকলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তাই ক্ষণিকের জীবন ক্ষেত্রটি কেউ কেউ আপন সৃষ্টিশীলতার গুনে শস্যশ্যমলা করে তোলেন। এমনকি এক সৃষ্টিকুশলী ও সাহিত্য ক্ষেত্রের উজ্জ্বল নক্ষত্র সূচিত্রা ভট্টাচার্য। যার অকাল প্রয়াণে সাহিত্য জগত একেবারে শোকস্তব্ধ ও নিরব। সুচিত্রাদি ও তাঁর সৃষ্টিকর্মকে পুনরায় ফিরে দেখার জন্য তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে গত ৯ই অগাস্ট রবিবার, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সভাগৃহে (দ্বিতীয়তল)–এ এক স্মরণ সভার আয়োজন করে দি পি.ই.এন. অল ইন্ডিয়া সেন্টার পশ্চিমবঙ্গ শাখা।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই প্রথিতযশা সাহিত্যিক সুচিত্রা ভট্টাচার্য ও কবি অমিত গুপ্তর শোকে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। শ্রীমতি মিঠুয়া বোসের কণ্ঠে গীত নিশি না পোহাতে–র মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা

করেন। এরপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অসমান্য ছোটগল্প নিশীথে'– শ্রুতিনাট্য রূপে পাঠ করেন পি.ই.এন.–এর কার্যনির্বাহী সম্পাদক কবি সুগত চৌধুরী, রতন ঘোষ, লীনা ভট্টাচার্য, কবিতা ভট্টাচার্য– যা এককথায় অভূতপূর্ব ও প্রশংসনীয়।

সুচিত্রা ভট্টাচার্যর স্মৃতির উদ্দেশ্যে দু'একটি বক্তব্য পেশ করেন কবি ও সাহিত্যসেবী শ্রী রঞ্জন গুপ্ত ও ঔপন্যাসিক শাহযাদ ফিরদাউস ও প্রাক্তন পুলিশ ইন্সপেক্টর অরিন্দম আচার্য। অরিন্দমবাবু জানান যে স্রোতের সাথে বহু মৃত্যু ও উচ্ছিষ্ট ভেসে চলে যায় দিগন্তহীনের উদ্দেশ্যে কিন্তু প্রতিস্রোতে ফিরে আসে মৌরলা মাছের মতো নতুন সৃষ্টি, নতুন আলো–যা আমাদের যত্নে লালিত পালিত করতে হবে।

শাহযাদ সাহেব জানান যে বর্তমান সাহিত্য সাংবাদিকতার নিরস ও তথ্যের অবয়বে তৈরি ও সময়ের তাৎক্ষণিক প্রেক্ষাপটে স্থান পায়। কিন্তু প্রকৃত সাহিত্যে বুদ্ধিমনস্ক ও পরিশীলিত মনের প্রকাশ ঘটবে। পাঠক পঠনের সাথে সাথে তাদের চিন্তা শক্তি ও বোধদয় ঘটবে।

এরপর শুরু হল অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্ব শ্রী রঞ্জন গুপ্তের স্বরচিত কবিতার কোলাজ আবৃত্ত করেন পি.ই.এন–এর সদস্যবৃন্দ। সঞ্জীব ঘটক আশুতোষ ঘটক ও কুসুমকুমারী দেবী স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার ২০১৫ প্রদান করা হয় শ্রী রঞ্জন গুপ্তকে তাঁর মহ সৃষ্টিকর্মের জন্য।

অবশেষে বাধন সেনগুপ্ত 'আজকের বাংলা কবিতা' বিষয়ে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তব্য পেশ করেন। তিনি জানান যে প্রকৃত কবি অজ্ঞানে–সজ্ঞানে সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে জীবনের সঙ্গে অতোপ্রতোভাবে জড়িয়ে থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ তিনি সকলের সামনে তুলে ধরেন কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী প্রমুখের কথা।

আলোচনাপর্ব সাঙ্গ হলে স্বরচিত কবিতা পাঠ শুরু হয়। ৬জন পরিচিত –অপরিচিত কবিরা তাদের কবিতাপ্রতিভা আবৃত্তির মাধ্যমে সকলের কাছে প্রকাশ করেন স্বমহিমায়। অবশেষে মিঠুয়া বোসের এই কথাটি মনে রেখো–র গীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

গোটা অনুষ্ঠানকে দক্ষতার সাথে পরিচালনা ও সঞ্চালনা করেছিলেন পি.ই.এন–এর সম্পাদক শ্রী শ্যামল মুখোপাধ্যায় ও কার্যনির্বাহী সম্পাদক সুগত চৌধুরী।

## পত্র–পত্রিকার আলোচনা

### যুগ–সাগ্নিক

(শ্রাবণ ১৪২২/সম্পাদক–প্রদীপ গুপ্ত) – বর্তমান সংখ্যাটির প্রচ্ছদ প্রথমেই চোখ টানে। কবিতার তালিকা দীর্ঘ। মনে দাগ কেটেছেন রত্নেশ্বর হাজরা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, শংকর ব্রহ্ম, অমিত কাশ্যপ, বিমল দেব, কাজী লাবণ্য, নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, পার্থসারথি সরকার, শোভন বিশ্বাস, শেফালি সরকার, পামেলা সরকার, পৃথা দাস, আরতি ভট্টাচার্য প্রমুখ। ড. অশোক কুমার ভট্টাচার্যের ভূমিকম্পের উপর লেখা নিবন্ধটি আমাদের সমৃদ্ধ করে। ছোট গল্প বিভাগে জগদীশ সাঁতরা, সুকুমার মণ্ডল জমিয়ে দিয়েছেন শেষ চমকে। স্বপন কুমার মান্নার গল্পটি সুন্দর, মাতৃস্নেহের চিরন্তন স্নিগ্ধতা। সুব্রত ভদ্রের গল্পটি শেষ পর্যন্ত কোনও উত্তরণে পৌঁছাল না, অথচ বেশ মুন্সীয়ানা ছিল নির্মাণ–কাঠামোয়। এই সংখ্যার সেরা গল্পটি উপহার দিয়েছেন ভাস্বতী বন্দ্যোপাধ্যায় (ননীবালার সেকাল একাল)। এতটুকু অতি–লিখন নেই, কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি হতে হতে স্বপ্নের ইচ্ছেপূরণ। (পত্রিকার ঠিকানা – ২/৫৬এ, নেতাজিনগর, কলকাতা ৭০০০৯২/ফোন : ৯০৫১৪৭১০৭৫/৯০৮৮৩৮১৮৯৬)

### আনন্দম

(শ্রাবণ ১৪২২/সম্পাদক–হারাধন ভট্টাচার্য) – শুরুতেই পাঁচটা নিবন্ধ পত্রিকাটিতে এক অন্য রঙ ছড়িয়ে দিয়েছে। অলোকানন্দ দাসের (উত্তরবঙ্গের ধামপুজোর মেলা), ডাঃ দীপক কুমার পাল (তীজন বাই), ড. অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন (মালালা ইউসুফজাই), সৌরীন চট্টোপাধ্যায় (উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী) ও শৈলেশ্বর মুখোপাধ্যায় (শক্তিমান নট)। কবিতা/ছড়া বিভাগে রত্নেশ্বর হাজরা, আরতি ভট্টাচার্য, প্রদীপ গুপ্ত, হারাধন ভট্টাচার্য, নীলমাধব প্রামাণিক, মিনু প্রধান প্রমুখ মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। মৃত্যুঞ্জয় কুণ্ডু–র ছড়াটি উপভোগ্য। বন্দনা দত্ত গল্পটিতে (পাক্কা ছুঁয়ে) আমাদের গভীরে লুকিয়ে থাকা ছোট ছোট অনৈতিক ভাবনাকে কাটা ছেঁড়া করেছেন। বিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের (প্রাণের ছোঁয়া) শেষাংশটি মেলোড্রামা জর্জরিত। সুকুমার মণ্ডলের হাসির গল্পটি (অবলাকান্তর ভ্রমণ বিতান্ত) লেখকের সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

### সাজায় আমার আমিকে

(কানাইলাল পালোধী–র তৃতীয় কবিতার বই। দাম ১১০ টাকা, প্রিয়শিল্প প্রকাশন, কল–৪৭) নানা ধরনের কবিতা/ছড়া এমন কি ছোটদের জন্য ছড়া দিয়ে গড়া এই কাব্য সংকলনটি। নামকরণের সঙ্গে সাযুজ্য রাখতেই কি এমনটা করাহয়েছে। কবিতাগুলির মধ্যে খণ্ড অখণ্ড, ঘুমের দেশে, ঘরের মধ্যে ঘর, সব পাওয়া না পাওয়া, এই মহাজীবন–এই রকম কিছু উজ্জ্বল কবিতা বইটির মর্যাদা বাড়িয়েছে। কিন্তু বাকি কবিতা গুলি বড্ড অগোছালো, সত্যি কথা বলতে কি কবিতা–নির্মাণে কিন্তু প্রথাগত পদ্ধতিতে সেগুলিকে মেলানো যাচ্ছে না। কি দিতে পারি তোমাকে কবিতায় প্রথম পংক্তি দশ লাইনে, দ্বিতীয় পংক্তি পাঁচ লাইন, তৃতীয়টি ছয় লাইন, পরেরটি আট লাইন ইত্যাদি। সব মিলিয়ে ৪৬ লাইন, অথচ প্রথম পনের লাইনেই কবির বক্তব্য সুন্দরভাবে বলা হয়ে গিয়েছে। চিরদিনের আমি কবিতার শেষাংশ আর শুরুর পংক্তির মধ্যে ছন্দ ও শব্দ বিন্যাসের আকাশ–পাতাল ফারাক। ''কবিতা তুমি কার'' কবিতায় কবি কিছু অসাবধানী মন্তব্য প্রকাশ করে ফেলেছেন। বড় কবি মানেই দুর্বোধ্য কবিতা– এমন অভিযোগ তাঁরাই করে বসেন যাঁরা কবিতার সঙ্গে ঘর করেন না, একাত্ম হতে পারেন না। একজন কবি সেই খেদ প্রকাশ করে তাঁর নিজের কাব্যবোধের প্রতি কি মর্যাদা রাখলেন? বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের নিয়ে লেখা কবিতা প্রায়শঃ উচ্ছ্বাস ও গদগদ প্রশস্তি–ভরা হয়ে দাঁড়ায়, এই লেখকের পক্ষেও সেই দোষ এড়ানো যায়নি। ছড়া গুলি তুলনামূলক ভাবে জমে গিয়েছে (নয়ছয় কথা, ঝরনা ময়না ডাকে, কুপোকাত, অ্যালার্ম ইত্যাদি), কিন্তু সেখানেও বিশৃঙ্খলা। এখানে ওখানে গুঁজে দেওয়া হয়েছে ওদের। ছোটদের জন্য লেখা কয়েকটি ক্ষেত্রেও একই কাণ্ড ঘটেছে। শেষ কবিতাটি মানভূম (?) আঞ্চলিক ভাষায় লেখা, সাধু প্রয়াস। গোটা বইতে সুষ্ঠু সম্পাদনার অভাব বেশ প্রকট। ছাপা ও প্রচ্ছদ সুন্দর।

**অরূপ রতন**

### কুয়াশা সরিয়ে

(গৌর দাসের গল্প সংকলন। দাম ১০০ টাকা, অন্যচোখ প্রকাশন) লেখকের বারোটি গল্পটি নিয়ে সাজানো। গল্পগুলি সমকালীন, সাধারণ আটপৌরে মানুষের আশা–নিরাশা, প্রাপ্তি–অপ্রাপ্তি ফুটেছে চমৎকার। শ্রীমতী, তটভূমি, অব্যক্ত গল্পগুলি বিন্যাসগুণে মন টানে। বাকি গল্পগুলোতে কিন্তু ঘুরে ফিরে প্রায় একই ধরনের হা–হুতাশের ছায়া। মনের মানুষটিকে বিয়ে করতে না পারার হতাশা নিয়ে নায়ক হীনমন্যতা কিংবা কখনো অবৈধ সম্পর্কের কাছাকাছি গিয়ে পড়ে। লেখক বহু ক্ষেত্রে ঘটনা পরম্পরায় ধারাবিবরণী দিয়েছেন, যা পাঠকদের ক্লান্ত করে তোলে, মনোযোগ বিচ্ছিন্ন করে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কথোপকথনের মাধ্যমে ঘটনাকে এগিয়ে নিয়ে গেলে হয়তো পাঠে আগ্রহ বাড়তো। নীলাঞ্জনা গল্পে লেখকের বর্ণনায় নায়িকাকে বেশ দেখতে, সুন্দর উজ্জ্বল চোখ। সেই মেয়েকে দেখে এসে ইন্দ্রনীলের বাবা–মা সরাসরি কেন নাকচ করে দিলেন তা পরিষ্কার নয়। সমর্পণ গল্পে বারে বারে ফোকাস বদল হয়েছে। গল্পের শুরুতে গোপাল বসুর বিলম্বে অফিস যাওয়া, সহকর্মীদের বিদ্রূপের মাঝে অভিজিতের প্রবেশ ও সহানুভূতি সৃষ্টির কারণটি অস্পষ্ট থেকে গেল। ব্যক্তিগত সমস্যা থেকে বিলম্বে অফিস যাওয়ার নীতিকে লেখক পরোক্ষে সমর্থন করেছেন, সাফাই দিয়েছেন — এতো বিপজ্জনক প্রবণতা। প্রতিটি মানুষের সংসারে নানা সমস্যা থাকে, থাকবেই। সেই অজুহাতে বিলম্বে অফিস যাওয়া আদৌ সমর্থনযোগ্য কিনা সন্দেহ থেকে যায়। তাছাড়া গল্পটি শেষ পর্বে মেলোড্রামায় আক্রান্ত।

# বিশ্ব প্রবীণ নাগরিক দিবস উদযাপন

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** গত ২১ শে অগাস্ট শুক্রবার রাজাপুর যুবক সংঘে বিশ্ব প্রবীণ নাগরিক দিবস উদযাপন করল অনুভূতি সেবাকেন্দ্র। ষাটোর্দ্ধ প্রবীণ নাগরিকদের জন্য এই বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে জেনারেল চেক আপ ও উপস্থিত ডাক্তারের পরামর্শ সাপেক্ষে সুগার, বি.এম.ডি., ই.সি.জি., চক্ষু পরীক্ষা, ফিজিওথেরাপির ব্যবস্থা ছিল। চক্ষুবিভাগে ছিলেন ড: বিশ্বজি মন্ডল, জেনারেল ফিজিসিয়ান

ড: সুতপা রায়, ফিজিওথেরাপিস্ট অঞ্জলি দত্ত। এছাড়া ছিলেন ৩–৪ জন টেকনিশিয়ান ও সহযোগী। এরপর এক বর্ণময় সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা আয়োজিত হয়েছিল। নাচে–গানে এক মনরোম সন্ধ্যা উপহার দিয়ে বিশ্ব প্রবীণ নাগরিক দিবস অন্যরকম ভাবে উদযাপিত করল অনুভূতি সেবাকেন্দ্র।

অনুভূতি সেবাকেন্দ্রের মূল উদ্যোক্তা অমল কর্মকার 'সেবাই ধর্ম সেবাই কর্ম' মতে বিশ্বাসী। তিনি জানান অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের মতো স্বাস্থ্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই সাধারণ মানুষের জন্য প্রায়শই বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করে থাকেন।

সাম্প্রতিক ১৬ই আগস্ট রবিবার অজয়নগর সার্বজনীন দুর্গোৎসব সোসাইটি পরিচালনায় গোপাল কর্মকার মেমোরিয়াল সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সহযোগিতায় বিনামূল্যে স্বাস্থ্যশিবিরের আয়োজন করে যা এককথায় সাফল্যমন্ডিত হয়েছে। বৃষ্টি জলকে উপেক্ষা করে বহু প্রবীণ নাগরিকেরা তার এই স্বাস্থ্যশিবিরে উপস্থিত ছিলেন। লোকবল ও অদম্য ইচ্ছা শক্তি নিয়ে অমল কর্মকার ভবিষ্যতে আরও এমন বহু স্বাস্থ্য শিবির আয়োজন করে মানবসেবায় আত্মনিয়োগ করে যাবেন। এই আশা নিয়ে বহু প্রতিকুলতা সত্ত্বেও আজও তিনি এগিয়ে চলেছেন।

# 'মঙ্গলে পা, বুধে যা' পাটুলি কল্যাণ সমিতির সাহিত্য সভা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** প্রথম সাহিত্য সভাতেই ৫০ ছাড়িয়ে গেল কবি, লেখক, সঙ্গীত শিল্পীদের উপস্থিতির সংখ্যা। অভিনন্দন বৈষ্ণবঘাটা–পাটুলি উপনগরী কল্যাণ সমিতির কার্য নির্বাহি কমিটির সদস্যবৃন্দদের।...

আসর বসে ৫ আগস্ট নিজস্ব বিরাট ক্লাব ঘরে। মঞ্চে আসন গ্রহণ করেন সংগঠনের সভাপতি বরেন নাথ, প্রাক্তন সভাপতি দক্ষ সংগঠক অজিত বিশ্বাস, সম্পাদক সুশান্ত আচার্য, সুখ্যাত বরিষ্ঠ কবি গোবিন্দ গোস্বামী। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন বাচিক শিল্পী কানাইলাল পালোধি ও কবি ইলা দাস। সঞ্চালক কানাইলাল পালোধি আসরে সকলকে উষ্ণ স্বাগত জানালেন। কৃষ্ণা দাসের আবহ যন্ত্র সঙ্গীতের সঙ্গে পরিবেশিত রবীন্দ্র সঙ্গীত, 'আলোকের এই ঝর্না ধারায়' আসরকে প্রথমেই উজ্জ্বল করে তুললো। প্রথমে সদ্য প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ও বিশ্বখ্যাত বৈজ্ঞানিক আবুল কালামের স্মতিতে সকলে উঠে দাঁড়িয়ে ১ মিনিট নীরবতা পালন করেন।

সংগঠনের বিবিধ ক্রিয়াকর্মের বিষয়ে বিস্তৃত ভাবে বলেন সংগঠনের সম্পাদক সুশান্ত আচার্য। এই পর্বেই অনুষ্ঠানে এসে উপস্থিত হন ১১০ নং ওয়ার্ডের পুরপিতা অরুপ চক্রবর্তী। তাঁকে বিশেষ অতিথি হিসাবে মঞ্চে বরণ করে নেওয়া হয় তাঁর হাতে পুষ্প স্তবক তুলে দিয়ে। শ্রী চক্রবর্তীর হাতে আলিপুর বার্তার সাম্প্রতিকতম সংখ্যাটি তুলে দিলেন বরিষ্ঠ সাংবাদিক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পুরপিতা তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে কল্যাণ সমিতির সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার প্রয়াসকে অভিনন্দন জানালেন– বললেন, আমাদের মনে রাখতে হবে 'পেন ইজ মাইটার দ্যান সোর্ড'। পুরপিতার দায়িত্ব পালনে তাঁকে সদাই ব্যাস্ত থাকতে হয়, তবুও তিনি এই সংগঠনকে নিজের সংগঠন মনে করেই সভায় এসেছেন। যদি এই সাহিত্য সংস্কৃতির প্রথম সভায় কিছু ভুল ত্রুটি ঘটে, তবে সংগঠনের তরফে তিনি সকলের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছেন–পুরপিতা অরুপ চক্রবর্তীর আন্তরিক ভাষণ উপস্থিত সকল সুধিজনের উষ্ণ করতালিতে সংবর্ধিত হয়।

এদিন যে সব কবি, লেখকদের পাঠ এই প্রতিবেদকের মন ছুঁল তাঁরা হলেন বরেন নাথ (নতুন ভাবনা সমৃদ্ধ কবিতা), নারায়ণ চন্দ্র দত্ত (ছড়ার ধরনের রচনা), কানাইলাল পালোধি, স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায় (ছোটদের জন্য খুবই ভাল রচনা), আশিস করগুপ্ত (অত্যন্ত উপভোগ্য রচনা), অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (গড়িয়াবাসী প্রতিষ্ঠিত কবি), নমিতা মন্ডল (মননশীল কবিতা), ধ্রুব চক্রবর্তী (কাহিনীধর্মী রূপক রচনা, পাঠও ভালো), অরুণ ভট্টাচার্য (ছন্দময়, সুরময় ইলিশ মাছ নিয়ে ছড়া (কবিতা), জয় ভট্টাচার্য (আধুনিক ভাবনা সমৃদ্ধ রচনা), হরেন্দ্রনাথ জ্যোতিষ শাস্ত্রী (পূর্ব বাংলার ধ্রুপদী সুর সমৃদ্ধ গীতিকবিতা), শিবাণী সোম (মননশীল রচনা), বরিষ্ঠ কবি গোবিন্দ গোস্বামী (বিবিধ হৃদয়স্পর্শী কবিতা–শ্রী গোস্বামীর হাতে পুষ্প স্তব তুলে দিয়ে তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করা হয়)। ইলা দাস (সঞ্চালনার দায়িত্বও পালন করেন, তাঁর কবিতাও ভালো লাগল) প্রমুখ।

সাংবাদিক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়কেও মঞ্চে এনে তাঁরহাতে পুষ্পস্তবক তুলে দেওয়া হয়। এই সম্মান প্রদর্শন হল প্রকৃতই আলিপুর বার্তা সংবাদ পত্রকেই মান্যতা দেওয়া। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় পত্রিকার সংক্ষিপ্ত পরিচিতিও দেন। চা–জলযোগের সঙ্গে (মাইকের ব্যবস্থাও ছিল) ৩ ঘন্টা পার করে আসর চলে। প্রথম আসর বলেই সঞ্চালনায় কিছু কিছু ত্রুটি ঘটে। তবে সেটা এমন কিছু বড় বিষয় নয়– আগামী দিনে এই আসর আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠুক, এই শুভেচ্ছা বার্তা রইল ৫০শে পা দেওয়া সাপ্তাহিক সংবাদপত্র আলিপুর বার্তার তরফে।

# সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে গত ২২ আগস্ট নোদাখালি থানার অন্তর্গত সমস্ত মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও জুনিয়র হাই স্কুলের ছাত্র–ছাত্রীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ডোঙ্গাড়িয়া অনুমতী বালিকা বিদ্যালয়ে। অঙ্কন, আবৃত্তি, প্রবন্ধলিখন, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা ও গদ্যাংশ পাঠ ইত্যাদি বিষয়ে এলাকার ১৭টি বিদ্যালয়ের শিক্ষক–শিক্ষিকা ও ২৫০ জন ছাত্র–ছাত্রী অংশগ্রহণে এক সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের আবহ তৈরি হয়। আঞ্চলিক স্তরের এই প্রতিযোগিতায় জয়ী ছাত্র–ছাত্রীরা আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ নির্ধারিত দিনে চড়িয়াল বাদামতলা হাই স্কুলের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে। সেখান থেকে নির্বাচিতরা রাজ্যস্তরে অংশ নেবে। নোদাখালি জোনের আঞ্চলিক সম্পাদক প্রভাকর মৃধা বলেন যে এ বছর রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতার আসর বসবে পুরুলিয়া জেলায়।

সিলেবাসের বাইরে ছাত্র–ছাত্রীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক চেতনার প্রসার ও ব্যক্তিগত দক্ষতা বাড়ানোর শিক্ষক সংগঠনের এই নিরলস প্রয়াস ও উদ্যোগকে এলাকার জনসাধারণ ও অভিভাবকবৃন্দ ভূয়সী প্রশংসা করেন। সংগঠনের অন্যতম কর্মকর্তা সুপ্রিয় রায় বলেন যে এই বিশাল খরচ সংগঠনের শিক্ষক শিক্ষিকারাই বহন করেন।

# বিশ্ব কবির তিরোধান স্মরণ

**হীরালাল চন্দ্র :** গত ১৬ আগস্ট (১৫) সন্ধ্যায় দমদম সাতগাছির যুগীপাড়া রোডে (নাগের বাজার) ''সঙ্গীত প্রিয় সংসদের'' উদ্যোগে এবং সম্পাদক বিশ্বনাথ সুরের পরিচালনায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ''মহাপ্রয়াণ'' উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। রবিঠাকুরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করার পরে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন অধ্যাপিকা অর্চিতা ঘোষ, শুক্লা সেনগুপ্ত এবং সোমা ভট্টাচার্য। সাথে পার্কাসন ও তবলা বাজান

অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তড়িৎ আচার্য। বাঁশী বাজান অশোক কর্মকার। গিটার বাজান রামমোহন ভট্টাচার্য। সঙ্গে হারমোনিয়াম ও তবলা বাজান বিশ্বনাথ সুর ও সমীর দাস। কবিতা পাঠ করেন অধ্যাপিকা দেবযানী নাথ, পদ্মা সেন, বিজন অধিকারী ও তৃণা অধিকারী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অশোক কর্মকার। সঞ্চালক ছিলেন বিশ্বজিৎ সেনগুপ্ত। বিশ্বকবির প্রয়াণ দিবস সকলের মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল।

# নরেন্দ্রপুর এলাচি মুসলমানপাড়ার রাস্তার সেই রিক্সাওয়ালার 'ভাল লাগে না' এখানে

**দীপককুমার বড় পণ্ডা**

## যাওয়া আসার পথে পথে

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের 'মিশন গেটে' নেমে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলাম। কোথাও যদি একটা রিক্সা পাওয়া যায়। আশ্রম গেট–এর উল্টোদিকের রাস্তাটা চলে গেছে নতুন বাইপাস– এর দিকে। ওই রাস্তাতেই এলাচি মুসলমানপাড়া। আমার গন্তব্যস্থল ওখানেই। সামনে রামকৃষ্ণ মিশনের গেট। কি ঐতিহ্যপূর্ণ জায়গা! এখানকার লাখো লাখো শিক্ষার্থী আজ দেশ–বিদেশে উচ্চপদে কর্মরত। সামনের রাস্তাটা চলে গেছে বারুইপুরে। হঠাৎ, দূরে দেখলাম, একটা রিক্সা দাঁড়িয়ে। কিন্তু রিক্সায় চালক নেই। ভাবলাম, নিশ্চয় কাছাকাছি চালক আছেন। এগিয়ে পেলাম সেই রিক্সাওয়ালাকে। দূরে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছিলেন। বললাম, –এলাচি মুসলমানপাড়ার মেটে মসজিদ যাবেন?

উনি রাজি হলেন। মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে পড়লাম। আমার খুব তাড়া। ওখানে গুরুসদয় সংগ্রহশালার পক্ষ থেকে কাঁথার ওপর ডিজাইন ডেভলপমেন্ট ওয়ার্কশপ হচ্ছে। ৩০ জন কাঁথা শিল্পী কর্মশালায় যোগ দিয়েছেন। ওটা দেখতে যাব। রিক্সা চলছে ধীর গতিতে। চালক বেশ গাট্টাগোট্টা। ঝিম কালো মাঝারি উচ্চতার যুবকের পরনে লুঙ্গির মতন একটা ছোট কাপড়। চালককে জিজ্ঞেস করলাম,

– কোথায় থাকেন?

– বাইপাস–এর ধারে।

– আপনার জন্ম কোথায়, এই বাইপাসেই? পরের প্রশ্নটা এটা।

– না, না, আমি সুন্দরবনের। ওখানেই আমার বাড়ি।

– সুন্দরবনের কোথায়?

– গোসাবা ব্লকে।

– আপনার নাম কি?

– সুখেন।

– পুরো নামটা কি?

– সুখেন সর্দার।

– মানে আপনারা ওঁরাও?

– রিক্সাওয়ালা পেছন ফিরে তাকালেন আমার দিকে।

–আপনি কী করে জানলেন, আমি ওঁরাও?

গোসাবার সর্দাররাতো ওঁরাও। সেকথাতো আগেই শুনেছি। আরো জানি, গোসাবা থানাতেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার সবথেকে বেশি আদিবাসীদের বাস। এই জেলায় ওঁরাওরা সবথেকে বেশি থাকেন ক্যানিং থানার হেড়োভাঙা, নলিয়াখালি, ডাবু–জয়রামখালি, ভুরঙ্গপাড়া এবং গোসাবা থানার পালপুর ও দয়াপুরে। এসব গল্প বলতে লাগলাম। রিক্সা এগোচ্ছে। রামকৃষ্ণমিশনের গেট থেকে পশ্চিমদিকে খানিকটা গেলেই একটা বাইপাস তৈরি চলছে। পুরনো ই এম বাইপাসটা (এখন বিশ্ববাংলা সরণি) বেড়ে সোনারপুরের দিকে এগোচ্ছে। এখন মাঝখানে একটা ব্রিজ তৈরির কাজ চলছে। সেই বাইপাস ছাড়িয়ে একটা মসজিদের কাছে এলাম। একটা মন্দিরও আছে এখানে। একজন বলেছিলেন, এই দেবীর খুব মাহাত্ম্য। কারোর শরীর থেকে রক্তপাত হলে, এই দেবীর কাছে মানৎ করলে সেরে যায়। এখানে রাস্তাটা তিনদিকে গেছে। মাঝের রাস্তাটাই এলাচি গিয়েছে। চারদিকে নানারকম ঝোপঝাড়। কিছু বাঁশ গাছও চোখে পড়ছে। খানিকটা গিয়ে আবার একটা পাকার মন্দির। সেই মন্দিরটা সংস্কার

করতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন রাজপুর–সোনারপুর পুরসভার স্থানীয় পুরমাতা। সেকথা মন্দিরের গায়ে লেখা। মন্দিরের সামনে নাটমন্দির। খানিকটা গেলেই বিরাট মাপের একটা পুকুর। এখানকার রাস্তাঘাট সব গ্রামীণ। এখনো চারদিকে পুকুর, ডোবা, ঝোপঝাড় আছে। তবে, কতদিন থাকবে এসব কে জানে! কাছাকাছি অনেক ফ্ল্যাট হয়েছে। বেশ কিছু নতুন ফ্ল্যাট তৈরি হচ্ছে। আশঙ্কা করি, কয়েকবছরের মধ্যে এই জায়গাগুলোর গ্রামীণ চেহারাটা আর থাকবে না। যাঁরা রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন, তাঁরাও ধীর পায়ে হাঁটছেন। কোনোরকমের শহুরে ব্যস্ততা নেই আপাতত। তখন ভর দুপুর।

সুখেনকে জিজ্ঞেস করলাম,

– এখানে কতদিন আছেন?

– তিনমাস।

– আপনারা কে কে থাকেন এখানে?

– আমি আর আমার বউ।

– আপনার স্ত্রী কিছু কাজ করেন?

– লোকের বাড়িতে আয়ার কাজ করে।

– মাসে কতটাকা রোজগার হয়?

– সাড়ে সাত হাজার টাকা।

– আপনার কত রোজগার হয় দিনে?

– কোনো ঠিক নেই। কোনোদিন ২০০, কোনোদিন ১০০ টাকা।

– এই রিক্সাটা আপনার নিজের, না ভাড়া?

– নিজের। তবে, সেকেন্ড হ্যান্ড কিনেছি সাড়ে চারহাজার টাকা দিয়ে। মাসে মাসে সেই কিস্তি শোধ করি।

– আপনার ছেলে–মেয়ে নেই?

– আছে।

– তারা পড়ে?

– হ্যাঁ।

– কোথায়?

– দেশে।

– ওরা দেশে কার কাছে থাকে?

– আমার মায়ের কাছে।

– মা আর কে থাকেন?

– আমার বাবা নেই। কিন্তু আরো তিন ভাই আছে। ওদের সংসার আছে।

– ওরা সব একসঙ্গে থাকে, খায়?

– আমরা সবাই একসাথেই থাকি।

– গোলমাল হয়না?

– কিসের গোলমাল? সুখেন প্রশ্ন করেন।

– খরচ–খরচা নিয়ে?

– না, আমাদের যা জমি আছে, সেগুলা ভাইরাই চাষ করে। আমি চাষের সময় যাই ঘরে, চাষের টাকা দিই। সারাবছরের খাবারের ব্যবস্থা হয়ে যায়। আমার একটা ছেলে, একটা মেয়ে ওদের সঙ্গে থাকে–খায়। একসঙ্গে থাকি বলে মা আনন্দ পায়। তাই ভাইরা সেটাই মানিয়ে নিয়েছি।

– আপনার স্ত্রী গ্রামে যান?

– ওতো গ্রামেই থাকতে চায়। গ্রাম থেকে আর দূরে যাবে না বলেই, অনেক টাকা 'লস' করছে প্রতি মাসে।

– কীরকম?

– মালিক ওকে 'বোম্বাই' যেতে বলছে। ষোল হাজার টাকা দেবে বলেছে। ও বলল, গ্রাম থেকে দূরে যাব না। এখানে থাকলে ঘরের কোনো বিপদে দৌড়ে যেতে পারব। দূরে চলে গেলে আর আসতে পারব নাকি?

সুখেন আরো কিছু বলতে চান। সেসব ছেড়ে হঠাৎ বললাম,

– আপনার স্ত্রী বাইরে চলে গেলে, আপনি কী করবেন?

– ওটাই বলছিলাম। আমার বউ বলল, বাইরে যাব না। আমি বাইরে গেলে, তোমাকে রেঁধে দেবে কে? বাইরে হোটেলে খেলে তোমার শরীর খারাপ হয়ে যাবে।

এতক্ষণ ধীর স্থির কথা বলা সুখেনকে একটু রোমান্টিক লাগে। বুঝতে পারি, স্ত্রী স্বামীকে ছেড়ে বাইরে যাবেন না, এটায় তিনি বেশ ভরসা পেয়েছেন। মনে হয়, এই ব্যাপারটা সুখেনের বেশ পছন্দ হয়েছে। বললাম,

– বাইরে যাবার ব্যাপারে আপনার মত কী?

সুখেন বললেন, 'বউকে বললাম, বাইরে যেতে হবে না। এখানে কয়েক বছর কাজ করার পর দেশে ফিরে যাব। ওখানেই থাকব। শহরে ভাল লাগে না। গ্রামে চাষ করব, খাব।'

সুখেনের রিক্সা এসে দাঁড়ায় এলাচি মুসলমানপাড়ায়। এখানেও তিনদিকে তিনটি রাস্তা। ডানদিকের রাস্তাটায় মেয়েদের একটা হোম আছে। একটা এনজিও ওটা চালায়। সরকারি অনেক গাড়ি আসে ওখানে। সুখেন সামনের দিকে খানিকটা এগোলেন। ওখানেই কাঁথার কর্মশালা চলছে। নেমে গেলাম। সুখেন বললেন,

– আপনি ফিরবেন তো?

বললাম, না ফিরে যাব কোথায়? সুখেন হাসলেন। বললেন, 'আমি দাঁড়াচ্ছি, আপনাকে নিয়েই ফিরব।'

# কোহলির নেতৃত্বে ২২ বছর পর লঙ্কা জয় টিম ইন্ডিয়ার

**কমল নস্কর**

মাঝখানে চান্ডিমল যদি চিনের প্রাচীর হয়ে না দাঁড়াতেন তা হলে প্রথম টেস্টও পকেটে পুরতো ভারত। আর তাতে শ্রীলঙ্কাকে পুরো হোয়াইট ওয়াশ করে ৩–০ সিরিজ জিততে পারতো বিরাট বাহিনী। তাও 'নাই মামার চেয়ে কানা মামা'র মতো শেষ পর্যন্ত সিরিজ ২–১ জিতে শ্রীলঙ্কা থেকে মাথা উঁচু করে দেশে ফিরবে ভারত। তার আগে অবশ্য একদিনের এবং টি–২০–র মহড়া সেরে নেওয়া বাকি। কোহলির পূর্বসুরী মহেন্দ্র সিং ধোনি ভারতকে একটা বিশ্বকাপ দিয়েছেন। জিতিয়েছেন টি–২০ বিশ্বকাপও। সেই মাহির মুকুটে শ্রীলঙ্কা বিজয়ের পালকটা না থাকার আক্ষেপ হয়তো সারা জীবন থেকে যাবে। সেদিক থেকে বলা যায় ভারতীয় টেস্ট দলের বর্তমান অধিনায়ক বিরাট কোহলি অনেকটা সৌভাগ্যবান। তার ক্যাপ্টেনশিপে বিদেশের মাটিতে সিরিজ জিতে ফিরতে পারলো ভারত। কারণ, সাম্প্রতিক অতীতে একমাত্র দুর্বল বাংলাদেশ বা জিম্বাবোয়ে ছাড়া বিদেশে ভারতীয়দের ট্র্যাক রেকর্ড মোটেই সুবিধের নয়। তার ওপর শ্রীলঙ্কার মতো একদা বিশ্বজয়ী দলকে হারানো রীতিমতো সম্মানের বলেই বিবেচিত হচ্ছে। ফর্মে না থাকা বা প্রাক্তন অধিনায়ক ধোনির সঙ্গে তুলনা সবদিক থেকে বোধ হয় এবার অনেকটা শান্তিতে ঘুমোতে পারবেন ভারত অধিনায়ক কোহলি। শ্রীলঙ্কা জয়ে বিরাটের গৌরবকে ত্বরান্বিত করেছে কখনো পুজারা, রোহিত শর্মা, ইশান্ত শর্মারা। তাছাড়া গোটা সিরিজে বল এবং ব্যাট হাতে যেভাবে নির্ভরযোগ্যতার প্রতীক হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন তা কোহলির হাসিকে চওড়া করেছে।

ইতিহাস গড়ল বিরাট কোহলির ভারত। তৃতীয় টেস্ট ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে ১১৭ রানে হারিয়ে ২–১–এ সিরিজ জিতল ভারত। ২২ বছরের ব্যবধানে মহম্মদ আজহারউদ্দিনের দলের পর শ্রীলঙ্কার মাটিতে সিরিজ জয়ের কৃতিত্ব অর্জন করল কোহলির ভারত। ২০১১–র পর বিদেশের মাঠে এই প্রথম বিদেশে সিরিজ জয় ভারতের। গতকাল চতুর্থ দিনের শেষে যখন শ্রীলঙ্কা অধিনায়ক অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউজ যেভাবে অপরাজিত ছিলেন তাতে ধরে নেওয়াই হচ্ছিল ভারতের সিরিজ জয়ের পথে কাঁটা হতে পারেন তিনিই। সেই ভবিষ্যৎবাণী ফলিয়ে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টাও করলেন অ্যাঞ্জেলো। কিন্তু ক্রিকেট দেবতা বোধহয় অন্যকিছু ভেবেছিলেন। আর তাই শ্রীলঙ্কার ২৪৯ রানে ম্যাথিউজ আউট হওয়ার পর ১৮ রানে বাদবাকি তিনটি উইকেট তুলে নিল ভারত। ২৬৮ রানে অলআউট হয়ে গেল সিংহলীরা। ভারতের পক্ষে অশ্বিন ৪, ইশান্ত ৩, উমেশ ২ এবং অমিত মিশ্র ১ টি করে উইকেট পেয়েছেন।ভারতীয় ইনিংসকে বাঁধুনি দেওয়ার জন্য প্রত্যাশিত ভাবে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হলেন চেতেশ্বর পুজারা। গোটা সিরিজে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে নিজের দাপট অব্যাহত রেখে সিরিজের সেরা হলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন।

চা বিরতির পরই অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউজকে তুলে নিয়ে ভারতের পথের কাঁটা সরালেন ইশান্ত শর্মা। ১১০ রানে ইশান্তের বলে লেগ বিফোর উইকেট আউট হলেন তিনি। শ্রীলঙ্কা ৭ উইকেটে ২৪৯।

মধ্যাহ্নভোজের পর প্রথম সাফল্য পেল ভারত। ম্যাথিউজ ও পেরেরার শতাধিক রানের জুটি ভাঙলেন অশ্বিন। ৭০ রানে আউট পেরেরা। চা বিরতির আগে পর্যন্ত শ্রীলঙ্কার রান ছিল ৬ উইকেটে ২৪৯।

চাপের মুখে দুরন্ত শতরান করে ম্যাথিউজ অবশ্যই স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। বিশেষ করে মাহেলা জয়বর্ধনে, কুমার সাঙ্গাকারাদের অবসরের পর জুনিয়রদের নিয়ে যে লড়াই তিনি চালালেন তা অনবদ্য। ভারতের জয়ের পথে কাঁটাও হয়ে উঠেছিলেন তিনি।২১৭ বলে ১০০ রানে অপরাজিত থাকাকালীন এবং পেরেরার সঙ্গে ষষ্ঠ উইকেট জুটিতে ১৩০ রান যোগ করার পর ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিলেন অ্যাঞ্জেলো। বলা যেতে পারে ম্যাথিউজ ও কুশল পেরেরার চোয়াল চাপা লড়াই বিরাটকেও চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল। ১০৭ রানে পাঁচ উইকেট পড়ে যাওয়ার পর ম্যাথিউজ–পেরেরা জুটি যেভাবে খেলছিল তাতে মনে হচ্ছিল তীরে এসে না তরি ডোবে ভারতের। তখন শতরানের দোরগড়ায় ম্যাথিউজ। অর্ধশতরান করে ফেলেছেন পেরেরাও। ঠিক এই জায়গাতে কার্যত ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করলো টিম ইন্ডিয়া।

কলম্বোয় ইতিহাস তৈরি করা থেকে তখন আর মাত্র কয়েক ধাপ দূরে টিম ইন্ডিয়া। যদিও পঞ্চম দিনের শুরুটা যথেষ্ট ইতিবাচক ছিল ভারতের জন্য। এদিন খেলা শুরুর পর শ্রীলঙ্কার আরও দুটি উইকেট তুলে নিয়ে জয়ের আশা বাড়িয়ে তোলেন বোলাররা। জয়ের জন্য ৩৮৬ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে খেলতে নেমে গতকাল দিনের শেষে শ্রীলঙ্কার রান ছিল ৩ উইকেটে ৬৭। খেলার পঞ্চম দিনে শ্রীলঙ্কা শিবিরে প্রথম আঘাত হানেন উমেশ যাদব। তিনি ফিরিয়ে দেন সিলভা (২৭)কে। শ্রীলঙ্কার রান তখন ৪ উইকেটে ৭৪।

অধিনায়কঅ্যাঞ্জেলেম্যাথিউজের সঙ্গে তিনি ৫৩ রান যোগ করেন। পরে ১০৭ রানে শ্রীলঙ্কার পঞ্চম উইকেটের পতন হয়।থিরিমানেকে ফিরিয়ে দেন অশ্বিন। প্রথম টেস্টে জিতেছিল শ্রীলঙ্কা। কিন্তু দ্বিতীয় টেস্টে জয়ী হয় ভারত। এবার তৃতীয় টেস্ট জিতে সিরিজের নিষ্পত্তি এবং একই সঙ্গে শ্রীলঙ্কার মাটিতে ২২ বছরের খরা কাটালো টিম কোহলি।

# ভলিবলের উজ্জ্বল নক্ষত্র

**প্রিয়ম গুহ**

ভলিবল মানেই উজ্জ্বল চ্যাটার্জি। তাঁর মৃত্যুর ৫৪ বছর পরে আজও বাংলার ভলিবল মানেই এই নামটাই ইতিহাসের পাতায় উঁকি মারে। এই উজ্জ্বল খেলোয়াড়ের জন্ম ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪০। খেলাধূলোয় ছোট থেকেই খুব পারদর্শী ছিলেন তিনি। হাওড়া ইউনিয়নের হয়ে ফুটবল খেলার মাধ্যমে তাঁর খেলার জগতে পদার্পণ। সেখানেই নির্মল বসুমল্লিক তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেন ভলিবল খেলায়। আর 'ভলিবলের পাঞ্চ'–এ পারদর্শী করে তোলেন তাঁর গুরু আশুতোষ রায়চৌধুরী। ১৯৫৮ সালে জুনিয়র বেঙ্গল দিয়ে শুরু হয় বাংলার ভলিবলের উজ্জ্বল দৌড়। এরপর বিজয়ী সংঘের হয়ে লিগ খেলা শুরু হয় উজ্জ্বল চ্যাটার্জির। এই বিজয়ী সংঘ থেকেই সিনিয়র বেঙ্গলে খেলার সুযোগ। ১৯৬৮তে বাংলা ভলিবল টিমের অধিনায়ক হলেন তিনি। তার আগে অবশ্য ভারতের হয়ে জাপানের বিরুদ্ধে রাশিয়ার বিরুদ্ধেও খেলেছেন। ৭০–৭১ এর মরশুমে প্যারিসের বিরুদ্ধে ইতিহাস গড়েন উজ্জ্বল। এই খেলার মাধ্যমেই স্টেট ব্যাঙ্কের প্রধান শাখায় চাকরির সুযোগ। স্টেট ব্যাঙ্কের হয়েও ভলিবল খেলেছেন তিনি। কিন্তু ২৯ মে ১৯৯৫ সালে দীর্ঘদিনের স্নায়ুপীড়ায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। পিছনে ফেলে গেলেন তার প্রিয় ভলিবল, তাঁর পুত্র সজল চ্যাটার্জী ও স্ত্রী মধুছন্দা চ্যাটার্জিকে। তারপর থেকে অবশ্য তাঁর সুযোগ্য পুত্র জন্মদিন এবং মৃত্যুদিনকে সসম্মানে পালন করে চলেছেন।

কিন্তু একটাই আফশোস যে ভলিবলের জগৎকে উজ্জ্বলতর করে তুলেছিলেন উজ্জ্বল চ্যাটার্জী সেটা শুধু ইতিহাসেই লেখা রইল। কারণ ভলিবলের জগৎ এখন আর উজ্জ্বল নেই। ভলিবলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন কিছু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ক্রীড়াপ্রেমিক মানুষের। ক্রিকেট নিয়ে ভারতীয় ক্রীড়া জগৎ যেভাবে মাতামাতি করে তার কানাকড়িও যদি ভলিবল বা অন্য খেলার প্রতি থাকত তা হলে নিঃসন্দেহে দেশের সুনাম সারা বিশ্বে সমাদৃত হত। ফুটবল বিশ্বের মানচিত্রে তো বটেই অন্য বল গেম ভলিবল এবং বাস্কেটবলেও এদেশের জুড়ি মেলা ছিল ভার। উজ্জ্বল চ্যাটার্জিরা ভলিবলকে যে জায়গায় তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন সেই ধারা অব্যাহত থাকলে রাজ্য তথা দেশ গৌরবান্বিত হত। অথচ সেই সুয়োরাণী ক্রিকেটের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল দুয়োরাণীর মতো এইসব ভলিবল তারকাদের কৃতিত্ব।


## আমরাও এবার হোয়াটস অ্যাপে

আপনার এলাকার যে কোনও খবর, ছবি, ভিডিও ক্লিপিং পাঠিয়ে দিন আমাদের অ্যাপস অ্যাকাউন্টে কারণ আপনারাই এখন
**'অ্যাপস রিপোর্টার'**

চিঠি মেলের দিন শেষ

এবার আপনার মতামত, ভালো লাগা, খারাপ লাগা সবই এক মুহূর্তে পাঠাতে পারেন আমাদের অ্যাপসে

আমাদের নম্বর ৯০৩৮৬৪০০৩০


# মনের খেয়াল

## আঁকা শেখো

**শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল**

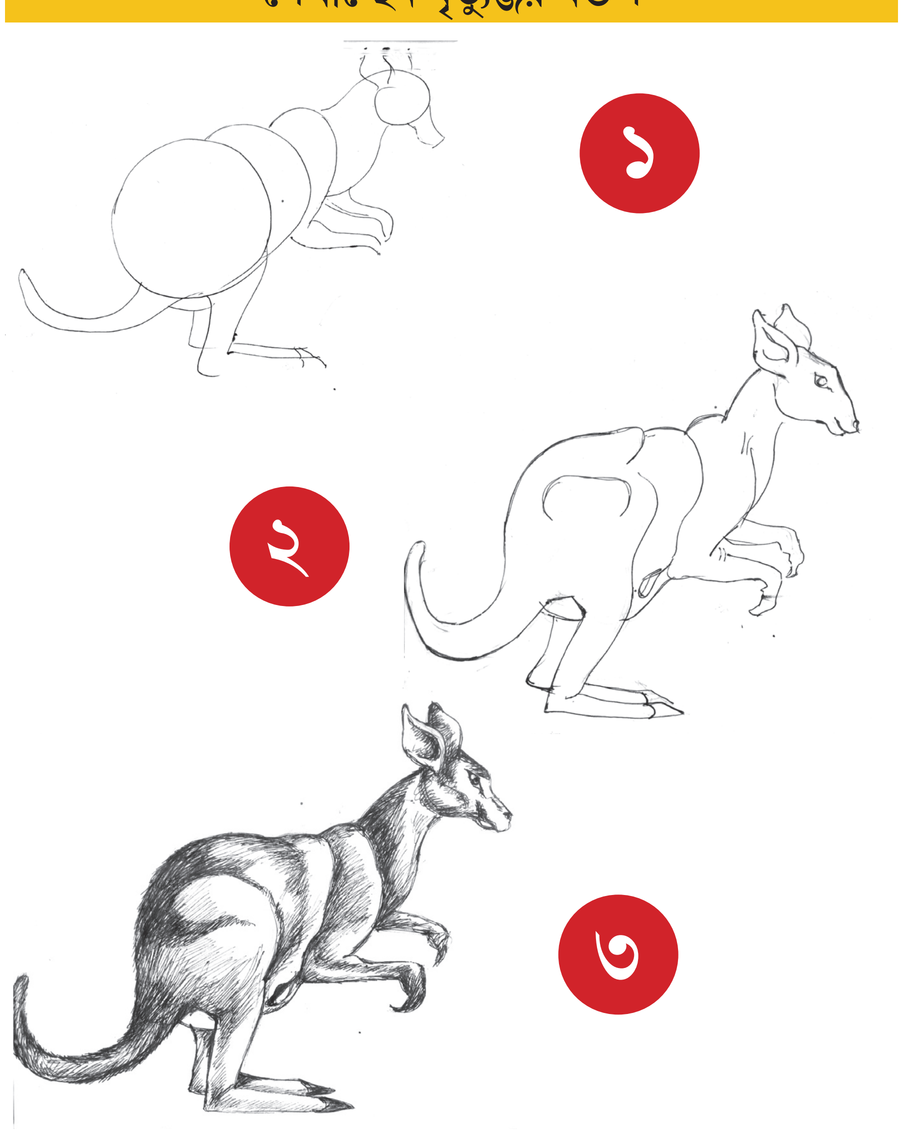


## তোর জন্মদিনে

**জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়**

তোর জন্মদিনে আমার হাত ধরে
রাস্তায় পা বাড়ালি,
তারপর বাসস্টপে এসে
আমার হাত ছেড়ে দিয়ে
ছুট্টে গিয়ে ধরলি মায়ের হাত
দিদাকে সঙ্গে নিয়ে মার সাথে
বাসে উঠে চলে গেলি চোখের পলকে।
আর তখনই শুরু হল আমার
মন কেমন করা...
তাই ঠিক করেছি এবার একদিন
দু'জনে হাত ধরাধরি করে
বেড়াতে যাবো, যেখানে
হাত ধরেছে আকাশের নীল সমুদ্দুর,
মাঠের সবুজ অনেক দূর...

## অশরীরী

**জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়**

ছাট্ট কুচাই মায়ের সঙ্গে বাসে উঠে মায়ের পাশেই বসেছে। সিট থেকে পড়ে যাওয়ার ভয়ে মায়ের হাত শক্ত করে ধরে আছে। কিছুটা যেতেই বোরখা পরিহিতা এক যাত্রী বাসে উঠে কুচাইয়ের পাশের ফাঁকা সিটে বসল। তাকে পাশে বসতে দেখে ভয়ে জড়সড় হয়ে কুচাই ক্রমশ মায়ের দিকে সরতে সরতে এক সময় শেষ সীমায় পৌঁছুল। বোরখাও ক্রমশ কুচাইয়ের দিকে সরে যেতে থাকল। কুচাই আতঙ্কে মাকে জড়িয়ে ধরল আর এক সময় মাকে খোঁচা মেরে নিচু স্বরে বলল, মা, ভূতটাকে সরে যেতে বল না, আমার না বেশ ভয় করছে!

শ্রেয়া চক্রবর্তী, নবম শ্রেণি, রাষ্ট্রীয় বহুমুখী বিদ্যালয়

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই–মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা *JPEG* ফরম্যাটে

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com